আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

আজানের ধ্বনিতে মুগ্ধ ফিলিপিনো টিকটকারের ইসলাম গ্রহণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইসলাম গ্রহণ করেছেন ফিয়োনা জেমস নামে এক ফিলিপিনো টিকটকার। সংযুক্ত **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

২৬ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ৩০ || সোমবার || বৈশাখ ১১ || ১৪৩০ || শাওয়াল ৪ || ১৪৪৪ || Vol. 27 || Issue 30 || 24 April || 2023 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086



৭ বছরে সিটিতে ৮ বাংলাদেশী ডেলিভারিম্যানের প্রাণহাণী

স্কুল বাসের চাপায় জুয়েল রানার মৃত্যু

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউয়র্ক সিটিতে স্কুল বাসের চাপায় ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন জুয়েল রানা নামের এক বাংলাদেশী ডেলিভারিম্যান। বিদ্যুৎচালিত সাইকেলে ডেলিভারি কাজের সময় ঈদের আগের দিন বৃহস্পতিবার (২০ এপ্রিল) বিকাল সোয়া ৫টায় কুইন্স বুলোভার্ড এবং জ্যাকসন এভিনিউতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় কমিউনিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ জানায়, জুয়েল সাইকেল চালিয়ে লং আইল্যান্ড সিটির জ্যাকসন এভিনিউ ধরে দক্ষিণে যাবার সময় ইন্টারসেকশনে কুইন্স বুলেভার্ডগামী (পূর্ব দিন) স্কুল বাসের ধাক্কা খান। বাসের ড্রাইভার সজোরে ধাক্কা দেয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে জানায়। এসময় স্কুল বাসের ধাক্কায় ছিটকে পড়েন জুয়েল। তার সাইকেলটিও চাকার নিচে পিষ্ট হয়ে দুমড়ে গেছে। দূর্ঘটনার সাথে সাথে অ্যাম্বুলেন্স এসে জুয়েলকে নিউইয়র্ক-প্রেসবাইটেরিয়েন ওয়েল কর্নেল মেডিকেল সেন্টারে নেয়। কিছুক্ষণ পর হাসাতালের জরুরি **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

অবসরের পর
যেসব সুবিধা পাবেন আবদুল হামিদ

ঢাকা ডেস্ক: টানা দুই মেয়াদে দায়িত্ব **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**



বঙ্গভবন ছেড়ে আবদুল হামিদ নিকুঞ্জের বাসায়
প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দিনের দায়িত্বগ্রহন

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশের ২২তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে আজ (সোমবার) দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন মো. সাহাবুদ্দিন। বেলা ১১টার দিকে বঙ্গভবনের ঐতিহাসিক দরবার হলে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হয়। তাকে প্রেসিডেন্টের পদে শপথ পাঠ **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**





ভারত সফরে যাচ্ছেন বাইডেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রথমবারের মতো ভারত সফরে আসছেন। আগামী সেপ্টেম্বরে ভারত সফরে আসার কথা রয়েছে তার। বাইডেনের সফর ভারত-আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নয়া মাত্রা যোগ করবে বলে আশাবাদী হোয়াইট হাউস। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

সিটির ১০ রুটে চালু হচ্ছে ফ্রি বাস সার্ভিস

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির ১০টি রুটে ফ্রি বাস সার্ভিস চালু হচ্ছে। **(বাকি অংশ ৩ পাতায়)**

বিশ্বব্যাংকের আমন্ত্রণে
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮ এপ্রিল ওয়াশিংটনে আসছেন

বিশেষ প্রতিনিধি: বিশ্বব্যাংকের আমন্ত্রণে আগামী ২৮ এপ্রিল শুক্রবার ওয়াশিংটনে আসছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আগামী ১ মে সোমবার ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। বিশ্বব্যাংক-এর প্রেসিডেন্ট ডেভিড ম্যালপাস-এর আমন্ত্রনেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াশিংটন সফরে আসছেন বলে জানা গেছে। এদিকে প্রধানমন্ত্রীর এই সফর বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত সম্মানের এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করছেন অভিজ্ঞ মহল। প্রধানমন্ত্রীর ওয়াশিংটন সফর বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে বিশ্ব দরবারে আরো উজ্জ্বল করবে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাও মনে **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**



মিসেসোটা রাজ্যের মিনেপোলিস শহরে
দিনে ৫বার লাউডস্পিকারেই আজান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দিনে পাঁচবার লাউডস্পিকারে আজানের ধ্বনি শোনানো যাবে মর্মে আদেশ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মিসেসোটা রাজ্যের মিনেপোলিস সিটি কাউন্সিল। এই প্রথমবার এমন নির্দেশ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো শহর কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে, সম্প্রতি সর্বসম্মতভাবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে শহরটির প্রশাসন। জানিয়ে দেয়া হয়েছে, নির্দিষ্ট পাঁচ সময়ে নিয়ম মেনে লাউডস্পিকারেই আজান শোনানো হবে। কেবল **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

পুরো গ্রীষ্মকালেই থাকবে তীব্র তাপ ও খরা
বছরের শেষে সুপার এল নিনো

ঢাকা ডেস্ক: চলতি বছর কাটতে পারে অতিরিক্ত তাপমাত্রা ও অনাবৃষ্টিতে। এর একটি লক্ষণ ইতোমধ্যে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। গত মার্চ মাসে বাংলাদেশে কিছু বৃষ্টিপাত হলেও এপ্রিল আসার সাথে সাথেই শুরু হয়ে গেছে খরা ও তাপপ্রবাহ। গত এক সপ্তাহ থেকে দেশের কোনো কোনো স্থানে চলছে 'এক্সট্রিম হিটেড কনডিশন' বা মারাত্মক **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs · Inquiries · Collections
Garnishment · Bankruptcy · Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

WIN ZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Assoricate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার টাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public · Bookkeeping · Business Formation · Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

২৩ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

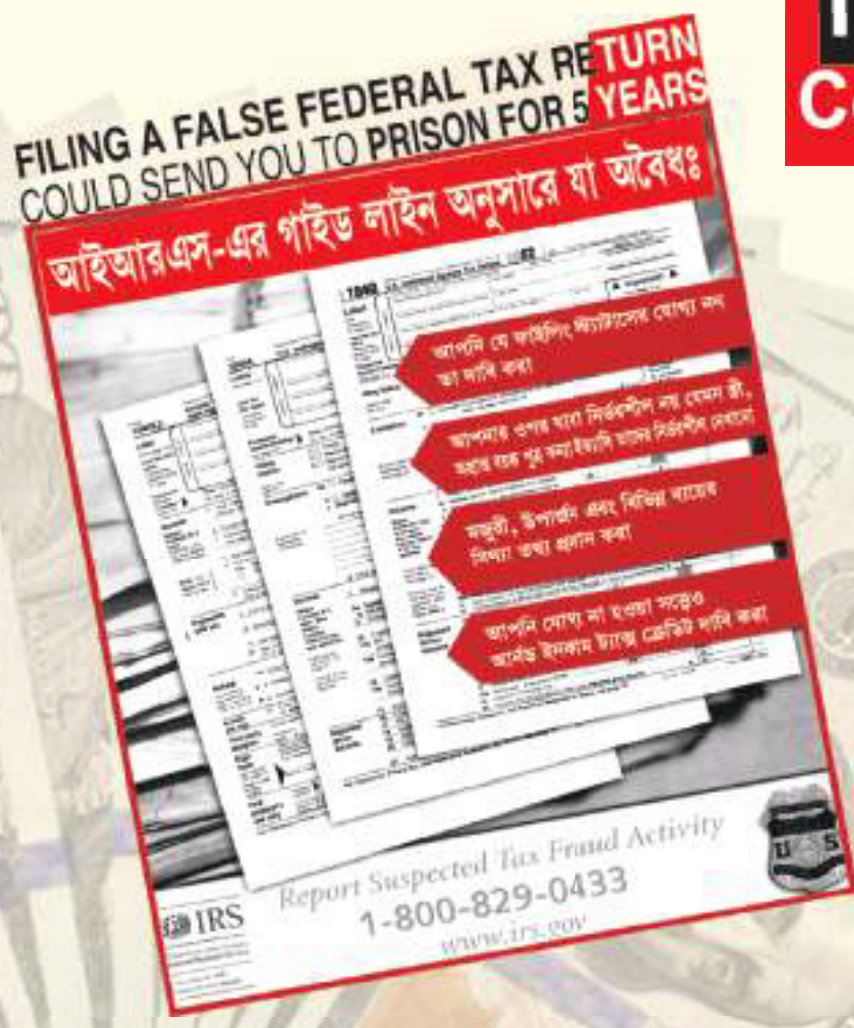
কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

We are Top 500 intuit Company

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



Steven M. Levy, CPA



আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস
74-09 37th Avenue, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকা
168-16, Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone: 646-464-5944
718-487-4507

ব্রংক্স
1445 Unionport Roa, Bronx, NY
পার্কচেষ্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

email: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // April 24 // 2023

সিটির ১০ রুটে চালু হচ্ছে ফ্রি বাস সার্ভিস

(প্রথম পাতার পর)

এ নিয়ে বাজেট বরাদ্দের জন্য রাজ্য সরকারের সাথে একটি চুক্তি চূড়ান্ত করার কাছাকাছি পৌঁছেছে নিউয়র্ক সিটি কাউন্সিল। সূত্র জানায়, মেয়র এরিক এডামস ও কয়েকজন আইন প্রণেতার প্রস্তাবের ভিত্তিতে ফ্রি বাস সার্ভিসের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দে সম্মত হয়েছে রাজ্য সরকার। এ প্রকল্পে প্রাথমিকভাবে নিউইয়র্ক সিটির পাঁচ বরোর ১০টি রোডে ফ্রি বাস সার্ভিস চালু করা হবে। প্রতিটি বরোতে দুটো রোড থাকবে ফ্রি বাস বাস সার্ভিসের আওতায়। ব্রঙ্কস বরো দিয়ে শুরু হবে এ ফ্রি বাস সার্ভিস প্রকল্প। পর্যায়ক্রমে তা ব্রুকলীন, কুইন্স, ম্যানহাটন এবং স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে সম্প্রসারিত করা হবে। নিউইয়র্ক সিটির সাবওয়ের (পাতাল ট্রেন) ওপর চাপ কমাতে এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সিটির গণ পরিবহণ বিভাগ। সংশ্লিস্ট বিভাগ জানিয়েছে, ট্রেন ও সাবওয়ে ব্যবহারের হার সাম্প্রতিককালে সক্ষমতার চেয়ে বেশি হচ্ছে। গত ২০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার একদিনে সর্বোচ্চ ৪ মিলিয়ন মানুষ সিটির সাবওয়ে ব্যবহার করেছেন।

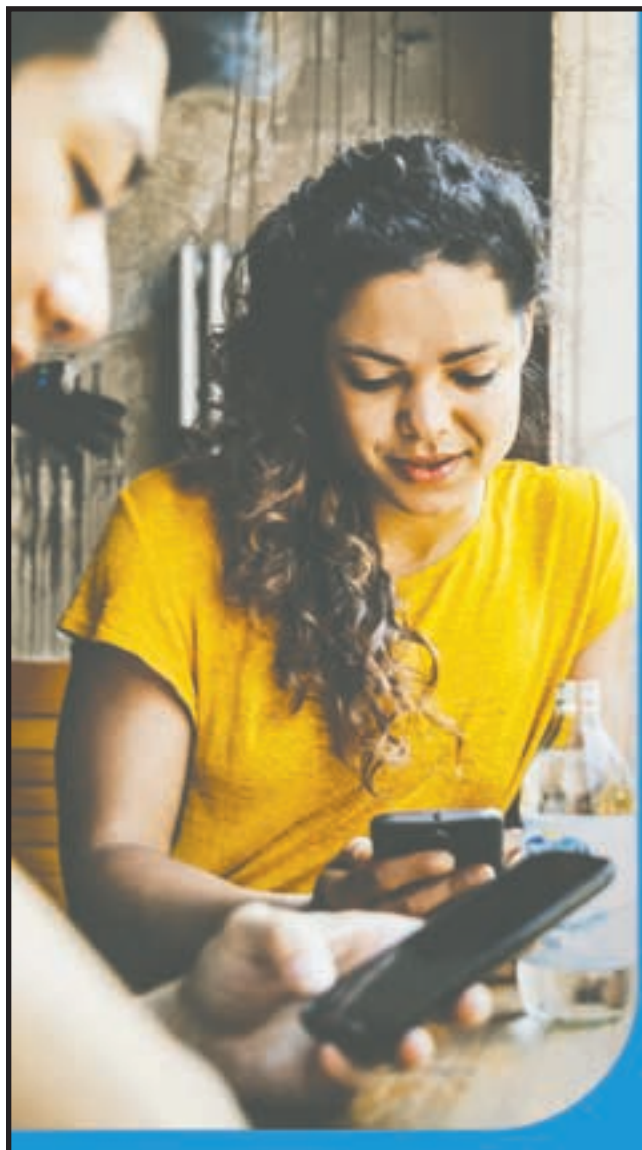
প্রেসিডেন্ট বাইডেনের শিক্ষা ঋণ ক্ষমা পরিকল্পনার বিরুদ্ধে রায় দিতে পারে সুপ্রিম কোর্ট

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ ৪০০ বিলিয়ন ডলারের শিক্ষা ঋণ মওকুফ করার পরিকল্পনা করেছিলেন বাইডেন প্রশাসন। তবে এই পরিকল্পনা নিয়ে বাইডেন প্রশাসনকে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিবে কিনা সুপ্রিম কোর্ট, তা নিয়ে সন্দিহান আইনজীবি ও বিশেষজ্ঞরা। সুপ্রিম কোর্টের রায় বাইডেনের পরিকল্পনার বিপরীতে গেলে, কয়েক মিলিয়ন আমেরিকানরা আর্থিক সঙ্কটে পড়বে। কিছু আইন বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বাইডেন প্রশাসনের পক্ষে ঋণগ্রহীতাদের জন্য বিচারপতি এই ত্রাণকে অনুমোদিত করবেন। আবার অনেকেই তা মনে করছেন না। তবে, হোয়াইট হাউস জোর দিয়ে বলেছে যে, এটি আইনের মধ্যেই পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০০৩ সালের হিরোস অ্যাক্টে যুক্তরাষ্ট্রের এডুকেশন সেক্রেটারিকে জাতীয় জরুরি অবস্থার সময় ফেডারেল শিক্ষা ঋণ ব্যবস্থায় পরিবর্তন করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। ম্যাসাচুসেটস আমহার্স্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পল কলিন্স জুনিয়র বলেছেন, তিনি আশা করছেন আদালত বাইডেন প্রশাসনের বিরুদ্ধে রায় দেবে। কলিন্স ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, ছয়জন রক্ষণশীল বিচারপতি বাইডেনের প্রোগ্রামকে বাতিল করে দেবেন এবং তিনজন উদারপন্থী বিচারপতি এর পক্ষে থাকবেন। ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় শিকাগোর আইনের অধ্যাপক স্টিভেন শুইন এতে সম্মত হয়েছেন।

কক্সবাজারে ভেসে আসা ট্রলারে মিললো ১০ মরদেহ

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ কক্সবাজারের নাজিরারটেকে ভেসে আসা ট্রলার থেকে ১০ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার দুপুরে মরদেহগুলো উদ্ধার করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে নিহতদের পরিচয় জানা যায়নি। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কক্সবাজার মডেল থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তিনি আরও জানান, উদ্ধার করা লাশের মধ্যে ছয়জনের হাত-পা রশি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে। লাশ থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, কমপক্ষে ১৫ দিন আগে গভীর সমুদ্রে জলদস্যুরা ট্রলারটির মাছজাল লুট করে জেলেদের হাত-পা বেঁধে কুটিরে আটকে রেখে ট্রলারটি সাগরে ডুবিয়ে দিতে পারে। জানা গেছে, রোববার সকালে কক্সবাজার পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের সাগরের নাজিরা পয়েন্টে





আপনার বিল ট্র্যাক, ম্যানেজ করা ও বিল বুঝে নেওয়া সব কিছু এক জায়গায় করতে পারেন।

যে কোনও সময় লগ ইন করে:

- মাস অনুযায়ী আপনার ব্যবহারে নজর রাখুন
- আপনার বাসার এনার্জীর স্ন্যাপশট নিন
- আমাদের হোম এনার্জী ক্যালকুলেটার ব্যবহার করুন
- ভয়েস অ্যাসিস্টেন্স সক্রিয় করুন
- যে কোনও সময় আমাদের সাথে চ্যাট করুন
- ফ্লেক্সিবল পেমেন্টের জন্য সাইন আপ করুন

অ্যাপ খুলুন বা
conEd.com/PaymentOptions দেখুন

conEdison

JOYA HALL

63-108 WOODHAVEN BLVD. QUEENS. NY 11374

APRIL 29 7PM TO 12 AM

EID REUNION PARTY 2023

GIRLS HOBBIES

GROUP BY MILY KHAN

ENTRY FEE

ADULT - $45

KIDS - $35

PAYMENT OPTIONS:
ZELLE - 2129796091

VENMO - @SADIQUAKHAN

PARTY ATTRACTIONS

SINGING
DANCING
FASHION SHOW
LOTTERY
...AND MUCH MORE



জনপ্রিয় TiME television www.timetvusa.com

মিডিয়া পার্টনার

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

মার্কেটে অগ্নিকান্ড : দোষারোপ নয়, নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ঢাকার বঙ্গবাজারে অগ্নিকান্ডে সব দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এর ১১ দিনের মাথায় নিউ সুপার মার্কেটে আগুন লেগে তিনতলার ২৫০টির মতো দোকান ভস্মীভূত হলো। ভাবা গিয়েছিল, সেটাই বোধ হয় নিষ্ঠুর এপ্রিলের শেষ আগুন হবে। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিন দিন না পেরোতেই গত ১৭ এপ্রিল সোমবার সকালে আগুন লাগল উত্তরার বিজিবি মার্কেটে। একটি মার্কেটের আগুনের রেশ কাটতে না কাটতেই আরেকটি মার্কেটে আগুন লাগার কী ব্যাখ্যা থাকতে পারে? যেকোনো মার্কেট বা স্থাপনা নির্মাণ করার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টি যেখানে সর্বাধিক গুরুত্ব পাওয়ার কথা, সেখানে এটাকেই সবচেয়ে বেশি অবহেলা করা হচ্ছে। আগুন লাগার কারণ নিয়ে যখন সরকার ও বিরোধী দলের নেতারা অহেতুক বিতর্ক ও পরস্পরকে দোষারোপ করছেন, তখনই অগ্নিনির্বাপণ বিভাগ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে ঢাকার মার্কেটগুলো কতটা ঝুঁকিপূর্ণ।

অগ্নিনির্বাপণ বা ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক (অপারেশন) গত ১৬ এপ্রিল রোববার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে রাজধানীর ৫৮টি বিপণিবিতান পরিদর্শন করে তাঁরা দেখতে পান সব কটিই ঝুঁকিপূর্ণ। এর মধ্যে ৯টি অতি ঝুঁকিপূর্ণ, ৩৫টি ঝুঁকিপূর্ণ, ১৪টি মাঝারি মাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ। ২০১৯ সালের হিসাবে অগ্নিনির্বাপণ বিভাগ ঢাকার ১ হাজার ৪৮টি বিপণিবিতানকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করেছিল; যার মধ্যে ৪২৮টি ছিল অতি ঝুঁকিপূর্ণ। চলতি মাসে পুড়ে যাওয়া বঙ্গবাজার ও নিউ সুপার মার্কেট অতি ঝুঁকিপূর্ণ তালিকায় ছিল।

আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, অগ্নিনির্বাপণ বিভাগ যেসব মার্কেটকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করেছে, সেগুলোকে ঝুঁকিমুক্ত করতে গত চার বছরে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। অগ্নিনির্বাপণ বিভাগ ঝুঁকিমুক্ত করার অনুরোধ বা সুপারিশই করতে পারে। কোনো মার্কেট তারা বন্ধ করতে পারে না। রাজউক ও সিটি করপোরেশনের আইনকানুন মেনে এসব মার্কেট বা স্থাপনা করার বিধান থাকলেও অনেকেই তা মানছেন না। সিটি করপোরেশনও এ অনিয়মের কথা স্বীকার করেছে। কিন্তু তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। অভিযোগ আছে, সিটি করপোরেশনের একশ্রেণির অসাধু কর্মকর্তাকে ম্যানেজ করেই মার্কেট কমিটির নেতারা নকশাবহির্ভূত স্থাপনা করে থাকেন। অগ্নিনির্বাপণ বিভাগ কেবল আগুনের ঝুঁকি চিহ্নিত করেছে। ঝুঁকি আছে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির লাইনেও। মাসখানেক আগে ত্রুটিপূর্ণ গ্যাসের লাইন থেকেই সিদ্দিকবাজারের একটি ভবনে বিস্ফোরণ ঘটেছিল।

এসব অগ্নিকান্ডে ব্যবসায়ীদের যে বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হলো, তা পূরণীয় নয়। অনেকের সারা জীবনের সহায় সম্পদ সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তাঁদের প্রতি আমাদের সর্বোচ্চ সহমর্মিতা থাকবে। একই সঙ্গে এই প্রশ্নও করতে হবে যে মার্কেটটি অতি ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণার পর তাঁরা কীভাবে নির্বিকার থাকলেন? এ জন্য ব্যবসায়ীদের যেমন দায় আছে, তেমনি তদারককারী প্রতিষ্ঠান সিটি করপোরেশন ও রাজউকও দায়িত্ব এড়াতে পারে না। যাঁরা তাদের নির্দেশনা অমান্য করেছেন, কেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলো না?

আগুন পুরোপুরি নির্বাপণের পর ক্ষতিগ্রস্ত নিউ সুপার মার্কেট ছাড়া নিউমার্কেট, চন্দ্রিমা মার্কেট, গাউছিয়া, নূরজাহান মার্কেটসহ অন্যান্য মার্কেট খুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এসব মার্কেট যে নিরাপদ, সেই নিশ্চয়তা কে দেবে? অনেক সময় ধূমপান-সিলিন্ডার গ্যাস থেকেও অগ্নিকান্ড ঘটে থাকে। সে ক্ষেত্রে মার্কেট কর্তৃপক্ষের উচিত হবে এসব কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। কারও সামান্য ভুলে কিংবা অসচেতনতায় অসামান্য ক্ষতি হবে, সেটা মেনে নেওয়া যায় না। আমরা মনে করি, অগ্নিকান্ডের অলৌকিক কারণ খুঁজতে অযথা শক্তি ক্ষয় না করে সরকারের উচিত মার্কেটগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে টেকসই ও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া।

নদীর পানি ও প্রকৃতির ওপর আধিপত্যবাদের আগ্রাসন

॥ জামালউদ্দিন বারী ॥

তীব্র দাবদাহে জনজীবনে চরম দুর্ভোগ নেমে এসেছে। আবহাওয়া ক্রমেই চরমভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিনের অনাবৃষ্টি, নাব্য হারানো ও দূষণে উপযোগিতা হারানো নদ-নদীগুলো গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের কোটি কোটি মানুষের তৃষ্ণা মেটাতে, প্রাণ শীতল করতে কিংবা ফসলের মাঠগুলোকে সবুজ রাখতে পারছে না। হিমালয়ের সব বরফ গলে শেষ হয়ে যায়নি। ক্লাইমেট চেঞ্জ এক্সপার্টরা বরফ গলা বৃদ্ধি পেয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে হিমালয়ে বরফ গলা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে উজান থেকে নেমে আসা আমাদের নদ-নদীগুলোতে প্রবাহ বেড়ে যাওয়ার কথা। আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও নদী আইন অমান্য করে ভারত আমাদের প্রায় সবগুলো নদীতে বাঁধ নির্মাণ ও পানি প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে একটি চরম ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। ইতিহাসের পরিক্রমায় দেশভাগ হলেও ভূপ্রাকৃতিক কারণে পাহাড় ও নদ-নদীর উৎসস্থলগুলো অবিভাজ্য ও প্রতিবন্ধকতামুক্ত রাখার কোনো বিকল্প নেই। যৌথ নদ-নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা ও নদীর প্রবাহ ঠিক রাখা শুধু বাংলাদেশের জন্যই নয়, পুরো অববাহিকা অঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রা, কৃষি, পরিবেশ, খাদ্যনিরাপত্তা ও অর্থনীতির জন্য একটি জীবনমরণ সমস্যা। বিশ্বের আর কোনো অঞ্চলে কোনো আঞ্চলিক শক্তির দ্বারা আন্তর্জাতিক নদীর উপর এমন বল্গাহীন-বেপরোয়া নিয়ন্ত্রণের কোনো উদাহরণ নেই। ভূপ্রাকৃতিকভাবে কৌশলগত অবস্থানের সুযোগে ভারত তার প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে আন্তর্জাতিক নদীর আঞ্চলিক পানি ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিপজ্জনক খেলায় মেতে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে ভারতের সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক এজেন্ডার মূল টার্গেট পাকিস্তান ও বাংলাদেশ হলেও ১৯৬০ সালে বিশ্বব্যাংকের মধ্যস্থতায় সম্পাদিত ইন্ডাস ভ্যালি পানিচুক্তির কারণে এই দুই দেশের মধ্যে এক প্রকার ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান বজায় থাকলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তার নিয়ন্ত্রণ পুরোটাই ভারতের হাতে। গত ৬ দশকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অন্তত তিনটি সম্মুখ যুদ্ধ এবং বেশকিছু সীমান্ত সংঘাত থেকে শুরু করে পারমানবিক যুদ্ধের হুমকির সম্মুখীন হলেও দুই দেশের মধ্যকার পানিচুক্তি ও সিন্ধু নদীর পানিবন্টন চুক্তির বড় কোনো ব্যত্যয় ঘটতে দেখা যায়নি। একেকটি দেশ ও অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি, কৃষ্টি-কালচার, ডেমোগ্রাফি, খাদ্য নিরাপত্তা ও মৌলিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সেখানকার নদনদী, পাহাড়, উর্বর সমভূমি ও সামুদ্রিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। সুপেয় পানির উৎসগুলো রুদ্ধ করে দেয়া হলে মানুষের বাসযোগ্যতা ও নিরাপত্তার জন্য অন্য সব সম্পদ কোনো কাজে আসেনা। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যৌথ নদীর পানি থেকে বাংলাদেশকে বঞ্চিত করে ভারত মূলত বাংলাদেশের উপর তার আধিপত্যের থাবাকে সুদৃঢ় রাখতে চাইছে। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারা রুদ্ধ করে অগণতান্ত্রিক পন্থায় একটি বশংবদ শাসকগোষ্ঠির ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করার মধ্য দিয়ে ভারতীয় শাসকরা বাংলাদেশের সত্যিকারের কণ্ঠস্বরকে রুদ্ধ করে দেশের অস্তিত্বকেই ক্রমশ চরম হুমকির মুখে ঠেলে দিতে শুরু করেছে।

জ্বালানি তেলের যুদ্ধের সময় দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফসিল ফুয়েল বা জ্বালানি তেলের নানাবিধ বিকল্প থাকলেও পানির কোনো বিকল্প নেই। ক্লাইমেট চেঞ্জ, খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিবেশগত সুরক্ষার ইস্যুগুলোকে সামনে রেখে মানব সমাজ আগামিতে সবচেয়ে বড় যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আশঙ্কা করছে তা হতে পারে সুপেয় পানির সংকট। বিশেষত যৌথ নদীর উৎসগুলোতে আঞ্চলিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘাতের মূল কারণ হয়ে দেখা দিবে বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন। তবে তেলের জন্য যুদ্ধের বহু আগে থেকেই ক্ষমতাধর রাজা-মহারাজারা সুপেয় পানির উৎসের উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভাটির অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতিকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পদানত করার চেষ্টা করেছে। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে মেসোপটেমিয় সভ্যতায় লাগাশের রাজা উরলামা প্রথমে তার প্রতিদ্বন্দ্বী জনপদ উম্মার গিরসা নগরীকে পানি বঞ্চিত করতে আন্তঃসীমান্ত নদীতে ফিডার ক্যানেলে অতিমাত্রায় পানি প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে পরিকল্পিতভাবে নদীকে শুকিয়ে গিরসা নগরীকে পানিশূন্য করে দিয়েছিল বলে ইতিহাস রয়েছে। উরলামার পুত্র ক্ষমতায় এসে গিরসা নগরীর সুপেয় পানির উৎসগুলো বন্ধ করে দিয়েছিলেন। প্রাচীন ইতিহাসে ব্যাবিলনের রাজা হাম্মুরাবি নানা কারণে বিখ্যাত। হাম্মুরাবির প্রপৌত্র আবিশ তাইগ্রিস নদীতে বাঁধম নির্মান করে পানি প্রত্যাহারের মাধ্যমে স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহী জনগোষ্ঠিকে দমন করেছিলেন। খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে পশ্চিম এশিয়ায় এসিরীয় রাজা দ্বিতীয় আরগন ও তার প্রতিদ্বন্দ্বিরা পরস্পরকে শায়েস্তা করতে নদনদীর পানিকে অন্যতম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। এসিরিয়া-ব্যাবিলন থেকে গ্রীক-রোমান, মিশরীয়-চৈনিক সভ্যতায় পানিকে কৌশলগত যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের শুরুর দিকে জেরুজালেমের ইহুদিদের উপর নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা হিসেবে রোমানরা খাল কেটে জেরুজালেমের নদীর পানি প্রত্যাহার করতে শুরু করলে হাজার হাজার ইহুদি প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসলে রোমান আততায়ী গুপ্তচরদের ছুরিকাঘাতে শত শত ইহুদি হতাহত হয়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে জার্মান ও ডাচ নেদারল্যান্ডের সাথে স্পেনীয় সাম্রাজ্যবাদীদের ৮০ বছরব্যাপী যুদ্ধের শুরুতে ডাচরা স্পেনীয় সৈন্যদের বিপদে ফেলতে নদীর পানিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিল। তারা নদীর বাঁধ ছেড়ে দিয়ে আন্ধামার শহরটিকে বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে পুরো বাহিনীকে বিপন্ন করে তুলেছিল। অন্যদিতে স্পেনিশ হাবসবার্গ শাসকরা ডাচ অর্থনীতি ও জীবনযাত্রাকে বিপন্ন করতে রাইন নদীর উজানে বাঁধ নির্মান ও পানি প্রত্যাহার করে নদী শুকিয়ে কৃষি, নেভিগেশন সিস্টেমসহ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সংকটময় করে তুলেছিল। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে চীনের মিং ডায়নেস্টির শেষ রাজারা কাইফেং অঞ্চলের গণবিদ্রোহ দমন করতে হোয়াং হো ও ইয়েলো নদীর সংযোগ খালগুলোকে বন্ধ করে দিয়েছিল। কথিত আছে, এর ফলে কাইফেং অঞ্চলে ৩-৪ লাখ লোকের মৃত্যু হয়েছিল।

বাংলাদেশের বাস্তবতায় যৌথ নদীর পানির অধিকারের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কোনো বিষয় নেই। এটি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়। দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ফলপ্রসু না হওয়ায় সত্তুরের দশকেই বিষয়টি আন্তর্জাতিক ফোরামে তোলা হয়েছিল। তার কিছু সুফলও পাওয়া গিয়েছিল। শেখ হাসিনা সরকারের আমলেই সমুদ্রসীমার অমিমাংসিত বিরোধ নিস্পত্তির জন্য বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারস্থ হয়ে মিয়ানমার ও ভারতের সাথে বিরোধ নিস্পত্তি করতে হয়েছে।

মানুষের সভ্যতা অনেক দূর এগিয়েছে। বিশ্ব ক্রমশ ছোট হয়ে এখন আমরা বিশ্বায়ণের যুগে প্রবেশ করেছি। যুদ্ধ-বিগ্রহ এখন অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কৌশল ও পুঁজির প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিনত হয়েছে। তবে দুইটি মহাযুদ্ধে কোটি কোটি মানুষের জীবনহানি ও শত শত সমৃদ্ধ জনপদ ধ্বংসের পর যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি রোধে জাতিসংঘ সহ বেশকিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে ওঠার পরও যুদ্ধ বন্ধ হয়নি। সাম্রাজ্যবাদের জিওস্ট্রাটেজির কবলে পড়ে শান্তিপূর্ণ জনপদগুলো অশান্ত-রক্তাক্ত হয়ে আছে। আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী শক্তির ক্রুড়-চানক্যবাদী নিয়ন্ত্রণ কৌশলের কারণে আমাদের হাজার বছরের ভূপ্রাকৃতিক ঐতিহ্য ও জীবন-জীবীকার মূল উৎস হিসেবে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের নদীগুলো বিপন্ন হওয়ার সাথে সাথে ভাটি বাংলার ২০ কোটি মানুষের জীবনে অশেষ দুর্ভোগ নেমে এসেছে। ফারাক্কার প্রভাবে হুগলি-ভগিরথী অববাহিকার কোটি কোটি মানুষও এখন দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়েছে। সেখানকার পরিবেশবাদী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত এখন ফারাক্কা বাঁধ ডিকমিশন্ড করার দাবি তোলছেন। মূলত আধিপত্যবাদী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণে গড়ে ওঠা পুরনো বড় বড় ড্যামগুলো এখন বিশ্বের বিভিন্ন জনপদের জন্য পারমানবিক বোমার ক্ষতির চেয়েও ধ্বংসাত্মক পরিনতি ডেকে আনতে শুরু করেছে। এক সময়ের মাইটি প্রমত্তা পদ্মা-যমুনার বুকে অসংখ্য ধু ধু বালুচর। অসংখ্য শাখানদীর হাজার হাজার কিলোমিটার নৌপথ শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পর প্রথমে সেখানে নতুন ভূমিতে ফসলের সমারোহ ঘটলেও দিনে দিনে সে সব বালুচর উঁচু হয়ে মরুভূমির মত উষর ও বিরাণ হতে শুরু করেছে। বাংলাদেশে শীত-বসন্ত পেরিয়ে বৈশাখের আগমন ঘটলেও বৃষ্টির দেখা না পাওয়া এবং অতীতের সব রেকর্ড ভেঙ্গে গরমের পারদ উর্ধ্বমুখী হওয়ার মধ্য দিয়ে জনজীবনে নাভিশ্বাস অবস্থা, উজানে নদীগুলোকে রুদ্ধ করে দেয়ার সাথে সাথে অপরিকল্পিত উন্নয়ন, নগরায়ণ ও পরিবেশ বিনাশি উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফল। আমাদের জনগণ রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে লাখো মানুষের জীবনের বিনিময় হাজার বছরে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা করলেও সে রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও প্রত্যাশার ভীতগুলো ক্রমে দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে। তথাকথিত উন্নয়নের ডামাঢোল বাজিয়ে মানুষের নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন ধসে যেতে শুরু করেছে। আমাদের নদ-নদীর পানি বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত, আমাদের আকাশ ও নি:শ্বাসের বাতাস বিশ্বে সবচেয়ে বেশি দূষণে আক্রান্ত। আমাদের রাজধানী শহরটি বিশ্বের বসবাসের অযোগ্য শহরগুলোর শীর্ষে অবস্থান করছে। লাখো মানুষের প্রাণের দামে অর্জিত রাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনগণের সেবক হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গণতান্ত্রিক সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে জনগণের শাসকে পরিনত হয়েছে। আমরা এখন উন্নয়ন, ডিজিটালাইজেশনের শ্লোগান তুলে জনগণের **(বাকি অংশ ১৩ পাতায়)**

নামাজের সময়-সূচী

এপ্রিল	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
ফজর	৪.৪২	৪.৪০	৪.৩৯	৪.৩৭	৪.৩৫	৪.৩৩	৪.৩২
সূর্যোদয়	৬.০৫	৬.০৩	৬.০২	৬.০১	৫.৫৯	৫.৫৮	৫.৫৭
জোহর	১২.৫৫	১২.৫৪	১২.৫৪	১২.৫৪	১২.৫৪	১২.৫৪	১২.৫৪
আসর	৫.৪৪	৫.৪৫	৫.৪৬	৫.৪৬	৫.৪৭	৫.৪৭	৫.৪৮
মাগরিব	৭.৪৪	৭.৪৫	৭.৪৬	৭.৪৭	৭.৪৮	৭.৪৯	৭.৫০
এশা	৯.০৭	৯.০৯	৯.১০	৯.১১	৯.১৩	৯.১৪	৯.১৬

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

দলবাজ আমলা-কামলাদের হাল হকিকত

॥ গোলাম মাওলা রনি ॥

ঘটনার দিন আমি চট্টগ্রাম যাচ্ছিলাম। বিমানবন্দরের ভিআইপি গেট পার হয়ে যখন নির্ধারিত লাউঞ্জের দিকে এগুচ্ছিলাম ঠিক তখন আমার বাল্যবন্ধু রবিনের সঙ্গে দেখা (ছদ্ম নাম)। রবিনের সঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পড়েছি এবং শৈশব-কৈশোরে সে-ই ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এখন সরকারি চাকরি করে। ছাত্র জীবনে ছাত্রদল করত এবং সপরিবারে বিএনপির কট্টর সমর্থক। রবিন সারাটি জীবন বিএনপি-ধানের শীষ ও বেগম জিয়া ছাড়া কিছুই বুঝত না এবং বিএনপির জমানায় দলীয় পরিচয়ে সরকারি চাকরি পাবার পর সে রাজনীতিতে আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

আমি নিজে ছাত্রলীগ করতাম আর আমার পরিবার ছিল কট্টর আওয়ামীপন্থী। তবুও রবিনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল নিবিড়-প্রগাঢ় এবং আনন্দময়। আমি যখন সংসদ সদস্য হলাম তখন ভিন্নমত সত্ত্বেও রবিন ভারী খুশি হলো। কারণে অকারণে আমার অফিসে আসত এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটিয়ে যেত। আমি যখন ঢাকা বিমানবন্দর হয়ে কোথাও যেতাম তখন সে বিমানবন্দরে তার দায়িত্ব কর্তব্য ফেলে আমাকে প্রটোকল দিত এবং সেখানে তার বিরাট দঙ্গল সাঙ্গো-পাঙ্গ নিয়ে পুরোটা সময় আমার সঙ্গে থেকে আমাকে উড়োজাহাজের ভেতরে ঢুকিয়ে তারপর হাসিমুখে ফিরে যেত। ফলে তার সঙ্গে আর আবাল্য বন্ধুত্ব ২০০৯ থেকে ২০১৮ অবধি- প্রগাঢ় থেকে প্রগাঢ়তর হতে থাকল। এরই মধ্যে আমি বিএনপিতে যোগ দিলাম এবং রাতের ভোটের নির্মমতার শিকার হয়ে ২০১৯ সাল থেকে নতুন রাজনৈতিক জীবন-যাপন করতে লাগলাম।

উল্লিখিত অবস্থায় একদিন কী মনে করে রবিনকে ফোন দিলাম। কিন্তু সে ফোন ধরল না। আমি বিষয়টি নিয়ে কোনো নেতিবাচক চিন্তা করলাম না। কারণ তার সাথে আমার সুদীর্ঘ বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতার কারণে আমার মনে হলো হয়তো সে কল ব্যাক করবে- নয়তো তার ফোন নম্বর পরিবর্তন হয়েছে। যা হোক, গত চার বছর ধরে রবিনের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই এবং নানা ব্যস্ততার কারণে যেমন তার কথা মনে হয়নি- আবার কোনো কাজে তার প্রয়োজনেও পড়েছি। এমতাবস্থায়, ঘটনার দিন যখন আমি তাকে বিমানবন্দরে দেখলাম তখন পুরোনো বন্ধুত্ব মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আমি শিশুর মতো রবিন বলে চিৎকার করে উঠলাম।

আমাকে দেখে রবিন ভড়কে গেল। তার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। পালানোর উপায় থাকলে নিশ্চয়ই সে ভোঁ দৌড় দিত। আমি ওসব পাত্তা না দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। এদিকে, আমার পরিচিতির কারণে বিমানবন্দরের শত শত চোখ আমাদের কোলাকুলির দৃশ্য দেখছিল। অসংখ্য সালাম শুভেচ্ছা ও সেলফি তোলার হিড়িকের মধ্যে লক্ষ্য করলাম, রবিন যেন আতঙ্কে বরফ হয়ে গেছে। তাকে নিয়ে আমেরিকান এক্সপ্রেসের লাউঞ্জে ঢুকলাম এবং এক সঙ্গে ইফতার করলাম। ইফতার শেষে রবিনকে জিজ্ঞাসা করলাম- তুমি এমন করছ কেন এবং গত চার বছর কেনো যোগাযোগ করোনি? সে মাথা নিচু করে জবাব দিলো, বুঝোই তো সরকারি চাকরি করি। তুমি বিএনপিতে যোগদানের পর তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে যদি চাকরিটি চলে যায়।

আজকের নিবন্ধে রবিনের কথা মনে এলো মূলত আমার আরেক বন্ধু মিন্টুর কারণে (ছদ্ম নাম) যে কিনা একটি সরকারি অফিসের বড় কর্তা। বিএনপি করার কারণে অনেক দিন ওএসডি হয়ে ছিল। পরে দেনদরবার-মালকড়ি খরচ করে লাভজনক একটি পদে নিয়োগ পেয়েছে। প্রায়ই আমাকে ফোন দেয় এবং বিএনপি কবে আসবে, আওয়ামী লীগ কবে যাবে-এসব নিয়ে কথা বলে। আওয়ামী লীগের অবস্থা যখন ভালো বলে মনে করে, তখন আর ফোনটোন করে না। অন্য দিকে, বিএনপির পাল্লা যদি ভারী মনে হয় তবে বেপরোয়া ভাব নিয়ে আমার অফিসে ঝড়ের গতিতে চলে আসে। তো সেই মিন্টু ২-৩ দিন আগে ফোন দিলো। তারপর অফিসে আসতে চাইল। কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেনের কথা শোনার পর বলল দোস্ত! তুমি বিএনপি করো- তোমার অফিসে গেলে তো চাকরি থাকবে না। ঘটনার পরের দিন মির্জা ফখরুলের সঙ্গে রাষ্ট্রদূতের বৈঠকের পর মিন্টু আবার পল্টি দিয়ে বিএনপির দিকে ঝুঁকল।



বিএনপিপন্থী কর্মকর্তাদের উল্লিখিত কর্মকান্ডের সাথে আওয়ামীপন্থী কর্মকর্তাদের কর্মকান্ডের কিছু নমুনা পেশ করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। আওয়ামী কর্মকর্তাদের চঞ্চলতা-অস্থিরতা এবং ভীতসন্ত্রস্ত ভাব কোন পর্যায়ে, তার একটি মহড়া দেখলাম আমার এক বন্ধুপুত্রের বিবাহের অনুষ্ঠানে। বন্ধুটি দেশের খুবই নামকরা শীর্ষ আইনজীবী। তার অনুষ্ঠানটি সব শ্রেণীপেশার শীর্ষ লোকদের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল। ঊর্ধ্বতন সামরিক বেসামরিক কর্তা, বিচারপতি, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ সবাই ছিলেন। তবে বিএনপির লোক বলতে আমার চেয়ে উল্লেখযোগ্য কেউ ছিলেন না। অন্য দিকে, আওয়ামী লীগের বাঘা বাঘা মন্ত্রীদের সঙ্গে দলের হোমরা চোমরাদের কোলাহলে চারদিকে যখন নৌকা-লগি-বৈঠা ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছিল না- তখন অনুষ্ঠানস্থলে সপরিবারে আমার উপস্থিতি মুহূর্তের মধ্যে সব কোলাহল থামিয়ে দিলো। তারপর শুরু হলো মৃদু গুঞ্জন।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমি কিছুটা থমকে গেলাম। কিন্তু পরক্ষণে উচ্ছ্বাস উদ্দীপনায়, সহাস্য বদনে যখন অনুষ্ঠানস্থলের সাধারণ মানুষ দলে দলে এগিয়ে এলেন অভ্যর্থনার জন্য এবং শত শত সেলফি তোলার দৃশ্য যখন ভিআইপি-সিআইপিরা দেখলেন তখন তাদের টনক নড়ল। তারা ভাবলেন- আমি হয়তো আবার আওয়ামী লীগে ফিরে এসেছি অথবা এতবড় এক মিলনমেলায় আমাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের যে শ্রদ্ধা-ভালোবাসা-আবেগ উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে সে ক্ষেত্রে আমার সঙ্গে করমর্দন করাটা অনেক ভিআইপির জন্য ইজ্জতকা সওয়ালে পরিণত হলো। সুতরাং তারাও এগিয়ে এলেন এবং অতীতের সম্পর্কের মধুময় দিনগুলো স্মরণ করে খোশগল্পে মেতে উঠলেন। উপস্থিত ভিআইপিদের মধ্যে একজন ছিলেন রাষ্ট্রের সাংবিধানিক পদধারী, যার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ রাজনীতি করেছি। তিনি এগিয়ে এলেন। কিন্তু আমি কিছুতেই তাকে চিনতে পারলাম না। কারণ তার মুখের লম্বা দাড়ি টুপি এবং হাল আমলের নাম ডাকের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ রহমান হলের স্মৃতি কিছুতেই মিলাতে পারছিলাম না। কথা বলতে বলতে তিনি অশ্রুসিক্ত হলেন এবং আমার স্ত্রীকে বললেন, জানেন ভাবী! রনি ও আমি এটা করেছি ওটা করেছি ইত্যাদি। এরপর আমার ফোন নম্বর নিলেন, নিজেরটা দিলেন। ইতোমধ্যে একদল লোক এগিয়ে এলেন ছবি তোলার জন্য। আমার ভিআইপি কর্তা বন্ধুও আমার সাথে ছবি তোলার আগ্রহ জানালেন। কেউ একজন ফিসফিসিয়ে পরামর্শ দিলো, স্যার! ওনার সঙ্গে কি ছবি তোলা ঠিক হবে? পরামর্শ শুনে ভদ্রলোকের বীরত্ব চরমে উঠল এবং তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে অনেকগুলো ছবি তুললেন।

বাসায় ফেরার পথে স্ত্রীকে বললাম, দেখো। দুনিয়াতে এখনো মানুষ আছে। সবাই রাজনৈতিক কারণে ব্যক্তিগত সম্পর্ক জলাঞ্জলি দেয় না। আমার স্ত্রীও সহাস্যবদনে সায় দিলেন। এই ঘটনার কয়েক দিন পর নেহাত কৌতূহলবশত সেই ভিআইপিকে ফোন দিলাম। অবাক করা বিষয় হলো, তিনি ফোন ধরলেন না। কিংবা পরে ফিরতি কল দিলেন না। আমি অবাক হলাম না বটে- তবে আমার অভিজ্ঞতায় সরকারি কর্তাদের আচরণ সম্পর্কে আরো নতুন একটি অধ্যায় যুক্ত হলো।

উল্লিখিত ঘটনার মতো শত শত কৌতূহলোদ্দীপক এবং আকর্ষণীয় ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছে। ফলে পারতপক্ষে আমি পদ পদবিধারীদের কাছ দিয়ে হাঁটি না- কারো সাথে কোনো সম্পর্ক থাকলে তা ভুলে থাকার চেষ্টা করি এবং কখনো মুখোমুখি হলে না চেনার ভান করে এড়িয়ে যাই। ফলে ক্ষমতার বাইরে থাকা সত্ত্বেও আমি কোনো দিন বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়িনি। আমার ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা অন্য কোনো ব্যক্তিগত কাজে আজ পর্যন্ত কোনো চেষ্টা তদবিরের প্রয়োজন হয়নি। কারো কাছে ধরনা দিতে হয়নি এবং কোনো কাজের জন্য ঘুষ দেয়ার মতো ঘটনা ঘটেনি। বরং উল্টো বিভিন্ন ক্ষমতাধরদের ক্ষমতা চলে যাওয়ার পর তাদের পুনর্বাসিত করার জন্য নানা রকম কষ্ট কসরত করতে হয়েছে। এমনকি নিয়োগ বদলির মতো কাজও করে দিতে হয়।

সরকারি আমলা কামলা সম্পর্কে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনার পর আজকের শিরোনাম সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলে নিবন্ধের ইতি টানব। আমাদের সমাজের একশ্রেণীর মানুষের বিশেষ করে দুর্নীতিবাজ ধনিক শ্রেণীর মানসিক রোগ হলো বড় বড় আমলা কামলা এবং প্রভাবশালী রাজনীতিবিদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা। ক্ষেত্র বিশেষে এ ধরনের সম্পর্কের মধ্যে বিশেষ ধান্ধা ও ফন্দিফিকির থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হীনম্মন্যতার কারণে কিছু মানুষ পদপদবির লেহন করে। নিজেদের অশিক্ষা নীচুতা অবৈধ আয় সামাজিক মর্যাদাহীনতা চারিত্রিক কলঙ্ক ইত্যাদি আড়াল করার জন্য বড় বড় গাড়ি, প্রাসাদোপম বাড়ি, বন্দুকওয়ালা দেহরক্ষী, দামি পোশাক পরিচ্ছদ ও অলংকারাদির মতো আমলা কামলার বন্ধুত্বকে তারা পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু নিজেদের বিপদে আপদে প্রয়োজন সেই পণ্য কোনো উপকারে এসেছে, এমন তথ্য আমি এখনো পাইনি। তবে খানাপিনা বিনোদনের জন্য হীনম্মন্য ব্যক্তিরা ক্ষমতাধরদের সান্নিধ্য যেকোনো মরণ নেশার চেয়েও অধিকতর মাত্রায় উপভোগ করে থাকে।

আমলা কামলার সান্নিধ্য প্রত্যাশীদের বিপরীতে আমলা কামলাদের আচরণও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। সাধারণ উঁচু মার্গের শিক্ষিত সজ্জন ও সৎ আমলারা অনেক কিছু এড়িয়ে চলেন। রাজনীতিবিদ ব্যবসায়ীদের মতো যাদের বদনাম রয়েছে তাদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলেন এমন আমলার সংখ্যাও নেহাত কম নয়। তবে ঘুষ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত আমলারা সর্বদা রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য সর্বহারা ভিক্ষুকের মতো দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদদের পদ লেহনের জন্য রীতিমতো পাগলপারা হয়ে যায়। নিজেদের অবৈধ আয় দ্বারা ফুর্তি করার জন্য সমপর্যায়ের অপরাধীদের সঙ্গ লাভের জন্য তারা নেশাখোরদের মতো সম্বিত হারিয়ে উপযুক্ত সঙ্গী সঙ্গিনীর খোঁজে চরকির মতো ঘুরতে থাকে। এই শ্রেণীর আমলা কামলারা সব সময়ই শক্তের ভক্ত নরমের যম এবং ক্ষমতা যেখানে আমরা আছি সেখানে এই নীতিতে উল্কার গতিতে ছুটে বেড়ায়। ফলে ক্ষমতায় থাকা দুর্নীতিবাজ লোকেরা সমপর্যায়ের ও সমচরিত্রের আমলা কামলাদের দ্বারা পরবর্তী জীবনে কতটা দুর্ভোগ দুর্দশার মধ্যে পড়বেন তা ক্ষমতার চেয়ার থেকে না নামা পর্যন্ত টের পাবেন না।

পাদটীকা: আজকের লেখাটি মূলত দেশের মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য একটি সচেতনতামূলক নিবন্ধ। ক্ষমতার পালা পরিবর্তন যখন অনিবার্য তখন প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদরা যা করেন তা হলো দলবাজ আমলাদের জন্য নিজেদের বাড়ি ও অফিসের দরজা বন্ধ করে দেয়া এবং যারা এই কাজটি যত বেশি সফলতার সঙ্গে করতে পারেন তারাই ক্ষমতার চেয়ারে বসে দেশ জাতির কল্যাণে বেশি কাজ করতে পারেন।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য



নববর্ষের আয়োজন ও সামাজিক দ্বন্দ্ব

॥ ড. মুহম্মদ দিদারে আলম মুহসিন ॥

বাংলা বর্ষপঞ্জিকার প্রথম দিন পয়লা বৈশাখে আমাদের জীবনে একটি বছর শেষ হয়ে নতুন একটি বছরের সূচনা হলো। অনেকেই যোগ-বিয়োগে বসেছেন, গত এক বছরে কী পেলাম আর কী হারালাম। আবার কেউ কেউ নতুন বছর বরণের উচ্ছ্বাসে বিভোর। বাঙালি একটি উৎসবপ্রিয় জাতি। এরা সবসময় যেকোনো উপলক্ষে আমোদ করতে পছন্দ করে। তা সে কোনো ধর্মীয় উৎসবই হোক কিংবা ভিন্ন কিছু। তাই, আমরা দেখি, দুই ঈদে মানুষ সব ধরনের ঝক্কি-ঝামেলা কাঁধে নিয়ে ঘরে ফেরে। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে তাদের পূজা-পার্বণ, বিশেষ করে দুর্গাপূজা উদযাপন করে। এর বাইরে পয়লা বৈশাখ দীর্ঘ দিন ধরে এ দেশের সর্বত্র ভিন্ন একটি আমেজ নিয়ে উদযাপিত হয়ে আসছে। আবার শহুরে মধ্যবিত্তরা থার্টিফার্স্ট নাইট উদযাপনেও কম যায় না। এর বাইরে ফুটবল বিশ্বকাপ কিংবা ক্রিকেট বিশ্বকাপের মতো লগ্নগুলোতে এ দেশের হইচই প্রিয় মানুষের লম্ফঝম্ফ দেখলে আপনার মনে হতে পারে, বাংলাদেশ বুঝি এবারের আসরের বিশ্ব সেরার মুকুট পরতে যাচ্ছে।

সব উৎসব-পার্বণে আনন্দ-উল্লাসের ধরন অভিন্ন হলেও উদযাপনের ধরন মোটেও একই রকম নয়। মুসলমানদের ঈদের কথাই ধরুন। এখানে উদযাপন শুরু হয় ঈদগাহে সবাই মিলে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। পুরো আয়োজনে বিপুল আনন্দ-উচ্ছ্বাস ক্রিয়াশীল থাকলেও সব ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে এই সুর বহমান থাকে যে, আমরা এক আল্লাহর বান্দা- তাঁর শুকরিয়া আদায় ও গুণকীর্তনের মধ্যেই বান্দার প্রকৃত আনন্দ। অপর দিকে, হিন্দু-সম্প্রদায়ের পূজা-পার্বণে ঢাকঢোল বাদ্য-বাজনা পুরো আয়োজনে এক ভিন্ন ধরনের আমেজ তৈরি করে। থার্টিফার্স্ট নাইট বা পয়লা বৈশাখ উদযাপনেও হৈহুল্লোড় আনন্দ-উল্লাস একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কিন্তু উদযাপনের ধরন মোটেই ঈদ কিংবা পূজার মতো নয়।

আবার পয়লা বৈশাখ উদযাপনে শহর ও গ্রামের আয়োজনেও আপনি ফারাক দেখবেন। গ্রামগঞ্জে অনেক জায়গায় এ উপলক্ষে মেলা বসে। সেখানে নানাবিধ খেলাধুলার আয়োজন হয়। সেই সাথে হরেক রকম জিনিসপত্রের বিকিকিনি চলে। কোথাও কোথাও দিন শেষে নাচ-গানের আসরও বসে। শহরাঞ্চলে পান্তা-ইলিশ আর মঙ্গল শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে পয়লা বৈশাখ উদযাপন একটি নতুন সংযোজন- যার ইতিহাস খুব বেশি আগের নয়। গাঁওগেরামের আবহমান আয়োজন যেখানে নিরেট আনন্দের আসর, সেখানে হালআমলের শহুরে আয়োজনে এটিকে একটি সাংস্কৃতিক আদল দেয়ার বিশেষ প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

এ দেশের মানুষ মোটা দাগে হুল্লোড়প্রিয় হলেও এদের একটি বড় অংশের জীবনে ধর্মের উল্লেখযোগ্য প্রভাব



রয়েছে। এদের অনেকেই হয়তো খুব নিষ্ঠার সাথে ধর্ম পালন করেন না কিন্তু তাদের সামগ্রিক জীবনাচারে ধর্মের সুস্পষ্ট প্রভাব দেখতে পাবেন। যেমন ধরুন, অনেকেই হয়তো নিয়মিত নামাজ পড়েন না কিন্তু নিদেনপক্ষে জুমার জামাতে শরিক হওয়ার চেষ্টা করেন। পবিত্র রমজানে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী নিষ্ঠার সাথে সিয়াম সাধনা করে- এমনকি যারা নিয়মিত নামাজ পড়ে না তারাও। সামষ্টিকভাবে দিনে রোজা ও রাতে তারাবিহ পালনের মধ্য দিয়ে দেশময় এক অনন্য সাধারণ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সৃষ্টি হয়। এ সময়ে আবার আর্থিকভাবে সচ্ছল মুসলমানদের মধ্যে বাৎসরিক জাকাত ও ঈদ উপলক্ষে সদকায়ে ফিতর আদায়ের বিশেষ তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। একইভাবে এ দেশে কমবেশি সব মুসলিমের মনেই জীবনে অন্তত একবার হজ্বব্রত পালনের ইচ্ছা তীব্রভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজের এই সাংবাৎসরিক আচার-আয়োজন এ দেশের সামগ্রিক মুসলিম মানসে যে গভীর প্রভাব ফেলে, আপনি একটু সতর্ক দৃষ্টি দিলেই তাদের জীবনাচারে এর প্রতিফলন দেখতে পাবেন। এ দেশে সাধারণ্যে ধার্মিক মানুষদের বিশেষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়। সমাজ এ ধরনের লোকদের আদর্শস্থানীয় বিবেচনা করে। যারা খুব একটা ধর্মনিষ্ঠ নন তাদের মনোজগতেও ধর্ম পালনের বিশেষ তাগিদ কাজ করে। সাধারণভাবে বলা চলে, ধর্ম ও ধার্মিকতা এখানে পুরো সমাজের জীবনাচরণ ও কৃষ্টি-কালচারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এ দেশের আনাচে-কানাচে গড়ে ওঠা বিপুল সংখ্যক মসজিদ-মাদরাসা এবং এসবকে কেন্দ্র করে যুগ যুগ ধরে আলেম-ওলামাদের দাওয়াত ও তাবলিগ জনমানসে ধর্মের এই গভীর প্রভাব তৈরিতে মূল ভূমিকা পালন করে আসছে।

জীবনাচারে ধর্মের এই গভীর প্রভাবের কারণে এ দেশে ফি বছর যখন পয়লা বৈশাখ কিংবা থার্টিফার্স্ট নাইট পালনের ডাক আসে তখন অনেকের মনে এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, এ অনুষ্ঠানাদি আমার ধর্মীয় বিশ্বাস ও কৃষ্টি-কালচারের সাথে সাংঘর্ষিক নয় তো? এটি কোনো কূপমণ্ডূকতা নয়, মানব মনের এক স্বাভাবিক কৌতূহল ও স্বতঃস্ফূর্ত জিজ্ঞাসা। স্বভাবতই মানুষ- বিশেষ করে ধর্মপ্রাণ লোকেরা এ বিষয়ে আলেম-ওলামাদের বিচার-বিশ্লেষণ শুনে নিজেদের ধমনীতে নিরন্তর প্রবহমান বোধ-বিশ্বাসের সাথে মিলিয়ে নিতে চায়। এই প্রবণতা সহজাত- একে বিভিন্ন জন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন। তবে, সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাইলে আমাদের খোলা মনে এ দেশের সাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করা উচিত হবে।

একটি জনগোষ্ঠী যখন নতুন কোনো ধর্ম, মতবাদ কিংবা কালচারে দীক্ষা নেয়, তার এতদিনকার আচরিত কৃষ্টি-কালচারে অবধারিতভাবেই পরিবর্তন আসে। এ নিয়ে স্বভাবতই কিছু অস্থিরতা ও টানাপড়েনের সৃষ্টি হয়। এই টানাপড়েন দীর্ঘ দিন ধরে চলতে পারে এবং সময়ের পরিক্রমায় সমাজ ধীরে ধীরে অভিযোজন করে। ঐতিহ্যবাদীরা নানা কায়দায় তাদের পুরোনো ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রয়াস পায় আর পরিবর্তনপ্রত্যাশীরা নতুনকে আলিঙ্গন করে এগিয়ে যেতে চায়। মানব সমাজে এটি একটি স্বাভাবিক ও চলমান প্রক্রিয়া। এখানে বিশেষ কায়দা-কানুন করে জনমানসকে প্রভাবিত করার চেষ্টা কতটা ফলদায়ক হবে তা বলা মুশকিল। এ ধরনের প্রচেষ্টায় বরং প্রতিক্রিয়া হয়ে উল্টো ফল ফলা অস্বাভাবিক নয়। এমনও তো হতে পারে যে, আপনি যেটা রোধ করতে চাচ্ছেন সেটিই উল্টো আগ্রাসীভাবে ফিরে এসে আপনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

লেখক: অধ্যাপক ও সভাপতি, ফার্মেসি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসা নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে চালু করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

পশ্চিম ও রাশিয়ার বিরোধে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ ভারতের সামনে

॥ ফয়সাল আল ইয়াফি ॥

সুনির্দিষ্টভাবে, জাপারোভার বিষয়টিকে এভাবে দেখছেন। ভারত সফরকালে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, এই যুদ্ধের একটি বৈশ্বিক প্রভাব রয়েছে এবং এটাকে শুধু ইউরোপীয় ইস্যু হিসেবে দেখা উচিত নয় এবং এই সংঘাত নিরসনে ভারত আরও বড় ভূমিকা পালন করতে পারে।

ইউক্রেনের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাপারোভার সাম্প্রতিক দিল্লি সফরটি কেমন হলো? এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করছে আপনি কাকে এই প্রশ্ন করেছেন। ভারতের বিবৃতি অনুযায়ী, এ সফরটি ছিল সরকারি পর্যায়ে নিয়মিত সফর। আর ইউক্রেন সরকারের ভাষ্য হলো রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের জন্য কঠিন এক বার্তা দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এর কোনোটিই সত্য নয়। গত বছরে ইউক্রেনে রাশিয়া আগ্রাসন শুরু করার পর এই প্রথম ইউক্রেনীয় কোনো মন্ত্রী ভারতে এলেন। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ভারত একটি নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। পশ্চিমের সমালোচনা না করেই তারা রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ইউরোপের বাজার শীতলতা দেখালেও ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা বাড়িয়েছে।

গত শরৎকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকাল ঘোষণা দেন, তাদের বন্ধুত্ব 'অভঙ্গুর'। এ ছাড়া মোদি ইউক্রেন সম্পর্কে খুব কমই বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে, গত বছর ভারত যুদ্ধ সম্পর্কে কিন্তু কিছুর বাইরে কদাচিৎ কিছু বলেছে।

এ বছর ভারত জি-২০ সম্মেলনের আয়োজক দেশ। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশগুলোর জোটটির শীর্ষ সম্মেলনে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধে সংলাপের দ্বার খুলে যাওয়ার আশা করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে তার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

গত মাসে অনুষ্ঠিত হয় জি-২০ এর পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন। রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ ও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের উপস্থিতিতে নরেন্দ্র মোদি তাঁর সূচনা ভাষণে ইউক্রেনের বিষয়টি উল্লেখ করেননি। কিন্তু সমাপনী ভাষণে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এটা স্বীকার করতে বাধ্য হন যে দেশগুলোর মধ্যে অনেক বেশি 'বিভেদ' আছে। সবচেয়ে লক্ষণীয় হচ্ছে, জি-২০-এর সম্মেলনটি যৌথ বিবৃতি ছাড়াই শেষ হয়।

ভারতের বিষয়টা বিবেচনা করা হলে, ঠান্ডা যুদ্ধের সময় থেকেই ঐতিহাসিকভাবে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর নেতৃত্বদানকারী দেশ তারা। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ভারতের নিরপেক্ষ অবস্থান সেই ইতিহাসেরই অনুরণন। এখানে একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও রয়েছে। চীন যখন ক্রমাগত রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ছে, সে সময় ভারতের নিরপেক্ষ দেশগুলোর নেতা হিসেবে ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এই নিরপেক্ষ অবস্থান ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে অনেক বড় প্রভাব ফেলছে।

এটা এক বছরের চেয়ে বেশি সময় ধরে ভারতের অবস্থান, কোনো একটা পক্ষে গিয়ে অন্য পক্ষের ঝড় তারা এড়ানোর চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু ইউক্রেন ইস্যুতে ভারতের অবস্থানের বিষয়টা শুধু পক্ষ বাছাইয়ের মতো একটা বিষয় নয়। এটা বরং ভারতের সামনে দুটি বিকল্প সামনে নিয়ে এসেছে, যার একটিকে বেছে নিতে হবে। এক, এটি একটি আঞ্চলিক যুদ্ধ বাকি বিশ্বের তাতে তেমন কিছু করার নেই; অথবা দুই, এটা সেই যুদ্ধ যেখানে সব দেশকে পক্ষ নিতে হবে। সুনির্দিষ্টভাবে, জাপারোভার বিষয়টিকে এভাবে দেখছেন। ভারত সফরকালে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, এই যুদ্ধের একটি বৈশ্বিক প্রভাব রয়েছে এবং এটাকে শুধু ইউরোপীয় ইস্যু হিসেবে দেখা উচিত নয় এবং এই সংঘাত নিরসনে ভারত আরও বড় ভূমিকা পালন করতে পারে।

পশ্চিমাদের কাছে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের হিসাবটা সরল–বিশ্বব্যবস্থার ওপর মরণ আঘাত। তাদের প্রশ্নটা হলো আন্তর্জাতিক সীমানা কি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বদল করা যায়? রাশিয়া যদি জোর করে ইউক্রেনের ভূখন্ড নিজেদের করে নেয়, তাহলে বিশ্বের অন্যখানে অন্য কোনো দেশ যদি সেটা করে, তবে কীভাবে সেটা ঠেকানো যাবে?

এই প্রশ্নের গভীরতা থেকে যে ভয়ের জন্ম হচ্ছে, তা থেকেই, ইউরোপীয় ইউনিয়নের একেবারে ঘরের কাছের দেশ সুইডেন, ফিনল্যান্ড পশ্চিমা নেতাদের সঙ্গে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় এ নজির দেখা যায়নি। কিন্তু বিশ্বের অন্য প্রান্তে বেশির ভাগ দেশ যুদ্ধের এক বছর পরে এসেও এ যুদ্ধকে অনেক ভিন্নভাবে দেখছে।

দক্ষিণ বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি

ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন নিয়ে জাতিসংঘে সর্বশেষ ভোটাভুটিতে এর একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জাতিসংঘের প্রস্তাবে রাশিয়ার প্রতি আহ্বান জানানো হয় ইউক্রেনের মাটি থেকে দ্রুত, শর্তহীন ও পুরোপুরি সেনা প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয়। প্রস্তাবটি মানার বাধ্যবাধকতা ছিল না। বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ যেখানে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয় সেখানে রাশিয়াপন্থী কিছু দেশ বিপক্ষে ভোট দেয়। কিন্তু এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বড় একটা অংশ ভোটদানে বিরত ছিল। চীন ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কাও এর মধ্যে রয়েছে। একত্রভাবে বিশ্বের ৪০ শতাংশ ভূখন্ড শুধু নিরপেক্ষ অবস্থানই নেয়নি, তারা খুব স্বচ্ছন্দে প্রকাশ্যেই সেটা বলছে।

ভারতের বিষয়টা বিবেচনা করা হলে, ঠান্ডা যুদ্ধের সময় থেকেই ঐতিহাসিকভাবে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর নেতৃত্বদানকারী দেশ তারা। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ভারতের নিরপেক্ষ অবস্থান সেই ইতিহাসেরই অনুরণন। এখানে একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও রয়েছে। চীন যখন ক্রমাগত রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ছে, সে সময় ভারতের নিরপেক্ষ দেশগুলোর নেতা হিসেবে ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এই নিরপেক্ষ অবস্থান ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে অনেক বড় প্রভাব ফেলছে।

ভারত ও দক্ষিণ বিশ্বের অন্য দেশগুলোর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় দ্বিধাটাই এটি। যেকোনো একদিকে ঝুঁকে পড়লে অপর পক্ষের প্রচারণার অস্ত্র হওয়ার ঝুঁকি আছে। সে ক্ষেত্রে নির্মম যুদ্ধ বিষয়ে চুপ থাকার নীতিতে চলছে তারা। এ যুদ্ধ নিয়ে ভারতের চুপ থাকার আরেকটি কারণ হলো, দেশটি মনে করছে পশ্চিমা বিশ্ব যেভাবে আশা করছে, এই যুদ্ধের অবসান সেভাবে হবে না।

ভারত ঠান্ডা যুদ্ধের কয়েক দশক দুই পক্ষের সঙ্গেই সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। এখন ভারত বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার দিকে হাঁটছে। ফলে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে অবস্থান বদলের কোনো কারণ নেই ভারতের।

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত
লেখক: বিবিসি ও গার্ডিয়ানের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে সাবেক সংবাদকর্মী



MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো পবিত্র ঈদ উত্তর প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ইউএসসিআইএস'র ডাকযোগে নতুন আই-৫৫১ স্ট্যাম্পিং এর নতুন নীতি ঘোষণা (গ্রিনকার্ডের সাময়িক প্রমান)

ইউএস সিটিজেনশীপ এ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিস (ইউএসআইএস) গ্রিনকার্ড স্ট্যাম্পিং এর নতুন নীতি ঘোষনা করেছে। নতুন নীতিতে কোন (গ্রিনকার্ডধারী) এলপিআরএস সশরীরে স্থানীয় সিএসসিআইএস অফিসে এপয়েনমেন্ট ছাড়াই তাদের কাছে ইউএসসিআইএস আই-১৫৫ স্ট্যাম্প সরাসরি পাঠাতে পারবেন। কারও কেস অনুমোদন পাওয়ার পরও যদি অপেক্ষায় থাকেন সেক্ষেত্রে আই-১৫৫ স্ট্যাম্পিং প্রয়োজন হয়। কখনও কোন এলিপআর মিস প্লেসড হয়ে থাকলে থাকে অথবা অন্য কোন কারণে ফিজিক্যালি গ্রিনকার্ড না পাওয়া গেলে অথবা কোন আবেদন যদি পেন্ডিং থাকে যার মধ্যে গ্রিনকার্ড নবায়ন অথবা শর্ত প্রত্যাহার রয়েছে। পূর্বে আই-১৫৫ পাওয়ার জন্য ইউএসসিআইর এলিপআরদের সশরীরে কিন্তু অফিসে যেতে হতো। নতুন ডেলিভারির প্রক্রিয়ায় ইউএসসিআইএস কতিপয় গ্রিনকার্ডধারী আই-১৫৫ স্ট্যাম্প সরাসরি পাঠাতে গ্রিনকার্ড কাছে নেই অথবা গ্রিনকার্ডধারী কিন্তু যাদের গ্রিনকার্ড মেয়াদ নেই অথবা গ্রিনকার্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, তারাই আই-১৫৫ স্ট্যাম্প মেইলের পাঠানোর জন্য ইউএসসিআইএস কনট্যাক্ট সেন্টারে ফোন করতে পারেন। যদি সিদ্ধান্ত হয় সশরীরে সাক্ষাতকার প্রয়োজন নেই, তাহলে ইউএসসিআইএস এলপিআর এর প্রিন্ট ফটো এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটির বিল আই-১৫৫ স্ট্যাম্পসহ ফরম আই-৯৪ এলপিআরকে পাঠাবে।

ন্যাচারালাইজেশন ইন্টরভিউ এবং মেডিক্যাল ডিসএ্যাবিলিটি এক্সসেপন টেস্টঃ

ন্যাচারাইজেশন ইন্টারভিউ এর সময় ইউএসসিসআইএস কর্মকর্তা আপনার আবেদপত্র এবং ব্যাক গ্রাউন্ড সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। এছাড়াও ইংরেজি এবং সিভিক জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

ইংরেজি পরীক্ষার সময় অবশ্যই পড়া, লেখা এবং কথাবলাসহ ইংরেজি ভাষা বোঝার ক্ষমতা আছে এটা প্রমাণ করতে হবে।

সিভিক টেস্টের সময় ইউএস গভর্নমেন্ট এবং ইতিহাস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ন্যাচারালাইজেশন আবেদনকারীদের দুটি পরীক্ষাই দিতে হবে। তবে কোন আবেদনকারীর বয়স, সময় এবং কতিপয় শরীরিক অবস্থা বিচেনায় তাদের পরীক্ষা মওকুফ হতে পারে।

শারীরিক অক্ষমতা ব্যতিক্রমের জন্য এন-৬৪৮

গত সপ্তাহে বয়স এবং সময় বিবেচনায় ব্যতিক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বিস্তারিত জানার জন্য গত সপ্তাহে প্রকাশিত বিভাগ পড়ুন। এ সপ্তাহে আলোচনার বিষয় হচ্ছে শারীরিক অক্ষমতার জন্য ব্যতিক্রম নিয়ে।

এন-৬৪৮ বা অক্ষমতার জন্য মওকুফ কী?

অক্ষমতার কারণে ব্যতিক্রম প্রমাণের জন্য বা ফরম এন-৬৪৮ কিংবা ইংরেজি পড়তে, লিখতে, বলতে পারার অথবা ইউএস'র ইতিহাস এবং সিভিক জ্ঞানে পাশ করার যোগ্যতা আছে এমন কিছু আবেদকারীর জন্য শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে মেডিক্যাল টেস্ট রহিত করা মওকুফের অনুমোদন মঞ্জুর হলে আবেদনকারী নিজ ভাষায় প্রশ্নের উত্তর বলতে পারবে- কিংবা তাকে কোন পরীক্ষা দিতে হবে না।

এন-৬৪৮ এর জন্য কারা যোগ্য?

এন-৬৪৮ এর জন্য ৩টি মৌলিক বিষয় লাগবেঃ ব্যক্তির শারীরিক অক্ষমতা অথবা অসুবিধা।

শারীরিক পরিস্থিতি কমপক্ষে ১২ মাস অপরিবর্তিত ছিলো বা ১২ মাস একই অবস্থায় থাকার আশঙ্কা এবং

অক্ষমতা বা অপরাগতার কারণে ইংরেজি বা সিভিক জ্ঞান অর্জন করতে না পারা।

এন-৬৪৮ এর জন্য কী ধরনের শারীরিক পরিস্থিতি জরুরী?

আবেদনকারীকে চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রমাণযোগ্য হতে হবে যে তিনি এ কারণে ইংরেজি এবং ইউএস ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারেন নাই।



কাদের এন-৬৪৮ আবেদন করা উচিৎ নাঃ

কোন আবেদনকারীর অক্ষমতা থাকলে শিক্ষার জন্য যুক্তিযোগ্য পরিস্থিতি যদি থাকে, সেক্ষত্রে কারও এন-৬৪৮ আবেদন করা উচিৎ না। যুক্তিযোগ্য পরিবেশ বলতে এমন পরিবেশ বোঝায় যা তার শিক্ষা অর্জনে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। নিরক্ষরতা বা অধিক বয়স এটা কেবল প্রতিপন্ন করে না যে ইংরেজি এবং সিভিক জ্ঞানের পরীক্ষা মওকুফের আবেদন জানাতে হবে।

এন-৬৪৮ ফরম

এন-৬৪৮ এর আবেদন জানাতে হবে এন-৪০০ আবেদনের এই ফরম ইউএসসিআইএস ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য যে এই ফরম কেবল মেডিক্যাল ডাক্তার (এমডি) অস্টিওপ্যাথী ডাক্তার (ডি.ও) এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টরাই পুরণ করতে পারবে। ঐ ডাক্তারদের অবশ্য ইউএস এর লাইসেন্সধারী হতে হবে। যিনি ফরম পূরণ করবেন, তাকে আবেদনকারীকে পরীক্ষা করতে হবে। ডাক্তারকে রোগ নির্নয় ও কীভাবে তা সম্পন্ন হয়েছে তার বর্ণনা দিতে হবে। ডাক্তারকে এও সত্যায়ন করতে হবে যে বিদ্যমান পরিস্থিতি কীভাবে তার ইংরেজি ও সিভিক জ্ঞান অর্জনে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এবং তা কমপক্ষে ১২ মাস ছিলো। অথবা নিরাময় হতে ১২ মাস লাগবে। ডাক্তারকে সাধারণ টার্ম ব্যবহার করে এন-৬৪৮ ফরম পুরণ করতে হবে যেন সেটা মেডিক্যাল প্রশিক্ষণ ছাড়াও একজন বুঝতে পারেন। ডাক্তারের যদি কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন তবে তিনি আপনার উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন।

মে ২০২৩ ভিসা বুলেভটিন

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) মে ২০২৩ এর ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। ২০২৩ এর মে মাসের ফ্যামিলি ভিত্তিক ভিসা প্রাপ্যতা নিম্নে দেয়া হলো। 'ফাইনাল এ্যাকশনের' অর্থ হচ্ছে ইউএসসিআইএস/ডিওএস আবেদনকারীদের আবেদনের উপর তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারে।

মে ২০২৩ এর ভিসা বুলেটিনে দেখা যাচ্ছে যে ফ্যামিলি ভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতার খুব স্বল্প অথবা কোন অগ্রসর হয় নাই।

ফ্যামিলি স্পন্সরড অগ্রাধিকার

প্রথমঃ (এফ-১)ঃ ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্রও কন্যাগণঃ ডিসেম্বর ১৫, ২০১৪।

দ্বিতীয়ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী, অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ এঃ (এফ-২এ) স্বামী/স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরাঃ সেপ্টম্বর ৮, ২০২০।

বি. (এফ২-বি) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্রও কন্যাগণ (২১ বছর বা ততোর্ধ)ঃ সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩) ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ ডিসেম্বর ৮, ২০০৮।

চতুর্থঃ (এফ-৪) ইউএসসি সটিজেনদের (পূর্ণ বয়স্ক) ভাই বোনেরাঃ এপ্রিল ০৮, ২০০৭।

আরো বিস্তারিত এবং কর্মভিত্তিক অগ্রাধিকার বিষয়ে জানতে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইট ভিজিট করতে হবে।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানাঃ ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোনঃ ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্সঃ ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইলঃ kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

দারিদ্র্য কমলেও যে কারণে বৈষম্য বাড়ছে

॥ মামুন রশীদ ॥

বাংলাদেশের এবং বাংলাদেশে সরকারি পরিসংখ্যান নিয়ে গবেষক ও অগবেষক–সবারই কিছু সমস্যা থাকলেও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোই (বিবিএস) বোধ হয় শেষ আশ্রয়। সেই বিবিএসই এবার বলছে, বিগত সময়ে দেশে দারিদ্র্য কিছুটা কমলেও বৈষম্য বেড়েছে। আয় ও ভোগ–দুই খাতেই বৈষম্য বেড়েছে।

বিবিএসের সর্বশেষ খানা আয় ও ব্যয় জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। গত সপ্তাহে আনুষ্ঠানিকভাবে খানা আয় ও ব্যয় জরিপ-২০২২-এর মূল পরিসংখ্যান প্রকাশ করে বিবিএস। তাদের সেই জরিপ বলছে, দেশের মোট জনসংখ্যার ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ এখন দরিদ্র। ২০১৬ সালে পরিচালিত আগের জরিপে এই হার ছিল ২৪ দশমিক ৩।

৬ বছরের মধ্যে দারিদ্র্য কমেছে ৫ দশমিক ৬ শতাংশ পয়েন্ট। একইভাবে অতি দারিদ্র্যও কমেছে বড় ব্যবধানে। অতি দারিদ্র্যের হার ১২ দশমিক ৯ থেকে গত ৬ বছরে কমে হয়েছে ৫ দশমিক ৬ শতাংশ। তবে উল্লেখিত জরিপে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দেখা গেলেও পৃথিবীর অনেক দেশের চেয়ে আমাদের নিত্যদিনের খাদ্যে ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা এখনো কম।

এ জরিপের তথ্য বলছে, গত ছয় বছরে খানার এবং মাথাপিছু আয় বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। পরিবারপ্রতি মাসিক আয় এখন ৩২ হাজার ৪২২ টাকা। আগের জরিপে এটা ছিল ১৫ হাজার ৯৮৮ টাকা। আয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবারের ব্যয়ও দ্বিগুণ হয়েছে। পরিবারপ্রতি মাসিক ব্যয় এখন ৩১ হাজার ৫০০ টাকা। ২০১৬ সালের জরিপে তা ছিল ১৫ হাজার ৭১৫ টাকা। অন্যদিকে, ব্যক্তির মাথাপিছু মাসিক আয় এখন ৭ হাজার ৬১৪ টাকা; ২০১৬ সালে তা ছিল ৬ হাজার ৯১ টাকা। বিবিএসের উল্লেখিত জরিপের মূল বার্তা হলো, গত ছয় বছরে দেশে আয় ও ভোগের বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আয়বৈষম্য পরিমাপ করা হয় জিনি সহগের মানের মাধ্যমে। আমরা অনেকেই জানি, জিনি সহগ শূন্য (০) মান অর্থ সম্পূর্ণ সমতা, অর্থাৎ তা বৈষম্যহীনতা প্রকাশ করে। অসমতা যত বাড়ে, সহগও তত বাড়ে।

জরিপ অনুযায়ী, ২০২২ সালে জিনি সহগ আগের চেয়ে আরও বেড়েছে। এখন জিনি সহগ মান শূন্য দশমিক ৪৯৯, আগের জরিপে তা ছিল শূন্য দশমিক ৪৮২ এবং ২০১০ সালে ছিল শূন্য দশমিক ৪৫৮। অর্থাৎ, ১২ বছর ধরে দেশে বৈষম্য একটানা বাড়ছেই। এর অর্থ, যাঁরা আয়ের নিম্নসীমায় আছেন; মোট আয়ের মধ্যে তাঁদের অংশ আরও কমে গেছে। আয়বৈষম্যের পাশাপাশি ভোগেও বৈষম্য বেড়েছে গত ছয় বছরে।

২০২২ সাল শেষে ভোগ-সম্পর্কিত জিনি সহগ ছিল শূন্য দশমিক ৩৩৪। বিবিএসের উপাত্ত অনুযায়ী, এ সহগ ২০১৬ সালে ছিল শূন্য দশমিক ৩২৪ এবং ২০১০ সালে ছিল শূন্য দশমিক ৩২১।

এই জরিপের প্রকল্পপ্রধানের মতে, গত বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা দেশ থেকে বিবিএসের খানা আয়-ব্যয় জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সারা দেশে ৭২০টি নমুনা এলাকায় দৈবচয়ন ভিত্তিতে ২০টি করে মোট ১৪ হাজার ৪০০ খানা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এটি দেশে প্রণীত এ ধরনের ১৭তম প্রতিবেদন। স্বাভাবিকভাবেই দারিদ্র্য দূর করার জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন-পরিকল্পনা প্রণয়নে তথ্য-উপাত্ত জোগানের উদ্দেশ্য নিয়েই এ জরিপ পরিচালনা করা হয়।

১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে দেশে প্রথম খানা ব্যয় জরিপ পরিচালিত হয়। এভাবে ১৯৯১-৯২ সাল পর্যন্ত আরও কয়েকটি জরিপ করা হয়। তখন খাদ্য ও ক্যালরি গ্রহণ বিবেচনায় দারিদ্র্য পরিমাপ করা হতো। ১৯৯৫-৯৬ সালের জরিপ থেকে মৌলিক চাহিদা ব্যয়পদ্ধতি ব্যবহার শুরু হয় এবং 'খানা আয় ও ব্যয় জরিপ' নামকরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে খাদ্যের পাশাপাশি খাদ্যবহির্ভূত ভোগ্যপণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে–এমন ভোগ্যপণ্যের একটি তালিকার ভিত্তিতে বিবিএস জরিপ পরিচালনা করে। মৌলিক চাহিদা পূরণ করার মতো আয় যারা করতে পারে না, তারা দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত হয়।

জরিপের ফল ঘোষণা অনুষ্ঠানে উপস্থিত দুই মন্ত্রী তাঁদের অবস্থানে থেকে হয়তো যথার্থই বলেছেন–বৈশ্বিক অতিমারি করোনার মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে সাহসী নীতি এবং কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়ার কারণেই প্রতিবেশীসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের চেয়ে দ্রুত দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার হয়েছে। মানুষের আয় বেড়েছে। এর ফলে দারিদ্র্য কমেছে। আমরা দেখেছি, করোনার মধ্যে ঝুঁকি নিয়েই সীমিত ও শিথিল বিধিনিষেধ দেওয়া হয়েছে। কলকারখানা বন্ধ করা হয়নি। খেটে খাওয়া মানুষের যোগাযোগ ও যাতায়াতে বাধা দেওয়া হয়নি। ১০০ কোটি ডলারের মতো প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। এ ছাড়া দরিদ্রদের জন্য নগদ সহায়তাসহ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। হয়তো এসবের ফল হিসেবে করোনার মধ্যেই দারিদ্র্য কমেছে। গ্রামাঞ্চলে প্রবাসী আয় বৃদ্ধি, প্রবাসী আয়ে প্রণোদনাও এ ক্ষেত্রেও কাজ করেছে। এ ছাড়া সাম্প্রতিক কালে যোগাযোগ উন্নত হওয়ায় গ্রামে অকৃষি কার্যক্রমও বেড়েছে। হাটবাজারে বিভিন্ন ধরনের কাজের সুযোগও তৈরি হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা বা এনজিওগুলোরও এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রয়েছে। ভূমিকা রয়েছে মাঠপর্যায়ের প্রশাসনেরও। অর্থনীতিবিদেরা যথার্থই বলেন, মানুষের আয় বাড়লে দারিদ্র্য কমবে, এটাই স্বাভাবিক।

কোভিডের প্রভাব থেকে আমাদের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার হচ্ছিল আমরা দেখেছি। কিন্তু সবাই আবার বলছেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে। এর পাশাপাশি সরকার প্রত্যাশা অনুযায়ী আয় ও ব্যয়ও করতে পারছে না। সামাজিক নিরাপত্তাও জিডিপির তুলনায় খুব বেশি নয়।

এ অবস্থায় অতি দারিদ্র্যের হার এত কমে আসা অনেকের কাছেই বৈসাদৃশ্য মনে হয়েছে।

প্রবৃদ্ধির প্রথম দিকে আমরা যেমন অনেক দেশেই আয়বৈষম্য দেখি বা দেখেছি, অন্যদিকে এটাও সত্যি যে দীর্ঘদিনের আয়বৈষম্য অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের অন্তরায়। আমরা আবার পত্রিকান্তরে দেখেছি, আমাদের সম্পদের বৈষম্যও বেড়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চাহিদাকেন্দ্রিক প্রবৃদ্ধিই যেহেতু মূল নিয়ামক, তাই ক্রমবর্ধমান বৈষম্য অর্থনীতির সম্ভাবনাকেও সংকুচিত করবে।

কেউ কেউ যথার্থই বলেছেন, এ পরিসংখ্যানের মূল রহস্য দারিদ্র্যের সীমারেখা নির্ধারণের মধ্যে। জরিপে নতুন কিছু বিষয়ের সঙ্গে দারিদ্র্যের তুলনা করা হয়েছে, যা আগের জরিপগুলোয় ছিল না। এ কারণে দারিদ্র্য পরিমাপে আগের জরিপগুলোর সঙ্গে এবারের জরিপটি ঠিক তুলনাযোগ্য নয়। প্রতিবেদনে গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য, মাথাপিছু আয় ও জীবিকার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয়–এ রকম অবকাঠামোর মতো অন্যান্য সূচকের পরিসংখ্যানও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

গবেষকদের অনেকেই বলছেন, পক্ষপাতদুষ্ট নীতিই বৈষম্যের বড় কারণ। শতকোটি টাকার ঋণখেলাপির কাছ থেকে অর্থ আদায় না করে তাঁদের আরও বেশি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। ধনীদের বিদ্যুতের ক্ষেত্রে সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, কৃষক বিদ্যুৎ পাচ্ছেন না। সহজেই অনুমেয়, বৈষম্যমূলক নীতি-পরিকল্পনার কারণে সুবিধাভোগীদের অবৈধ পুঁজি পুঞ্জীভূত হচ্ছে। যে কারণে বৈষম্য বেড়েই চলেছে।

বিবিএস যে পরিসংখ্যান দিয়েছে, এমনকি সেটি যদি পুরো-পুরি সঠিকও হয়, তাহলেও বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, দারিদ্র্য নিরসনের গতি কমে এসেছে। ২০১৬ সালের জরিপ থেকেই এটি হচ্ছে। তার আগের জরিপগুলোয় দারিদ্র্য কমার হার বেশি ছিল। তা ছাড়া করোনাকালে সারা পৃথিবীতেই দারিদ্র্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। অথচ বিবিএসের এবারের পরিসংখ্যানে তার প্রতিফলন নেই।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে যে হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দেখানো হচ্ছে, তার সঙ্গে কর্মসংস্থান পরিস্থিতিরও মিল নেই। সম্পদ বাড়ছে বেশি হারে, কর্মসংস্থান হচ্ছে কম হারে। অনেকে এটাকে বলছেন কর্মসংস্থানহীন প্রবৃদ্ধি। অন্যদিকে, সম্পদের পুঞ্জিভবন বা কেন্দ্রীভবন ঘটছে।

গবেষকদের অনেকেই বলছেন, পক্ষপাতদুষ্ট নীতিই বৈষম্যের বড় কারণ। শতকোটি টাকার ঋণখেলাপির কাছ থেকে অর্থ আদায় না করে তাঁদের আরও বেশি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। ধনীদের বিদ্যুতের ক্ষেত্রে সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, কৃষক বিদ্যুৎ পাচ্ছেন না। সহজেই অনুমেয়, বৈষম্যমূলক নীতি-পরিকল্পনার কারণে সুবিধাভোগীদের অবৈধ পুঁজি পুঞ্জীভূত হচ্ছে। যে কারণে বৈষম্য বেড়েই চলেছে।

উন্নয়নের যাত্রাকে দ্রুততর করতে হলে শুধু শিল্পায়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি বা 'চুইয়ে পড়া অর্থনৈতিক নীতির' দিকে লক্ষ্য রাখলেই হবে না, স্বজনতোষী অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে হবে। জাতীয় পুঁজির সংবর্ধনে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

লেখক: অর্থনীতি বিশ্লেষক।



ডিএসএ প্রশ্নে সরকার এখন যে পদক্ষেপগুলো নিতে পারে

॥ আলী রীয়াজ ॥

২০১৮ সালে প্রণীত হওয়ার পর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের (ডিএসএ) কীভাবে প্রয়োগ হয়েছে যে বিষয়ে এখন কমবেশি সকলেই জ্ঞাত। সিজিএসের পক্ষ থেকে আমাদের গবেষণায় যে সব প্রবণতা উঠে এসেছে সেগুলোর বিষয়ে বিস্তারিত আমাদের বিভিন্ন রিপোর্টে আমরা বলেছি। এর প্রবণতাগুলোর সারাংশ হচ্ছে এই যে, এই আইন বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক অধিকার হরণের একটি অন্যতম হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে, ক্ষমতাসীনদের রক্ষা করে সাধারণ নাগরিকদের ভয়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে (আলী রীয়াজ, 'প্রথম আলো সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা, বার্তাটি আরও কঠোর', প্রথম আলো, ৩ এপ্রিল ২০২৩)।

আমরা জানি যে, এই আইনের আওতায় দুই মামলায় প্রায় আট মাস ধরে কারাগারে আছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী খাদিজাতুল কুবরা। বিচারিক আদালতে দুবার ওই শিক্ষার্থীর জামিন আবেদন নাকচ হয়। পরে গত ফেব্রুয়ারিতে হাইকোর্ট তাঁর জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন। তবে রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টের দেওয়া জামিন আদেশ স্থগিত করেন চেম্বার বিচারপতি। এই রকম উদাহরণ অনেক। একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১১টি আমলা হওয়ার কথাও শোনা গেছে।

আমার এও জানি যে, ৯ এপ্রিল পর্যন্ত কমপক্ষে মামলা হয়েছে ১২৯৩ টি, যাতে অভিযুক্তের সংখ্যা হচ্ছে ৩ হাজার ৬ শো ৫৩ জন। দীর্ঘ দিন ধরেই দাবি উঠেছে এই আইন বাতিল করতে হবে। কথাগুলো আমাদের একার নয়, যারা এই আইনের দিকে তাকিয়েছেন তারাই বলেছেন। সম্প্রতি জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের অফিসের দেওয়া টেকনিক্যাল নোট সকলের জানার পরে এই নিয়ে আলোচনা জোরদার হয়েছে। কিন্তু সরকার এই দাবি মানছেন না।

সরকারের আন্তরিকতা প্রমাণের জন্য উল্লিখিত পাঁচটি করণীয়ের পাশাপাশি নাগরিকদের, মানবাধিকার সংগঠনগুলোর এবং রাজনৈতিক দলগুলোরও একটি অবশ্যকরণীয় কাজ আছে। তা হচ্ছে আইনি এবং অন্যান্য সহযোগিতা নিয়ে এই আইনের ভুক্তভোগীদের পাশে দাঁড়ানো, গণমাধ্যমগুলোকে এই বিষয়ে তথ্য প্রদান করা। অনেক ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগীরা এই সহযোগিতা না পাওয়ার কারণে বিরূপ অবস্থায় পতিত হন।

সরকারের পক্ষ থেকে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন যে, জাতিসংঘের টিমের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি টিমের আলোচনা হয়েছে এবং তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে জাতিসংঘ একটি টেকনিক্যাল নোট পাঠিয়েছে (ঢাকা টাইমস, ১৫ এপ্রিল ২০২৩)। বলা হচ্ছে যে, লেজিসলেটিভ সচিবকে প্রধান করে স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং আইন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এই টিম করা হয়েছে। এই টেকনিক্যাল নোট আসার পরে নয় মাসের বেশি সময় পার হয়ে গেছে।

যারা অংশীজন তাঁদেরকে সরকার এই নোটের বিষয় কিছু জানিয়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে আমরা জানি না। জানানো হয়ে থাকলে গণমাধ্যমগুলোতে তা প্রকাশিত হয়নি। বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো এই বিষয়ে অবগত হয়েছে জাতিসংঘের সূত্রে, বিশেষ করে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তর যখন তা সকলের জন্য উন্মুক্ত করেছে। তদুপরি গত ৩১ মার্চ জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক আইনটি অবিলম্বে স্থগিত করার আহ্বান জানানোর পরে।



ফলকার টুর্ক আইনটিকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে এর ধারাগুলোতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার আহ্বান জানিয়েছেন। আইনমন্ত্রী বলেছেন, জাতিসংঘের সঙ্গে আলোচনা চলছে, 'আমরা [টেকনিক্যাল নোট নিয়ে] আলোচনা-পর্যালোচনা করছি' (নিউজবাংলা ২৪,২ এপ্রিল ২০২৩)। এই সব আলোচনায় সরকার কতটা আন্তরিক সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ। সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এই কারণে যে, এই আইন নিয়ে এত ধরনের আলোচনা সত্ত্বেও সরকার এই বিষয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখেনি। আইনমন্ত্রী বলেছেন, 'আমাদের এখানে অনেক সময় এই আইনের মাধ্যমে হয়রানির অভিযোগ এসেছে। প্রয়োজন হলে আইনের বিধি সংযুক্ত করা বা পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

এই আইন সংশোধন করা হবে এই কথা এই প্রথম শোনা গেল তা নয়। এই আইন তৈরির প্রক্রিয়ার সময় থেকেই আমরা তা শুনে আসছি। সাংবাদিক নেতাদের, গণমাধ্যমের সম্পাদকদের এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে প্রায়শই এই কথা বলা হচ্ছে। ফলে এই নিয়ে সরকার আসলেই আগ্রহী এবং আন্তরিক এমন মনে করার কারণ দেখি না। গত সাড়ে চার বছরের অভিজ্ঞতা বলে যে, এই আইন বাতিলের আর কোনো বিকল্প নেই।

সরকার যেহেতু দাবি করছেন যে তাঁরা এই আইনের সংশোধনী এনে একে গ্রহণযোগ্য করতে চান সেহেতু সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে তার আন্তরিকতা প্রমাণ করা। সকলের আস্থা অর্জন করতে হলে সরকারকেই এখন পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে সরকার কী ধরনের পদক্ষেপ নিলে আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

আমি মনে করি যে, এখনকার পরিস্থিতিতে সরকারের করণীয় হচ্ছে অবিলম্বে পাঁচটি পদক্ষেপ নেওয়া।

১. ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনের প্রয়োগের ওপরে নির্ধারিত সময়ের জন্য মরিটরিয়াম আরোপ করা। এই সময় কতটা হবে সেটা সরকার নির্ধারণ করবে এই বিবেচনায় যে, জাতিসংঘের সঙ্গে আলোচনা এবং দেশের অংশীজনদের কাছে তাঁদের সংশোধনী প্রস্তাব কখন পেশ করতে পারবে এবং তার ভিত্তিতে পদক্ষেপের ব্যাপারে কখন ঐকমত্য তৈরি হবে। অনেকেই হয়তো বলবেন যে, এই আইনের ওপর মরিটরিয়াম আরোপ করে হলে এই সময়ে যদি অপরাধ হয় তবে তা কীভাবে মোকাবিলা করা হবে। এটা স্পষ্ট যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যেসব মামলা করা হয়েছে সেগুলো ছাড়া সব ধরনের অপরাধ মোকাবিলার জন্য দেশে প্রচলিত আইন আছে। যেমন ধরুন সাইবার স্পেসে নারীদের হয়রানি জাতীয় অপরাধ; এগুলো মোকাবিলার জন্য নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের আশ্রয় নেওয়া যাবে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের আওতায় অভিযোগগুলো দ্রুত মোকাবিলা করার ব্যবস্থার দিকে নজর দেওয়া জরুরি। মানহানির অভিযোগের মোকাবিলার জন্য দণ্ড বিধির ৪৯৯ যথেষ্ট।

২. এই আইনে এ যাবৎ যত মামলা হয়েছে, সেগুলোর বিস্তারিত তথ্য সরকার প্রকাশ করুন। কার বিরুদ্ধে কোন ধারায় মামলা হয়েছে, কবে হয়েছে, সেগুলো কী অবস্থায় আছে, কতগুলো মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে তা সকলকে জানাতে হবে। আমরা সিজিএসের পক্ষ থেকে যে গবেষণা করেছি সেখানে বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি; তাতে করে একটি চিত্র বোঝা যায়, প্রবণতা বোঝা যায়। কিন্তু এগুলোই সব মামলা নয়। এই আইনে মামলার সংখ্যা জানার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়। আপনাদের স্মরণে থাকবে যে, এই ধরনের তথ্যের জন্য ২০২২ সালে অনুরোধ জানিয়েছিলেন মানবাধিকার কর্মী সাদ হাম্মাদি। কিন্তু তাকে এই সব তথ্য দেওয়া হয়নি। এ থেকে সরকারের অস্বচ্ছ এবং লুকোছাপা করার প্রবণতাই কেবল দৃশ্যমান হয়েছে তা নয়, এতে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে আমরা যা জানি তার চেয়ে অধিক হারে এই আইনের প্রয়োগ হয়েছে এবং এর একটি বড় সংখ্যা সরকারের পক্ষ থেকেই করা হয়েছে।

৩. এ যাবৎ যেসব মামলা হয়েছে তাতে পুলিশ কবে ও কোন মামলায় আইনে নির্ধারিত ৬০ দিন বা আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে ৭৫ দিনের মধ্যে তাঁদের তদন্ত প্রতিবেদন দিতে পেরেছে তার তালিকা প্রকাশ করুন। এই তালিকা থেকে বোঝা যাবে যে সরকার যে ধরনের 'অপপ্রয়োগের' কথা বলছেন তাঁর বাইরে আইন অনুসরণে সরকারের ব্যত্যয় কতটা।

৪. এই আইনের আওতায় এখন পর্যন্ত যারা আটক হয়েছেন এবং যারা বিচারাধীন আছেন তাঁদের জামিন প্রদান করুন। দেখা গেছে যে, পুলিশের প্রাথমিক তদন্ত চলাকালেই মাসের পর মাস অভিযুক্তরা আটক থাকেন। ন্যায়বিচারের জন্য এই ব্যবস্থা প্রতিবন্ধক এটা সকলের বুঝতে পারেন। প্রশ্ন উঠবে যাদের বিরুদ্ধে নারীদের হয়রানির অভিযোগ আছে, কিংবা আর্থিকভাবে প্রতারণার অভিযোগ আছে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে (যেমন দন্ডবিধির ৪২০ ধারায়) মামলা করার ব্যবস্থা নিন।

৫. গত সাড়ে চার বছরে এই আইনের আওতায় যারা ভুক্তভোগী হয়েছেন এবং যাদের বিরুদ্ধে মামলা খারিজ হয়ে গেছে বা যারা ইতিমধ্যে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন তাঁদের ক্ষতিপূরণের জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার জন্য বিচার বিভাগীয় একটি কমিটি গঠন করুন।

উল্লিখিত এই পাঁচ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি তা মনে করি না। আইনটি যেভাবে প্রণীত হয়েছে তাতে এই আইনের সংশোধনীর কোনো উপায় আছে তাও আমার মনে হয় না। আমি মনে করি এই আইন যত দিন বহাল থাকবে তত দিন পর্যন্ত নাগরিকের কথা বলার জায়গা সীমিত থাকবে এবং দেশে যে ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে তা অব্যাহত থাকবে। তবে এই আইন বাতিল করলেই দেশে ভয়ের সংস্কৃতির অবসান হবে তাও নয়। কিন্তু এই আইন যে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে তাতে করে এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

সরকারের আন্তরিকতা প্রমাণের জন্য উল্লিখিত পাঁচটি করণীয়ের পাশাপাশি নাগরিকদের, মানবাধিকার সংগঠনগুলোর এবং রাজনৈতিক দলগুলোরও একটি অবশ্যকরণীয় কাজ আছে। তা হচ্ছে আইনি এবং অন্যান্য সহযোগিতা নিয়ে এই আইনের ভুক্তভোগীদের পাশে দাঁড়ানো, গণমাধ্যমগুলোকে এই বিষয়ে তথ্য প্রদান করা। অনেক ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগীরা এই সহযোগিতা না পাওয়ার কারণে বিরূপ অবস্থায় পতিত হন।

লেখক: যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর, আটলান্টিক কাউন্সিলের অনাবাসিক সিনিয়র ফেলো এবং সুইডেনের গথেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্যারাইটিজ অব ডেমোক্রেসি ইনস্টিটিউটের ভিজিটিং রিসার্চার

জলবায়ুর তাপদাহ ও জনস্বাস্থ্য সতর্কতা

॥ মুশতাক হোসেন ॥

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও তীব্র গরম অনুভূত হচ্ছে। ৫৮ বছরের ইতিহাসে দেশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার নেপথ্যে মানবসৃষ্ট কিছু কারণও রয়েছে। নদী, খাল, পুকুর, দিঘি–এক কথায় জলাধার ভরাটের কারণে পরিবেশ উষ্ণ হচ্ছে। নগরীতে যেভাবে সামাজিক বনায়ন করা দরকার, সেখানেও আমরা পিছিয়ে রয়েছি। দেশের অনেক স্থানে বনভূমি উজাড় করা হচ্ছে। পাহাড় কেটে বসতি নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে গেলে প্রকৃতি এর জবাব দেবেই। ঢাকা শহরের যানজট নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এই যে দিন দিন যানবাহনের সংখ্যা বাড়ছে, এতে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ইঞ্জিনের কা‡লা ধোঁয়া শুধু পরিবেশেরই ক্ষতি করে না; যানবাহনের ইঞ্জিনের তাপও শহরের বাতাসকে উত্তপ্ত করছে।

গরম থেকে স্বস্তি পাওয়ার জন্য আমরা বাসাবাড়ি, অফিস এমনকি গাড়িতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র এসি ব্যবহার করছি। এতে কিছু মানুষ স্বস্তি পেলেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে আশপাশের পরিবেশের ওপর। নাগরিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও দায়িত্বে অবহেলা করছে। বিদেশে নিয়মিত পানি ছিটিয়ে রাস্তাঘাট ধুলাবালিমুক্ত রাখা হয়। আমাদের সিটি করপোরেশন মাঝেমধ্যে এ ধরনের পদক্ষেপ নিলেও তা পর্যাপ্ত নয়। সড়কের পাশে যেভাবে বৃক্ষরোপণ করা দরকার, তা আমরা কতটুকু করছি–সে প্রশ্ন আসে। আমরা এখনই সাবধান না হলে ভবিষ্যতে ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হতে পারে।

মরুভূমির মতো আবহাওয়ায় বিপর্যস্ত দেশের মানুষ। তীব্র গরমের কারণে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি রয়েছে। প্রতিবেশী ভারতের মহারাষ্ট্রে একটি অনুষ্ঠানে এরই মধ্যে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। বাংলাদেশেও একটি কারখানায় ইফতারের পর কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। তাই গরমের তীব্রতা অবহেলা করার সুযোগ নেই। এ সময় শরীরে পানিস্বল্পতার সৃষ্টি হয়। ফলে মাথা ঘুরতে পারে। এমনকি অজ্ঞান হয়ে যাওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে। শরীরে কোনো ধরনের অস্বাভাবিক উপসর্গ দেখা দিলে দেরি না করে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। অন্যথায় প্রাণহানি ঘটতে পারে। তাই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি এড়াতে সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার পানি রাখ‡ত হবে। পাশাপাশি পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। শরীরে পুষ্টি না থাকলে ছোট রোগও বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

‡দশের বেশিরভাগ মানুষ কর্মজীবী। তাই জীবিকার প্রয়োজনে তাদের ঘরের বাইরে বের হতেই হবে। কাজের পরিবেশ নিরাপদ করতে কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিতে পারে। রাস্তায় বের হলে ছাতা ব্যবহার করা উচিত। সঙ্গে খাবার পানি ও তরল খাবার রাখতে পারলে ভালো। এখন রমজান মাস চলছে। তাই রোজাদারদের অধিক সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যাঁরা ক্যান্সার, কিডনি, লিভার, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিসের মতো জটিল রোগে আক্রান্ত, তাঁদের যত্নবান হতে হবে। এমনিতেই তাঁদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম। এর ওপর পানিস্বল্পতা ও পুষ্টিহীনতা যুক্ত হলে পরিণাম ভয়াবহ হতে পারে। দুর্বল স্বাস্থ্য যাঁদের, তাঁদের উচিত রোদ এড়িয়ে চলা; সবসময় সহনশীল পরিবেশে থাকা। ইসলামে অসুস্থ লোকদের রোজা রাখার ব্যাপারে যে বিধান রয়েছে, তা অনুসরণ করলে বিপদ হওয়ার কথা নয়।

শিশু ও অন্তঃসত্ত্বাদের জন্য এই তীব্র গরম বিপদ ডেকে আনতে পারে। শিশুর শরীরে পানিস্বল্পতা হলে সে বলতে পারে না। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। তাই শিশুদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। পর্যাপ্ত পানি ও পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করতে হবে। নিম্ন আয়ের মানুষ পয©াপ্ত পানি পান করতে পারলেও চাহিদামতো পুষ্টিকর খাবার খেতে পারে না। গরমের সময় ঘামের সঙ্গে শরীর থেকে লবণপানি বের হয়ে যায়। ফলে শরীরে খনিজ পদার্থের অভাব দেখা দেয়। পর্যাপ্ত পানি পান করলে খনিজের ঘাটতি পূরণ হবে। একসঙ্গে অনেক পানি পান না করে কিছুক্ষণ পরপর পান করতে হবে। দরকার হলে খাবার স্যালাইন খাওয়া যেতে পারে। শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। এ জন্য মায়ের সুস্থতা জরুরি। তাই মাকে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। অন্তঃসত্ত্বাদের ক্ষেত্রে পরিবারের অন্য সদস্যদের দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। রান্না করতে গিয়ে চুলার গরমে যেন তাঁরা অসুস্থ না হয়ে পড়েন। শুধু অন্তঃসত্ত¡া নয়; সবার জন্য খোলামেলা রান্নাঘর নিশ্চিত করা দরকার।

গরম থেকে স্বস্তি পাওয়ার জন্য আমরা বাসাবাড়ি, অফিস এমনকি গাড়িতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র এসি ব্যবহার করছি। এতে কিছু মানুষ স্বস্তি পেলেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে আশপাশের পরিবেশের ওপর। নাগরিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও দায়িত্বে অবহেলা করছে। বিদেশে নিয়মিত পানি ছিটিয়ে রাস্তাঘাট ধুলাবালিমুক্ত রাখা হয়। আমাদের সিটি করপোরেশন মাঝেমধ্যে এ ধরনের পদক্ষেপ নিলেও তা পর্যাপ্ত নয়। সড়কের পাশে যেভাবে বৃক্ষরোপণ করা দরকার, তা আমরা কতটুকু করছি–সে প্রশ্ন আসে। আমরা এখনই সাবধান না হলে ভবিষ্যতে ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হতে পারে।

গরমকালে বায়ু তো দূষিত হয়ই, পানিও দূষিত হয়। শুরুতেই জলাধার ভরাটের কথা বলেছি। দূষণের কারণেও অনেক জলাধার জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। দূষিত পানি পান করার কারণে পেটের রোগ যেন না হয়, তা খেয়াল রাখতে হবে। গরমের সময় খাবার দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। বাসি ও পচা খাবার খেয়ে কারও যেন পেটের পীড়া দেখা না দেয়। বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে। শরীরে পানিস্বল্পতার সৃষ্টি হলে সামান্য ভেজাল খাবারেই পেটে পীড়া দেখা দেয়। তাই বারবার বলছি–পানিস্বল্পতার ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে হবে।

ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবিলা করতে হবে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিরাপদ খাবার নিশ্চিতের পাশাপাশি অসুস্থ হলে রোগীকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে। সামাজিকভাবে খেয়াল রাখতে হবে, তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়–এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। যেখানে সেখানে ইটভাটা নির্মাণ করা যাবে না। বনায়নের প্রতি নজর দিতে হবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে নগরীকে ঠান্ডা রাখতে যা করা দরকার তা করতে হবে। বিদ্যুতের ব্যবহার সীমিত করতে হবে।

গরমের সময় প্রায়ই অগ্নিকান্ড ঘটছে। তাই সবাইকে সাবধান হতে হবে। কোথাও আগুন লাগলে তা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে এবং দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, সে জন্য ব্যক্তি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে উদ্যোগ নিতে হবে।

এরই মধ্যে ঈদে ঘরমুখো মানুষ রাজধানী ছাড়তে শুরু করেছে। এ সময় যাত্রীদের সঙ্গে পর্যাপ্ত খাবার পানি ও পুষ্টিকর খাবার রাখতে হবে। গরমের কারণে খাবার রাখা চ্যালেঞ্জিং। কারণ এ সময় খাবার দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। তাই শুকনো খাবারের পাশাপাশি পর্যাপ্ত ফলমূল রাখা যেতে পারে। বাতাসের প্রত্যাশায় লঞ্চের ছাদে ওঠা যাবে না। লঞ্চ ও ট্রেনের ছাদে উঠে যাত্রাকে অনিরাপদ করা উচিত হবে না। লঞ্চ, বাস ও ট্রেনের ইঞ্জিন যেন হঠাৎ গরম হয়ে দুর্ঘটনার কারণ হয়ে না দাঁড়ায়, তা চালককে নিশ্চিত করতে হবে।

লেখক: রোগতত্ত্ববিদ; সাবেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)

নদীর পানি ও প্রকৃতির ওপর আধিপত্যবাদের আগ্রাসন

(৫ পাতার পর)

উপর বাড়তি ঋণ ও করের বোঝা চাপিয়ে প্রমত্তা পদ্মার উপর সেতু নির্মাণ করে আত্মতুষ্টিতে বুঁদ হয়ে থাকলেও পদ্মা-তিস্তা বাঁচিয়ে পুরো অঞ্চলের প্রাণ-প্রকৃতি রক্ষায় চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছি।

অর্ধ শতাব্দী ধরে চলা ভারতীয় পানি আগ্রাসন ও ষড়যন্ত্রের শিকার বাংলাদেশ। আন্তর্জাতি নদীর উপর একতরফা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ভারতের চানক্যবাদী নীতি-কৌশল দ্বিপাক্ষিক উদ্যোগের নামে ভারতের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে বাংলাদেশ। ফারাক্কা প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরুর পরও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় প্রকাশিত হয়েছিল। পাকিস্তানের বাঁধার মুখে এই প্রকল্প কখনো চালু করা যাবে কিনা তাই ছিল আলোচ্য বিষয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কোনো পানিচুক্তি ছাড়াই ১৯৭৪ সালে মাত্র ৪০ দিনের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ফারাক্কা প্রকল্প চালু করার কথা বলে বাংলাদেশকে বোকা বানিয়ে পানি প্রত্যাহার অব্যাহত রেখে বাংলাদেশকে নানামুখী বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং জিয়াউর রহমান যথেষ্ট সময় পেলে হয়তো এই সমস্যার একটি সম্মানজনক সমাধান হতে পারত। দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় কোনো অগ্রগতি না হওয়ায় সত্তুরের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে এবং জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৩১তম সম্মেলনে বাংলাদেশ যৌথ নদীর অমিমাংসিত পানি সমস্যা ইস্যুটিকে তুলে ধরলে ভারত এ বিষয়ে আলোচনায় সম্মত হলেও আদতে কোনো কাজ হয়নি। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭৭ সালে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই'র সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় কিছুটা অগ্রগতি হওয়ার সাথে সাথে ৫ বছর মেয়াদী একটি গঙ্গা পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। জিয়ার মৃত্যুর পর ১৯৮২ সালে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে এরশাদের ৮ বছর এবং বিএনপি সরকারের ৫ বছরে সেটি আর নবায়ণ হয়নি। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ সরকার গঠন করার কিছুদিনের মধ্যেই নতুন করে গঙ্গার পানিচুক্তি হলেও গ্যারান্টি ক্লজ ছাড়া সে চুক্তি কখনো পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। বাংলাদেশ কখনোই পানির ন্যায্য হিস্যা পায়নি। ভারতের অনীহা ও আধিপত্যবাদী আচরণের কারণে বছরের পর বছর ধরে যৌথ নদী কমিশনের কোনো বৈঠক হয়নি। নদীর অববাহিকা অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় যৌথ নদীর উপর বাংলাদেশের অধিকারের প্রশ্নটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শুরু থেকেই ভারত আন্তর্জাতিক নদী আইনের দাবি ও ন্যায্যতা অস্বীকার করে বাংলাদেশের সাথে টালবাহানা ও প্রতারণামূলক আচরণ করে দেশের পানি সম্পদ ও নদীব্যবস্থাপনাকে একটি অনিশ্চিত হুমকির মুখে ঠেলে দেয়। লোক দেখানো গঙ্গার পানিচুক্তি এবং তিস্তার পানি চুক্তি নিয়ে দীর্ঘ টালবাহানা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে, যৌথ নদীর পানিকে ভারত আমাদের বিরুদ্ধে পানি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। বিশ্বসম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণের আগে গঙ্গা নদীকে আন্তর্জাতিক নদী হিসেবে স্বীকৃতি দিতেই কুণ্ঠিত ছিল তারা। দেশপ্রেমিক দূরদর্শি রাজনৈতিক নেতা মাওলানা ভাসানী শুরুতেই ভারতের দূরভিসন্ধি বুঝতে পেরেছিলেন। কোনো চুক্তি ছাড়াই ফারাক্কা প্রজেক্ট চালুর পর তা অব্যাহত রাখার প্রতিবাদে ৯০ বছর বয়েসী মাওলানা ভাসানী ১৯৭৬ সালের মে মাসে লাখ লাখ মানুষকে নিয়ে ফারাক্কা লং মার্চ করে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। দেশে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং স্থিতিশীল জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার না থাকায় ১৯৭৭ সালের পানিচুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কোনো সরকারই যৌথ নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারেনি।

বাংলাদেশের বাস্তবতায় যৌথ নদীর পানির অধিকারের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কোনো বিষয় নেই। এটি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়। দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ফলপ্রসু না হওয়ায় সত্তুরের দশকেই বিষয়টি আন্তর্জাতিক ফোরামে তোলা হয়েছিল। তার কিছু সুফলও পাওয়া গিয়েছিল। শেখ হাসিনা সরকারের আমলেই সমুদ্রসীমার অমিমাংসিত বিরোধ নিস্পত্তির জন্য বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারস্থ হয়ে মিয়ানমার ও ভারতের সাথে বিরোধ নিস্পত্তি করতে হয়েছে। গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা এবং তিস্তার পানিচুক্তিসহ যৌথ নদীর পানি প্রত্যাহার বন্ধে বাংলাদেশকে এখন সর্বাত্মক লড়াইয়ে নামতে হবে। চুয়ান্নটি অভিন্ন নদীর উপর নিজেদের একতরফা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ভারত বাংলাদেশকে দাবার ঘুটির মত নিয়ন্ত্রন করতে চাইছে। পানি বঞ্চিত করে বাংলাদেশকে মরুভূমিতে পরিনত করার ভারতীয় দূরভিসন্ধি এখন অনেকটাই স্পষ্ট। একইভাবে ব্রহ্মপুত্রসহ ভারতের বেশ কয়েকটি বড় নদীর উৎস তিব্বতে হওয়ায় এসব নদীর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চীনের হাতে। তিব্বতে ব্রহ্মপুত্রের নাম ইয়ারলং সাংবো। ইয়ারলং সাংবোতে বেশ কিছু বাঁধ ও ফিডার ক্যানেল নির্মাণ করে পানি প্রত্যাহার করে নিলে তিস্তার উজানে ব্রহ্মপুত্র, যমুনার মত নদনদীর অববাহিকার অস্তিত্ব চরম হুমকির মুখে পড়বে। যৌথ নদীর পানি নিয়ে বাংলাদেশের সাথে ভারতের অন্যায় আচরণ চীনকেও ভারতের সাথে একই ধরণের আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। ইয়ারলং সাংবো প্রকল্প নিয়ে ভারতের পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা একে চীনের 'হাইড্রো-হেজিমন' বলে উল্লেখ করছেন। চীন, ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশসহ সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে নিয়ে একটি অববাহিকা ভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার কথা বলা হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরেই। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পানি বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে মতামত দিয়েছেন। অববাহিকাভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ এগিয়ে নেয়ার পাশাপাশি তিস্তা ব্যারাজ ও ডেল্টা প্রকল্পের মত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলো এগিয়ে নিতে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিয়ে বাংলাদেশকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পানি ব্যবস্থাপনা নিয়ে ন্যুনতম আপস অথবা সময় ক্ষেপনের আর কোনো সুযোগ নেই।

e-mail: bari_zamal@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: popultaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
■ All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
■ Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
■ Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
tax refund
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
Road Lesson Local & Highway
5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
Road Test Appointment
Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
6 Hours DDC Class
Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া
যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর চিরপ্রস্থান জাতির অপূরণীয় ক্ষতি

॥ প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ॥

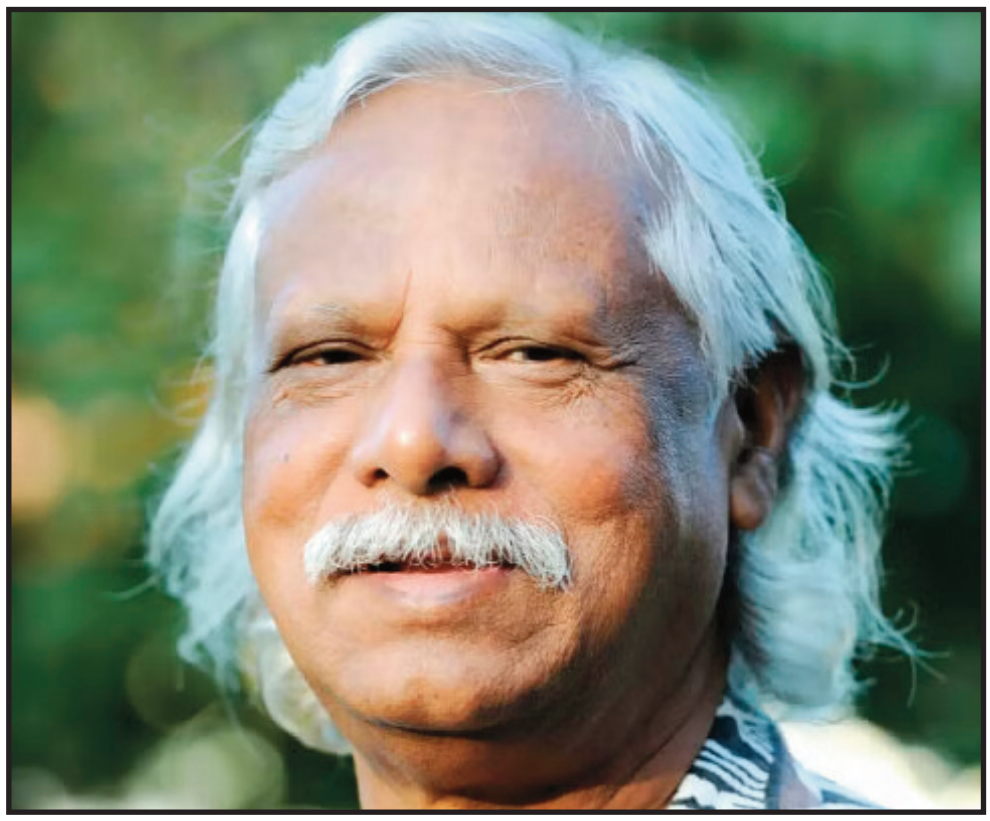
গত ১১ এপ্রিল মধ্যরাতে ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুতে আপনাদের অনেকের মতো আমিও গভীরভাবে শোকাহত। আমি তার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি, বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করি।

ডা: জাফরউল্লাহ চৌধুরীর সাথে আমার পরিচয় যতদূর মনে পড়ে ষাটের দশকের প্রথম ভাগে; ওই সময় তিনি ছিলেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সহ-সভাপতি। সে সময়ের অন্যতম প্রধান ছাত্র-সংগঠন পূর্বপাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ শাখার গুরুত্বপূর্ণ ছাত্রনেতা ছিলেন। এ নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন ডা: সরওয়ার আলী। আমি নিজেও ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য। সে হিসেবে মাঝে-মধ্যে তাদের সাথে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হতো। ওই সময় থেকেই আমার মনে হয়েছে যে ডা: জাফরুল্লাহ একজন নিঃস্বার্থ ও ত্যাগী মানুষ; যিনি পরাহিতব্রতেও সমান আগ্রহী।

এর পরের কাহিনী প্রায় সবারই জানা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তিনি বিলাতে প্রায়-সমাপ্ত উচ্চতর চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাঠ অসমাপ্ত রেখেই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য বিলাত ত্যাগ করেন। ভারতের ত্রিপুরায় গড়ে তোলেন ফিল্ড হাসপাতাল-বাংলাদেশ হাসপাতাল। মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের সূত্রে তিনি পরিচিত হন জেনারেল ওসমানী এবং কয়েকজন সেক্টর কমান্ডারের সাথে। এ সময় আমি মুক্তিযুদ্ধের অংশ হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রকল্পে যুক্ত থাকলেও ডা: জাফরুল্লাহর সাথে আমার কোনো যোগাযোগ হয়নি।

গত শতকের আশি দশকের শুরুতেই তার সাথে আমার যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হলো। আমি তাকে জাফর ভাই বলে সম্বোধন করতাম আর তিনি আমার নামের প্রথম অংশ ধরেই সম্বোধন করতেন। সে সময় জাফর ভাইয়ের উদ্যোগে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' (Health for All) নামের একটি সংগঠনের জন্ম হয়; এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত স্বল্পব্যয়ে দেশের আপামর জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। এ সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক ডা: নুরুল ইসলাম, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ফরহাদ মজহার, ব্যারিস্টার ফিদা কামাল, ড. আজিজুর রহমান, প্রফেসর মোহম্মদ ইব্রাহিম, বিশিষ্ট সাংবাদিক শাহাদাত চৌধুরী এবং অধ্যাপক মনসুর মুসাসহ আরো কয়েকজন। আমি নিজেও সক্রিয়ভাবে এর সাথে যুক্ত হই। সংগঠনের প্রথম সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া। তার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর জাফর ভাই এবং অন্য সদস্যদের পীড়াপীড়িতে আমি সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করি। 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' প্রকৃতপক্ষে ছিল একটি সর্বজনীন গণমুখী স্বাস্থ্য আন্দোলন। এটি ছিল বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলোর নির্বিচার, লুণ্ঠন ও শোষণের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা একটি জাতীয় আন্দোলন। আমাদের এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকারীর অভাব ছিল না। তৎকালীন দৈনিক সংবাদপত্রগুলোতে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' নিয়ে অসংখ্য বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। এতে ওষুধশিল্পের সাথে জড়িত স্বার্থান্বেষী মহল আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তবে আমরা আমাদের সঙ্কল্পে অবিচল থাকি। জাফর ভাইসহ আমাদের কারো কারো বিরুদ্ধে হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু জাফর ভাইয়ের অদম্য সাহস আমাদের কর্তব্য থেকে কোনোভাবেই নিবৃত্ত করতে পারেনি। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জাতীয় ওষুধনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' আন্দোলন বিশেষ পরিপূরক ভূমিকা পালন করে।

জাতীয় ওষুধনীতি প্রণয়ন ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরীর এক অনন্য কীর্তি। এই নীতি প্রণয়নকালে তিনি আমিসহ অন্যদের সাথে ব্যাপকভিত্তিক আলোচনা ও মতবিনিময় করেন। ওষুধনীতির মূল দর্শন ও অভিলক্ষ্য ছিল দেশীয় ওষুধশিল্পের সুষ্ঠু বিকাশের মধ্য দিয়ে স্বল্পমূল্যে জনসাধারণের কাছে ওষুধ এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেয়া। আজ আমি অকুণ্ঠচিত্তে এ কথা বলতে চাই যে, আজ বাংলাদেশে ওষুধশিল্পের যে অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছে-তার মূল প্রণোদন ও ভিত্তি হচ্ছে জাতীয় ওষুধনীতি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইতোমধ্যে আমি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অনেক কর্মসূচির সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত



হই। গণস্বাস্থ্যের কোনো কোনো কর্মসূচিতে যুক্ত ছিলেন অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া এবং অধ্যাপক আহমেদ কামাল।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে একটি দর্শনের ওপর। জাফর ভাইয়ের এ দর্শন ছিল এ দেশের অসংখ্য দরিদ্র জনগণের মধ্যে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান। তার আজীবন লালিত স্বপ্ন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছেন। আশি ও নব্বইয়ের দশকে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র বেশ কয়েকটি গণমুখী কার্যক্রম গ্রহণ এবং এ সংক্রান্ত সভা সেমিনারের আয়োজন করে। এ সব অনুষ্ঠানে আমার যোগদান করার সুযোগ হয়। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কার্যক্রমে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন ডা. আবুল কাশেম চৌধুরী- তিনি ছিলেন জাফর ভাইয়ের দক্ষিণহস্ত এবং অন্যতম প্রধান সহযোগী। অন্যজন নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন ডা: মোর্শেদ চৌধুরী। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের গণমুখী মডেল পৃথিবীর কোথাও কোথাও প্রবর্তন করা হয় এবং এর মধ্য দিয়ে জাফর ভাই দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে খ্যাতি ও পরিচিতি অর্জন করেন।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের পাশাপাশি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ড. মুহম্মদ ইউনূস প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংকের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। এ দু'টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানবসেবা। সারা বিশ্বে ড. ইউনূস যখন বহু সম্মানে ভূষিত ও সমাদৃত ঠিক তখনই তিনি নিজ দেশে অবহেলিত ও নিগৃহীত। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, একদিন তিনি তার স্বদেশে প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত হবেন। জাফরুল্লাহ চৌধুরীর ছোটভাই রাষ্ট্রদূত নাজিমউল্লাহ চৌধুরীর সাথেও আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনিও একজন সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

নব্বই দশকের শেষ দিকে ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী 'গণবিশ্ববিদ্যালয়' নামক একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের পূর্ণকালীন সদস্য। গণবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার সাথে আমি যুক্ত ছিলাম। তৎকালীন কমিশন চেয়ারম্যান 'গণবিশ্ববিদ্যালয়' নামটি গ্রহণ করতে চাননি; নামই একটি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। জাফরুল্লাহ ভাই এতে অসন্তুষ্ট হন। আমি জাফর ভাইয়ের পক্ষে 'গণবিশ্ববিদ্যালয়' নামেই অনুমোদন প্রদানের জন্য চেয়ারম্যানের ওপর চাপ সৃষ্টি করি। শেষ পর্যন্ত এর ইংরেজি নাম চবড়ঢ়ষব্রহ্ং টহরাবৎংরঃু নামে অনুমোদন প্রদানে তিনি সম্মত হন। এভাবেই গড়ে ওঠে জাফর ভাইয়ের স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়-গণবিশ্ববিদ্যালয়। ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরীর অবদান লিখে শেষ করার মতো নয়। তার প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ের অবতারণা করে আমি নিবন্ধ শেষ করব।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, সত্যানুসন্ধানী এবং অকুতোভয় কর্মবীর। ছিলেন দ্বিধাহীন স্পষ্টভাষী। তার এই পরিচয় আরো পরিস্ফুট তার জীবনের শেষপাদে। গত দশ বছরে তিনি আমাদের জাতীয় জীবনে আবির্ভূত হন একজন প্রতিবাদী মানুষ হিসেবে। এই প্রতিবাদ ছিল অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে। সমাজ পরিবর্তন এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জাতীয় আন্দোলনে জাফর ভাই নিজেকে উৎসর্গ করেন। নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্রের সপক্ষে তিনি ছিলেন অতিশয় সোচ্চার। তার এই সক্রিয় ভূমিকার জন্য নিজেও নির্যাতিত হয়েছেন। অন্যায় অবিচারের আন্দোলন সংগ্রামকারী যে কোনো সংগঠনের আহ্বানে তিনি সাড়া দিয়েছেন। এ সময় আমি নিজেও তার সাথে কোনো কোনো সভায় উপস্থিত থেকেছি এবং বক্তব্য রেখেছি। জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পরিবর্তনপ্রত্যাশী। আমার সাথে দেখা হলেই জাফর ভাই রাজনৈতিক পরিস্থিতি, পরিবর্তনের পথরেখা, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয়-ইত্যাদি বিষয়ে আমার সাথে মতবিনিময় করেছেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে তার প্রতিবাদী ভূমিকা তাকে একটি অনন্য অবস্থান প্রদান করে। পরিতাপের বিষয়- পরিবর্তনের যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তা হয়তো আসন্ন, তবে তা তিনি দেখে যেতে পারলেন না।

একটি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ টেনে এই রচনা শেষ করব। আজ থেকে বছর দুয়েক আগে তিনি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে আমি, অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ এবং কবি আবদুল হাই শিকদার জাফর ভাইয়ের বাসায় যাই। জাতীয় জীবনে তার অবদানের কথা মনে করিয়ে দিয়ে আমি বলি- 'জাফর ভাই আপনার আরো দীর্ঘদিন থাকতে হবে আমাদের মধ্যে', আমি আরো বললাম, 'এজন্যই বিদেশে গিয়ে আপনার কিডনি প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন।'

তিনি একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমার নাম ধরে বলে উঠলেন- 'আমরা কি সারাজীবন সর্বসাধারণের চিকিৎসার জন্য সংগ্রাম করিনি! আজ আমি কীভাবে বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা নেব!'

আমরা স্তব্ধ হয়ে রইলাম। আমাদের স্তব্ধতার মধ্য দিয়েই বাংলার এক মহীরুহ ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন অনিবার্য প্রস্থানের পথে।

লেখক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এবং সাবেক রাষ্ট্রদূত

কর্নাটকে মুসলমানদের রিজার্ভেশনে থাবা

মাসুম মুরাদাবাদী

কর্নাটকে বিধানসভার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হতেই রাজনৈতিক তৎপরতা বেগবান হয়েছে। কর্নাটক নির্বাচন এ হিসেবে বেশ গুরুত্ব বহন করছে যে, এর মাধ্যমে আগামী বছর অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনের দিক নির্ধারণ হবে। রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপি ও তার প্রতিপক্ষ কংগ্রেসের মধ্যে যুদ্ধের দামামা বেজে গেছে। কর্নাটকের নির্বাচনে জেতার জন্য বিজেপি আগেই সাম্প্রদায়িকতার কার্ড খেলে ফেলেছে। তারা রাজ্যের আদার্স ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস (ওবিসি) বা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী, মুসলমানদের বিগত ২৭ বছর ধরে অর্জিত রিজার্ভেশন বাতিল করার ঘোষণা দিয়েছে। বিজেপি যখনই নির্বাচনের ঘূর্ণিপাকে ফেঁসে যায়, তখনই তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো না কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিজেদের সাম্প্রদায়িক ভোটব্যাংককে শক্তিশালী করে।

খেয়াল করে দেখুন, কর্নাটক বিধানসভার নির্বাচন কাছে আসতেই সেখানে বিজেপির প্রাদেশিক সরকার অনগ্রসর মুসলমানদের জন্য বরাদ্দ, ৪ শতাংশ রিজার্ভেশন বন্ধ করে দিয়েছে। ২-বি ক্যাটাগরির এ ৪ শতাংশ রিজার্ভেশন মুসলমানদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বোক্কালিগ ও লিঙ্গায়েতদের মধ্যে ২ শতাংশ করে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, এ দু'টি শ্রেণী অর্থনৈতিক ও শিক্ষার দিক দিয়ে শক্তিশালী। আর আগে থেকেই রিজার্ভেশনের সুবিধা পেয়ে আসছে। এ সিদ্ধান্ত নিশ্চিতরূপে অর্থনৈতিক ও শিক্ষার দিক দিয়ে দুর্বল সেই মুসলমানদের মারাত্মকভাবে আঘাত করেছে, যারা বছরের পর বছর ধরে এ রিজার্ভেশন থেকে উপকৃত হচ্ছিল। বিজেপি মুসলিম রিজার্ভেশন বাতিল করার পক্ষে এ প্রমাণ পেশ করেছে যে, এটি সংবিধানবিরোধী ছিল। বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে, বিজেপি কর্নাটকে আগেও কয়েকবার ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু কখনোই তাদের কাছে এ রিজার্ভেশন বেআইনি মনে হয়নি। কিন্তু এখন যখন কর্নাটকে তাদের ক্ষমতা হুমকির মুখে পড়েছে, তখন তারা পূর্ণরূপে উগ্র হিন্দুত্ববাদ নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে।

সবাই জানেন, কর্নাটকে বিজেপি এ সিদ্ধান্ত এ জন্য নিয়েছে, যাতে তারা ওবিসি মুসলমানদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার মূল্যে আগামী নির্বাচনে হিন্দুত্ববাদের আধিপত্যের অ্যাজেন্ডায় রাজনৈতিক ফায়দা নিতে পারে। কর্নাটক দক্ষিণ ভারতের একমাত্র রাজ্য, যেখানে বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে। তারা সাম্প্রদায়িক বিষয়াবলিতে বাতাস দিয়েই এ ক্ষমতা অর্জন করেছে। আর তারা ক্রমাগত এমন বিষয়াবলিকে উসকে দিতে থাকে, মুসলমানদের ক্ষতি হওয়ার সাথে যার সম্পৃক্ততা রয়েছে। যেমন- হিজাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা, ক্রমাগত টিপু সুলতানের কীর্তিহনন, নামসর্বস্ব লাভ জিহাদ কিংবা মুসলমানদের রিজার্ভেশন বন্ধরূপে। এ সব কিছুর নেপথ্যে একটাই উদ্দেশ্য- যেকোনোভাবে মুসলমানদের মূল্যে ক্ষমতা অর্জন করতে হবে এবং দেশে বিদ্বেষের পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কর্নাটকে মুসলমানদের রিজার্ভেশন বন্ধের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, 'ধর্মের ভিত্তিতে প্রদত্ত রিজার্ভেশন সংবিধানবিরোধী ছিল। এ জন্য এটিকে বাতিল করে দেয়া হয়েছে।' আমরা আপনাদের জানিয়ে রাখি, এ রিজার্ভেশন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বীরাপ্পা মোয়েলি চালু করেছিলেন। এ কিসসা ২৭ বছরের পুরোনো। কিন্তু আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এখন উপলব্ধি করলেন, এ রিজার্ভেশন বেআইনি ছিল এবং এটি বন্ধ হওয়া খুব জরুরি। প্রাক্তন আইনমন্ত্রী ও সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র উকিল কপিল সিব্বল এক টুইটে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে কড়া প্রশ্ন করেছেন। তার বক্তব্য, ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি ও প্রোপাগান্ডা কি সংবিধানবিরোধী নয়? কপিল সিব্বল প্রশ্ন করেছেন, 'অমিত শাহ, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি সংবিধানের বিরোধিতা হলে, ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি, প্রোপাগান্ডা, বক্তব্য, অ্যাজেন্ডা ও কর্মসূচির ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? এটি কী সংবিধান পরিপন্থী নয়?' আমাদের জানা আছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কপিল সিব্বলের এই কড়া প্রশ্নের জবাব কখনোই দেবেন না। কেননা, তার পুরো রাজনীতিই সংবিধানবিরোধী সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলিমবিদ্বেষের ওপর টিকে আছে। যদি তিনি এটি পরিত্যাগ করেন, তাহলে তার আর কী থাকবে?

উল্লেখ্য, কর্নাটকে ওবিসি মুসলমানকে রিজার্ভেশন তাদের ধর্মের কারণে দেয়া হয়নি; বরং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার কারণে দেয়া হয়েছিল। রিজার্ভেশনের এই ক্যাটাগরিতে চম্পা রেড্ডি কমিশনের সুপারিশে তাদের অন্তর্ভুক্তি বাস্তবায়িত হয়েছিল। পরবর্তীতে সাচার কমিটির রিপোর্টও তার সত্যায়ন করেছিল। রাঙ্গানাথ মিশ্র কমিশন তো সংখ্যালঘুদের ১০ শতাংশ রিজার্ভেশন দেয়ার সুপারিশ করেছিল, যেখানে ৮ শতাংশ রিজার্ভেশন মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট করার কথা উল্লেখ ছিল। কিন্তু এখনো সেই সুপারিশমালা কার্যকর করা হয়নি। উল্টো যেসব অনগ্রসর মুসলমান ওবিসি ক্যাটাগরিতে রিজার্ভেশন পেয়েছিল, আজ সেটিকেই বাতিল করা ও মুসলমানদের একেবারে কোণঠাসা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কর্নাটক তার সর্বশেষ তাজা উদাহরণ। কর্নাটকে মুসলিম রিজার্ভেশন বাতিলের সিদ্ধান্ত ইন্দ্র সোহিনী মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিপক্ষে চলে যায়। ওই রায়ে বলা হয়েছে- রিজার্ভেশনের অধিকারী ক্যাটাগরির তালিকায় কোনো কমিউনিটির হ্রাস-বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে কমিশনের ডাটাভিত্তিক তথ্যের ওপর মনোযোগ দেয়া উচিত। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের এ স্পষ্ট নির্দেশনাকে উপেক্ষা করে এবং অনগ্রসর শ্রেণিবিষয়ক কর্নাটক স্টেট কমিশনের কোনো চূড়ান্ত সুপারিশ ব্যতিরেকে বিজেপি সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি মূলত বিজেপি সরকারের পক্ষ থেকে অনগ্রসর সম্প্রদায়কে পরিকল্পিতভাবে দুর্বল করা ও তাদের আরো অনগ্রসর বানানোর সাজানো ষড়যন্ত্র। এ কারণেই রিজার্ভেশনের রাজনীতি বিজেপির গলায় হাড্ডিতে পরিণত হয়েছে এবং উল্টো দিকে এর চাল চলছে।

বিজেপির দুমুখো নীতির কারণেই সম্প্রতি বানজারা গোষ্ঠী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ইয়াদি উরুপ্পার বাড়ির সামনে একত্র হয়ে প্রতিবাদ জানায়। মূলত রিজার্ভেশন সম্পর্কিত বিজেপির কপটচারিতামূলক পলিসির কারণে এক সাথে কয়েকটি রণাঙ্গনের পথ খুলে গেছে। এক দিকে যেখানে মুসলিম রিজার্ভেশন বন্ধ করার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রতিবাদ চলছে, অপরদিকে তখন দলিতদের রিজার্ভেশনকে চারটি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করার সুপারিশ বিজেপির গলার কাঁটা হতে চলেছে। এ কারণেই দলিত হিসেবে গণ্য, বানজারা গোষ্ঠী রাস্তায় নেমে এসেছে। তারা ইয়াদি উরুপ্পার বাড়ির সামনে শুধু বিজেপির পতাকাতেই আগুন লাগায়নি; বরং তারা সেখানে পাথরও নিক্ষেপ করে। রাজ্য বিধানসভার আগে বানজারা গোষ্ঠীর এ অসন্তোষের কারণে বিজেপিকে কড়া মূল্য দিতে হবে। কেননা, কর্নাটকে দলিতদের জনসংখ্যা ২০ শতাংশ, যা যেকোনো দলের খেলা উল্টে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। দলিতরা ১৫ শতাংশ রিজার্ভেশন পেয়ে আসছিল। গত বছর বিজেপি সরকার সেটি বাড়িয়ে ১৭ শতাংশ করে। এ সিদ্ধান্তে দলিতরা খুশি ছিল, কিন্তু গত ২৪ মার্চ দলিতদের জন্য বরাদ্দ রিজার্ভেশনকে অভ্যন্তরীণভাবে চার ভাগে বিভক্ত করে দেয়া হয়। আগের রিজার্ভেশন ব্যবস্থায় বানজারা গোষ্ঠী ১০ শতাংশ পর্যন্ত সুবিধা ভোগ করত। কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে রিজার্ভেশন বিভক্ত হওয়ার পর তাদের জন্য ৪.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে, যেটিকে তারা তাদের অধিকার হরণ মনে করছে। কর্নাটকে বিজেপি রিজার্ভেশনের ঘূর্ণিপাকে মারাত্মকভাবে আটকে গেছে।

মুম্বাই থেকে প্রকাশিত দৈনিক মুম্বাই
উর্দু নিউজ ২ এপ্রিল ২০২৩ থেকে ভাষান্তর ইমতিয়াজ বিন মাহতাব

লেখক: ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট





হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, **Autism, Autistic,** শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



- বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
- অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

জেএমসি'র জামাতে ১৫ হাজারোধিক মুসল্লী















জেএমসি'র জামাতে ১৫ হাজারোধিক মুসল্লী















(শেষের পাতার পর)

সর্বস্তরের নর-নারী ঈদের জামাতে অংশ নেন বলে সংশ্লিস্টরা জানান । খবর ইউএনএ'র ।

দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর রং বে রং এর বাহারী পোষাক পরে মুসলিম কমিউনিটি ঈদের জামাত শেষে একে অপরের সাথে কোলাকুলির মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন । এছাড়াও ফোনকল, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমেও ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন প্রবাসীরা । কেউ কেউ সপরিবারে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের বাসায় গিয়েও ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন । চমৎকার আবহাওয়ায় মৃদুমন্দ বাতাসে জেএমসি আয়োজিত টমাস এডিসন স্কুল মাঠের ঈদের জামাতের কর্মকান্ড শুরু হয় সকাল ৮টার দিকে । এই জামাতে ইমামতি এবং বিশেষ দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন জেএমসি'র ইমাম ও খতিব মওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ । ঈদের খুৎবা পাঠ করেন জেএমসি'র অন্যতম পচিালক ইমাম শামসে আলী । নামাজের আগে উপস্থিত মসল্লিদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্কের লে. গর্ভনর এস্তেনিও ডেগাডো, নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কন্সাল জেনারেল ড. মো. মুনিরুল ইসলাম, নিউ-ইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান ডেভিড ওয়েপ্রীন, ষ্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান অ্যালিসিয়া হ্যান্ডম্যান ও জেনিফার রাজকুমার, কুইন্স বুরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ডস, কুইন্স ডিষ্ট্রিক্ট এটর্নী মেলিন্ডা ক্যাটস, সিটি কাউন্সিলওম্যান নাতাশা উইলিয়াম, স্থানীয় কাউন্সিলম্যান জিম জিনারো, ডিষ্ট্রিক্ট জাজ সোমা সাঈদ প্রমুখ । এছাড়াও জেএমসি পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সভাপতি ডা. সিদ্দিকুর রহমান (ডিডিএস) ও ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ফার্মাসিস্ট মোহাম্মদ জায়েদুর রহমান । এই পর্ব পরিচালনা করেন জেএমসি'র সেক্রেটারী আবতাব মান্নান । জয়েন্ট সেক্রেটারী মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ইউএনএ প্রতিনিধিকে জানান, এবারের ঈদের জামাতে সর্বস্তরের ১৫ হাজারের অধিক দেশী-বিদেশী মুসলিম নর-নারী অংশ নিয়েছেন । এজন্য তিনি জেএমসি'র পক্ষ থেকে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ।

নিউইয়র্কের অন্যতম পুরনো মসজিদ ম্যানহাটানের মদিনা মসজিদ ভবন সংলগ্ন পার্কে ঈদের একটি জামাত হয় সকাল ৯টায় ।

নিউইয়র্কের অপর দুটি বড় ইসলামিক সেন্টারের মধ্যে ব্রুকলীনের বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টারে সকাল সাড়ে ৮টায় ঈদের একটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় । আর ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার জামে মসজিদের উদ্যোগে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় ২টি যথাক্রমে সকাল ৮টায়, সাড়ে ৯টায় । প্রথম জামাতে ইমামতি করেন মসজিদের ইমাম ও খতীব মাওলানা জুবাইর রাশিদ । দ্বিতীয় জামায়াতে ইমামতি করেন মোয়াজ্জেন মৌলভী নূরুল ইসলাম ।

আমেরিকা মুসলিম সেন্টার (এএমসি)-এর উদ্যোগে ঈদের ৩টি জামাত হয় । প্রথম জামাত হয় সকাল সাড়ে ৬টায় মসজিদ ভবনে । অপর দুই জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল সাড়ে ৯টা ও সকাল সাড়ে ১০টায় মসজিদের সামনের রুফজ কিং পার্কে । আরাফা ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল ৯টায় জ্যামাইকার সুজান বি এছুনী স্কুল মাঠে । মসজিদ মিশন সেন্টার (হাজী ক্যাম্প মসজিদ)-এর উদ্যোগে ঈদুল ফিতরের ৩টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় মসজিদের ভিতরে যথাক্রমে সকাল ৭টা, ৮টা ও সোয়া ৯টায় । এই জামাতে ইমামতি করেন যথাক্রমে ইমাম হাফেজ রফিকুল ইসলাম, হাফেজ তানভিরুল ইসলাম ও মওলানা মঞ্জুরুল করীম ।

এছাড়াও জ্যামাইকার দারুস সালাম মসজিদ-এর উদ্যোগে মসজিদ ভবনে ঈদের ৪টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল সাড়ে ৭টা, সকাল সাড়ে ৮টা, সাড়ে ৯টা ও সাড়ে ১০টায় । আসসাফা ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে ঈদের ৩টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল ৮টা, ৯টা ও সাড়ে ১০টায় ।

হলিস: জ্যামাইকার হলিস মুসলিম কমিউনিটি সেন্টারের উদ্যোগে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল সাড়ে ৮টায় স্থানীয় হলিস প্লে গ্রাউন্ডে ।

জ্যাকসন হাইটস: জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার এন্ড মসজিদের উদ্যাগে ২টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল সাড়ে ৮টায় এবং সকাল সাড়ে ১০টায় ৭৩ স্ট্রীটে রাস্তার উপরে । নিউইয়র্ক ঈদগাহ'র উদ্যোগে ঈদুল ফিতরের ৫টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় যথাক্রমে সকাল ৭টায়, ৮টায়, ৯টায়, ১০টায় এবং বেলা ১১টায় । মুনা সেন্টার অফ জ্যাকসন হাইটস-এর উদ্যোগে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় একটি সকাল সাড়ে ৮টায় হার্ট প্লে গ্রাউন্ডে । জেবিবিএ'র উদ্যোগে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল সাড়ে ৮টায় বাংলাদেশ স্ট্রীটে (৭৩ স্ট্রীট) ।

উডসাইড: বায়তুল জান্নাহ মসজিদের উদ্যোগে মসজিদ সংলগ্ন রাস্তায় ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় ২টি যথাক্রমে সকাল ৮টা ও ৯টায় ।

এস্টোরিয়া: এস্টোরিয়ার আল আমীন মসজিদের উদ্যোগে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল সাড়ে ৮টায় মসজিদ সংলগ্ন স্ট্রীটে । জামাতে নামাজের জন্য মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিলো ।

ওজনপার্ক: আল আমীন মসজিদে (ফরবেল স্ট্রীট) ঈদের একটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল ৮টায় । এতে বিপুল সংখ্যক নর-নারী ঈদেও নামাজ আদায় করেন । আল ফোরকান মসজিদের উদ্যোগে ঈদের ২টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল ৮টা ও ৯টায় ।

ব্রুকলীন: বায়তুল মামুর মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টারের উদ্যোগে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল সাড়ে ৮টায় ১০৩৩ গ্লেনমোর এভিনিউতে । মুনা সেন্টারে (২৩৩২ নিউব্রুক্লার্ক এভিনিউ) ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় একটি সকাল ৮টায় । বেলাল মসজিদের (১৪০৪ নিউব্রুক্লার্ক এভিনিউ) উদ্যোগে ঈদের ৩টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল ৭টা, ৮টা ও ৯টায় ।

লং আইল্যান্ড: নতুন প্রতিষ্ঠিত পোস্ট ওয়াশিংটন মসজিদের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল সাড়ে ১০টায়, ১১৮ হারবার রোড, পোষ্ট ওয়াশিংটন ঠিকানায় ।

নিউজার্সী: প্যাটারসনের মসজিদ আল ফেরদৌস সংলগ্ন পার্কিং লটে ঈদের একটি জামাত হয় সকাল সাড়ে ৮টায় ।

এছাড়াও নিউইয়র্কের উডসাইডের আবু হুরায়রা মসজিদ, ইষ্ট এলমহার্ষ্ট জামে মসজিদ এন্ড মুসলিম সেন্টার, বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার ইনক, এস্টোরিয়ার শাহজালার মসজিদ, ব্রঙ্কস মুসলিম সেন্টার, ব্রঙ্কস ইসলামিক কালচারাল সেন্টার মসজিদ বিলাল, শাহ জালাল দারুস সুন্নাহ, বাইতুল মামুর মসজিদ, বাফেলো মুসলিম সেন্টার (বিএমসি) সহ বিভিন্ন মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে ঈদের একাধিক জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা গেছে ।

অপরদিকে ওয়াশিংটন ডিসিসহ যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সী, কানেকটিকাট, ম্যারিল্যান্ড, পেনসেলভেনিয়া, ভার্জেনিয়া, ওয়াহিও, ফ্লোরিডা, ম্যাসেচুসেটস, নর্থ ক্যারোরিনা, সাউথ ক্যারোলিনা, জর্জিয়া, মিশিগান, ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস, এরিজোনা, নিউ হ্যামশায়ার, রোড আইল্যান্ড, ওয়াশিংটন, ইলিনয়, মিনেসোটা, আলাবামা, কানসাস, লুইজিয়ানা সহ প্রভৃতি স্টেটে ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে ।

যেসব সুবিধা পাবেন আবদুল হামিদ

(প্রথম পাতার পর)

পালন শেষে অজ সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নেবেন প্রেসিডেন্ট মো. আবদুল হামিদ। বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময়ের প্রেসিডেন্ট তিনি। এরপরই বাংলাদেশের ২২তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে সোমবার শপথ নেবেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সাবেক কমিশনার মো. সাহাবুদ্দিন। মো. সাহাবুদ্দিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার পর তাকে চেয়ারে বসিয়ে বঙ্গভবন থেকে বিদায় নেবেন আবদুল হামিদ।

একজন সাবেক প্রেসিডেন্ট কী কী সুবিধা পান, তা বলা হয়েছে প্রেসিডেন্টর অবসরভাতা, আনুতোষিক ও অন্যান্য সুবিধা আইনে। এই আইনের তথ্য বলছে, কোনো ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট পদে কমপক্ষে ছয় মাস দায়িত্ব পালন শেষে পদত্যাগ করলে অথবা মেয়াদ শেষ হলে মৃত্যুর আগপর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে সর্বশেষ যে মাসিক বেতন পেতেন, তার ৭৫ শতাংশ হারে মাসিক অবসরভাতা পাবেন। 'দি প্রেসিডেন্টস (রেমিউনারেশন অ্যান্ড প্রিভিলেজেস) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ (মে ২০১৬ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুযায়ী বর্তমানে প্রেসিডেন্টের মাসিক বেতন ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। এই হিসাবে অবসরের পর মো. আবদুল হামিদ মাসে ৯০ হাজার টাকা অবসরভাতা পাবেন।

আইনানুযায়ী, কোনো ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে অন্য কোনো চাকরি বা পদ হতে অবসরে গিয়ে অবসরভাতা গ্রহণ করলে তিনি ওই অবসরভাতা এবং প্রেসিডেন্টর অবসরভাতার মধ্যে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোনো একটি পাওয়ার যোগ্য হবেন। প্রেসিডেন্ট অবসরভাতা গ্রহণ করে মারা গেলে তাঁর বিধবা স্ত্রী অথবা ক্ষেত্রমতে বিপত্নীক স্বামী তাঁর প্রাপ্য অবসরভাতার দুই-তৃতীয়াংশ হারে আমৃত্যু মাসিক ভাতা পাবেন।

অবসরে যাওয়ার পর সাবেক প্রেসিডেন্ট হিসেবে একজন ব্যক্তিগত সহকারী এবং একজন অ্যাটেনডেন্ট (সাহায্যকারী) পাবেন আবদুল হামিদ। একজন মন্ত্রীর প্রাপ্য চিকিৎসাসুবিধার সমপরিমাণ চিকিৎসাসুবিধা পাবেন।

আবাসস্থলে একটি টেলিফোন সংযোগ, সাবেক প্রেসিডেন্ট হিসেবে একটি কূটনৈতিক পাসপোর্ট, দেশের ভেতর ভ্রমণকালে সরকারি সার্কিট হাউস বা রেস্টহাউসে বিনা ভাড়ায় থাকার সুবিধা পাবেন আবদুল হামিদ। তিনি দাপ্তরিক ব্যয়ও পাবেন, এর পরিমাণ সরকার নির্ধারণ করে দেবে।

কী কী কারণে একজন সাবেক প্রেসিডেন্ট অবসরভাতা ও অন্যান্য সুবিধা পাবেন না, তাও উল্লেখ আছে আইনে। এগুলো হলো প্রেসিডেন্ট পদে দায়িত্ব শেষে এমন কোনো দপ্তরে, আসনে, পদে বা মর্যাদায় দায়িত্ব পালন করে নির্ধারিত তহবিল (সংযুক্ত তহবিল) থেকে বেতন বা অন্য কোনো সুবিধা পেলে প্রেসিডেন্টের অবসরভাতা ও অন্যান্য সুবিধা পাওয়া যাবে না। অবসরভাতার প্রাধিকার পাওয়ার পর আদালতের মাধ্যমে নৈতিক স্খলনজনিত কোনো অপরাধের দায়ে দন্ডত হলেও ওই সব সুবিধা পাওয়া যাবে না। এ ছাড়া অসাংবিধানিক পন্থায় বা অবৈধ উপায়ে প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন বলে উচ্চ আদালত ঘোষণা করলেও সাবেক কোনো প্রেসিডেন্ট ওই সুবিধা পাবেন না।

আবদুল হামিদ প্রথম দফায় প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল। এরপর ২০১৮ সালের ২৪ এপ্রিল তিনি দ্বিতীয়বারের মত প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন। বাংলাদেশের আইনে দুই মেয়াদের বেশি কারও প্রেসিডেন্ট থাকার সুযোগও নেই।

বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী আবদুল হামিদ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ময়মনসিংহ-১৮ আসন থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য নির্বাচিত হন। সব মিলিয়ে সাতবার জাতীয় সংসদে কিশোরগঞ্জের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি। পালন করেছেন জাতীয় সংসদের স্পিকারের দায়িত্বও।

প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দিনের

(প্রথম পাতার পর)

করান জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। এ অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মন্ত্রিপরিষদ সদস্যসহ কয়েকশ বিশিষ্ট অতিথি। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন। এরপর শপথ নথিতে সই করেন নতুন প্রেসিডেন্ট মো. সাহাবুদ্দিন।

রাষ্ট্রপতির সচিব মো. জয়নাল আবেদীন গণমাধ্যমকে জানান, শপথ গ্রহণের পরপরই নতুন প্রেসিডেন্ট মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রেসিডেন্ট মো. আবদুল হামিদ আনুষ্ঠানিকভাবে চেয়ার বদল করেন।

দেশের ২১তম প্রেসিডেন্ট মো. আবদুল হামিদের স্থলাভিষিক্ত হন মুক্তিযোদ্ধা ও মাঠ পর্যায়ের রাজনীতিবিদ মো. সাহাবুদ্দিন। সাবেক প্রেসিডেন্ট মো. জিল্লুর রহমানের মৃত্যুর পর ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে ৪১ দিনসহ টানা দুই মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ১০ বছর ৪১ দিন অতিবাহিত করার পরে অবসরে যাচ্ছেন আবদুল হামিদ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নতুন প্রেসিডেন্টের স্ত্রী ড. রেবেকা সুলতানা ও ছেলে আরশাদ আদনান রনিসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা।

প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী, সংসদ সদস্য, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, রাজনৈতিক নেতা, তিন বাহিনীর প্রধান, কূটনীতিক, সম্পাদকসহ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক এবং পদস্থ বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ করবেন। এর আগে ২০২৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের ২২তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ৭৩ বছর বয়সী এই রাজনীতিবিদ। ১৯৪৯ সালের ১০ ডিসেম্বর পাবনা শহরের শিবরামপুরের জুবিলী ট্যাংক পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন মো. সাহাবুদ্দিন। তার ডাক নাম চুপ্পু। পিতা শরফুদ্দিন আনছারী, মাতা খায়রুন্নেসা। ১৯৭৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন এবং পরে এলএলবি ও বিসিএস (বিচার) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি।

তিনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক, পাবনা জেলা ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সভাপতি ছিলেন। জেলা বাকশালের যুগ্ম-সম্পাদক ও জেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

মো. সাহাবুদ্দিন ছেষট্টির ৬ দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি পাবনা জেলার আন্দোলন-সংগ্রামে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পর তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করেন। ওই সময় সামরিক শাসকদের রোষানলে তিন বছর জেল খাটেন ও অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হন।

মো. সাহাবুদ্দিন দৈনিক বাংলার বাণীতে সাংবাদিকতাও করেছেন। তার অনেক কলাম বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে ছাপা হয়েছে। কর্মজীবনে তিনি জেলা ও দায়রা জজ এবং দুদক কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক এবং বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে নিযুক্ত সমন্বয়কারী হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

মো. সাহাবুদ্দিন পরপর দুবার বিসিএস (বিচার) অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব নির্বাচিত হন। চাকরি থেকে অবসরের পর হাইকোর্টে আইন পেশায় নিযুক্ত হন। পরবর্তী সময়ে ২০০১ সালের নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা তদন্তে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দুদক কমিশনার হিসেবে পদ্মা সেতু প্রকল্পের বিরুদ্ধে ওঠা তথাকথিত দুর্নীতির ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় দৃঢ়তার পরিচয় দেন মো. সাহাবুদ্দিন।

সাবেক এই ছাত্রনেতা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

বঙ্গভবন ছেড়ে আবদুল হামিদ উঠবেন নিকুঞ্জের বাসায়

এদিকে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময়ের প্রেসিডেন্ট মো. আবদুল হামিদ দুই মেয়াদে টানা ১০ বছর দায়িত্ব পালন শেষে বঙ্গভবন ছেড়ে যাচ্ছেন। আজ সোমবার বেলা ১১টায় নতুন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের শপথ হয় বঙ্গভবনে। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানানো হয় প্রেসিডেন্ট আবদুল হামিদকে। দায়িত্ব হস্তান্তরের পর বঙ্গভবন ছেড়ে আবদুল হামিদ উঠবেন রাজধানীর নিকুঞ্জে তার নিজের বাড়িতে। আসবাবপত্রসহ সব সরঞ্জাম এরইমধ্যে সেই বাসায় ওঠানো শুরু হয়েছে।

১৯৯৬ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর নিকুঞ্জ-১ আবাসিক এলাকার দুই নম্বর সড়কে তিন কাঠা জমি পান আব্দুল হামিদ। ২০০০ সালের শেষ দিকে সেখানে বাড়ির কাজ ধরেন। কয়েক বছর কাজ শেষে তৈরি হয় তিনতলা বাড়ি।

রাষ্ট্রপতি প্রেস সচিব জয়নাল আবেদীন বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, 'মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ মেয়াদ শেষে নিকুঞ্জের বাসায় উঠবেন। নতুন প্রেসিডেন্টের শপথ অনুষ্ঠানের পর বঙ্গভবনে তার বিদায় অনুষ্ঠান হবে। এই অনুষ্ঠানের শেষে তাকে সর্বোচ্চ সম্মান ও রাষ্ট্রীয় প্রটোকল অনুযায়ী নিকুঞ্জের বাসায় নিয়ে যাওয়া হবে।'

নিকুঞ্জ-১ আবাসিক এলাকায় ইতোমধ্যে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। সেখানে বাইরের মানুষের প্রবেশাধিকার সীমিত করা হয়েছে। আবদুল হামিদকে বঙ্গভবনে আনুষ্ঠানিক বিদায় জানানো হবে, যা এর আগে আর কোনো প্রেসিডেন্ট পাননি।

খিলক্ষেত থানার পরিদর্শক (তদন্ত) এনামুল হক বলেন, 'আমাদের সব ধরনের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

নিয়ম অনুযায়ী শপথ অনুষ্ঠানের পর রাষ্ট্রপতিকে চেয়ারে বসিয়ে আনুষ্ঠানিকতা শেষ করবেন বিদায়ী প্রেসিডেন্ট। পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নতুন প্রেসিডেন্টকে পরিচয় করিয়ে দেবেন আব্দুল হামিদ। এরপর ক্রেডেনশিয়াল গ্রাউন্ডে তাকে গার্ড অব অনার এবং প্রধান ফটকে স্যালুট গার্ড দেবে প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ড রেজিমেন্ট।

অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে সাবেক প্রেসিডেন্টকে বহন করবে সাজানো একটি গাড়ি। বঙ্গভবনের সব কর্মকর্তারা দুই দলে ভাগ হয়ে গাড়ির সামনে দড়ি ধরে দাঁড়াবেন। তারপর গাড়ি সামনে অগ্রসর হবে।

বঙ্গভবনের ভেতরে সব কর্মকর্তা, কর্মচারী ও পিজিআর সদস্যরা ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে দেবেন এবং আবদুল হামিদ বঙ্গভবনকে বিদায় জানিয়ে একটি খোলা জিপে করে সেখান থেকে বের হবেন। গত মার্চে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় প্রেসিডেন্ট হামিদ তার অবসরে আড্ডা দিতে সাংবাদিকদের নিকুঞ্জের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখেন। সে সময় তিনি বলেন, মাঝে মধ্যে তিনি কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে পৈতৃক বাড়িতে গিয়ে সময় কাটাবেন। আর অবসরে আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খন্ড লেখার কাজ শেষ করবেন।

এবারের একুশে বইমেলায় আবদুল হামিদের 'আমার জীবননীতি আমার রাজনীতি' বইটি প্রকাশিত হয়, যেখানে তার শৈশব থেকে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী পর্যন্ত তথ্য এসেছে। এর পরের গল্প পাওয়া যাবে আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খন্ডে।



চিত্রে শোটাইম মিউজিক আয়োজিত বাংলা বর্ষবরণ-১৪৩০ ও ঈদ উৎসব-২০২৩

ছবি: নিহার সিদ্দিকী















প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

(প্রথম পাতার পর)

করছেন। অপরদিকে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার যুক্তরাষ্ট্র আগমন উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ বিমানমবন্দরে স্বাগত সমাবশে এবং পরবর্তীতে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেছে।

কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমন এক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসছেন, যখন মাত্র আট মাস পরে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন। নির্বাচন ঘিরে সরকারের সামনে যত চ্যালেঞ্জ রয়েছে তা সরকারের অর্জিত সাফল্য দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে। আর এই সাফল্যের পালকে অনেক আগেই যোগ হয়েছে পদ্মা সেতু। এই সেতুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিশ্বব্যাংকের নাম। একসময় পদ্মা সেতু বাংলাদেশের মানুষের কাছে স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্নেই শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিল বিশ্বব্যাংক। পরে সেই অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। শেখ হাসিনার সরকার নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছে। গোটা বিশ্ব তাঁর সরকারের এই সাফল্য দেখেছে। বিশ্বব্যাংকও তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে। আর এ কারণে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে উদযাপন করতে চায় বিশ্বব্যাংক। এ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশেষ সম্মাননা জানানো হবে বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে।

ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, ২৫ এপ্রিল মঙ্গলবার সরকারি সফরে জাপান যাবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেখান থেকে ২৮ এপ্রিল শুক্রবার বিকাল ৩টায় যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে আসবেন তিনি। তবে প্রধানমন্ত্রীর সফর ও অনুষ্ঠানসূচির বিষয়ে এখনো কিছু চূড়ান্ত কিছু জানা যায়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুক্তরাষ্ট্র আগমন উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আয়োজিত ২৮ এপ্রিল শুক্রবার বেলা ২টায় ওয়াশিংটনের ডালাস বিমানবন্দরে স্বাগত অভ্যর্থনা কর্মসূচী রয়েছে।

তবে দায়িত্বশীল সরকারী ও দলীয় সূত্র বলছে, আগামী ২৯ এপ্রিল শনিবার ওয়াশিংটন ডিসিতে আইএমএফ ডেলিগেশনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈঠকে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই বৈঠকে সংস্থাটি বাংলাদেশকে যে ঋণসুবিধা দিয়েছে সে বিষয়ে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে বলে জানা গেছে। ১ মে সোমবার সকাল ১০টায় বিশ্বব্যাংক সদর দপ্তরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এদিন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ বিশ্ব ব্যাংক ভবনের সামনে 'জয় বাংলা সমাবেশ'-এর কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

২ মে মঙ্গলবার ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ-আমেরিকা বিজনেস কাউন্সিলের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এদিন প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আয়োজিত প্রবাসী নাগরিক সংবর্ধনা হবে বিকেল ৫টায় ভার্জিনিয়ার রিজ-কার্লটন ম্যকলেন মিলনায়তনে। যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই হোটেলেই অবস্থান করবেন বলে জানা গেছে।

৩ মে বুধবার ওয়াশিংটনে একাধিক ইউএস কংগ্রেস সদস্যের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর।

৪ মে বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্যের লন্ডনের উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটন ডিসি ছেড়ে যাবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশের গত পাঁচ দশকের সম্পর্ক সবচেয়ে বড় ধাক্কা খায় পদ্মা সেতুর অর্থায়ন নিয়ে। পদ্মা সেতুতে ১২০ কোটি ডলার দেওয়ার কথা ছিল সংস্থাটির। কিন্তু দুর্নীতি হতে পারে, এমন অভিযোগ এনে ২০১১ সালে পদ্মা সেতু প্রকল্পের অর্থায়ন থেকে সরে দাঁড়ায় বিশ্বব্যাংক। এ নিয়ে সংস্থাটির সঙ্গে কয়েক বছর ধরে টানাপোড়েন চলে। তবে বিশ্বব্যাংক এ দেশে তাদের অন্যান্য উন্নয়ন কর্মসূচি অব্যাহত রাখে। এমন প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্রে আসছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে অংশীদারিমূলক কর্মসূচি লাখ লাখ বাংলাদেশীর জীবনকে উন্নত করেছে। অর্ধশতক সময়ের এই অংশীদারীত্ব উদ্ যাপন করছে বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংক।

সদ্য স্বাধীন দেশে ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারী বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা বাংলাদেশ সফরে আসেন। সে সময় তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেন। ম্যাকনামারার সফরের ছয় মাসের মধ্যেই ১৯৭২ সালের ১৭ আগস্ট বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের ১১৭তম সদস্য হয়।

গত কয়েক দশকে বিশ্বব্যাংক হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ উন্নয়ন সহযোগী। পাঁচ কোটি ডলার সহায়তা দিয়ে দেশের সঙ্গে সংস্থাটির যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে সংস্থাটির ১ হাজার ৬০০ কোটি ডলার সহায়তাপুষ্ট ৫৭টি প্রকল্প চলমান।

বছরের শেষে সুপার এল নিনো

(প্রথম পাতার পর)

তাপীয় অবস্থা। দেশের কোনো কোনো স্থানে উচ্চ তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করেছে। চলতি মৌসুমে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পাবনার ঈশ্বরদীতে ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পৌঁছেছে।

জলবায়ু বিজ্ঞানীরা বলছেন, এ বছরের শেষ দিকে প্রশান্ত মহাসাগরে একটি সুপার এল নিনো সংঘটিত হতে পারে। জলবায়ু বিজ্ঞানীদের পূর্বাভাস বাস্তবে পরিণত হলে সামনের বছর আরো উষ্ণতা ও খরা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। চলতি তাপপ্রবাহটি হয়তো চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সামনের দিনগুলোতে এ ধরনের খরা ও তীব্র তাপপ্রবাহ আরো বাড়তে পারে। বাংলাদেশের পুরো গ্রীষ্মকাল স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি শুষ্ক থাকতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির স্কুল অব সাসটেইনেবল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড দ্য বিল্ট এনভায়রনমেন্টের খন্ডকালীন প্রফেসর ড. রাশেদ চৌধুরী বলেন, 'একটি সুপার এল নিনো তৈরি হচ্ছে। এল নিনো কয়েক বছর পর ঘটে থাকে; কিন্তু সুপার এল নিনো সংঘটিত হওয়ার ঘটনা খুবই বিরল। তিনি বলেন, 'অতীতে কয়েকটি সুপার এল নিনো বছরে বাংলাদেশে দীর্ঘ অনাবৃষ্টি বা খরায় কেটেছে। ১৯৮২-৮৩, ১৯৯৭-৯৮ এবং ২০১৫-১৬ সালে বাংলাদেশ প্রচন্ড গরম ও অনাবৃষ্টির সম্মুখীন হয়েছে।' ড. রাশেদ চৌধুরী বলেন, চলতি এপ্রিল মাসে বাংলাদেশসহ এশিয়াজুড়েই মারাত্মক তাপপ্রবাহ চলার আশঙ্কা রয়েছে। এই তাপপ্রবাহের জন্য আকাশের অনেক উপর দিয়ে বয়ে চলা সঙ্কীর্ণ বা সরু বায়ু স্রোত বা জেট স্ট্রিমের ভূমিকা আছে। বিষুবরেখা থেকে উত্তর মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত তাপমাত্রার বিভিন্নতার জন্য এই জেট স্ট্রিমকে দায়ী করা হয়। গ্রীষ্মকালে তাপের তারতম্যও করে থাকে এই জেট স্ট্রিম। ড. রাশেদ চৌধুরী বলেন, ভবিষ্যতে এই ধরনের তাপপ্রবাহ মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন জেট স্ট্রিমকে প্রভাবিত করছে।

উল্লেখ্য, ভূপৃষ্ঠ থেকে আকাশের প্রায় ছয় হতে সাত মাইলের (১০ থেকে ১১ কিলোমিটার) মধ্যবর্তী জায়গায় এই জেট স্ট্রিম সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থায় প্রবাহিত হয়। ঘণ্টায় প্রায় ৪৫০ থেকে ৫০০ কিলোমিটার বেগে বয়ে চলা এই জেট স্ট্রিমের বড় প্রভাব রয়েছে আবহাওয়া এবং জলবায়ুর ওপর। বিজ্ঞানীরা বলছেন, জেট স্ট্রিম আবহাওয়াকে পরিচালিত করে। এটি উষ্ণ বায়ুমন্ডল ও শীতল বায়ু মন্ডলের মাঝখানে বাধা হিসেবে কাজ করে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঠান্ডা ও গরমের যে ভারসাম্য এতদিন ছিল তা পরিবর্তন হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে এটি বিষুবরেখা থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে সরে যেতে পারে। এটা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, বিষুবরেখা থেকে জেট স্ট্রিম সরে গেলে বিষুব অঞ্চলে আরো বেশি গরম ও খরা পড়বে।

ক্লাইমেট মডেলকে উদ্ধৃত করে ব্রিটেনের বিখ্যাত সংবাদপত্র গার্ডিয়ান বলেছে, 'চলতি বছর শেষের আগেই একটি সুপার এল নিনো সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এল নিনো প্রশান্ত মহাসাগরের উপরিভাগের উষ্ণতাকে বোঝায়। এই উষ্ণতাই পুরো পৃথিবীতে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। জলবায়ু মডেল অনুসারে চলতি বছরের শেষে প্রশান্ত মহাসাগরে সুপার এল নিনো সৃষ্টি হলে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী স্থানে এবং বিষুবীয় অঞ্চলে খুবই উষ্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ২০১৬ সালে সুপার এল নিনো সৃষ্টির কারণে বিশ্বব্যাপী উচ্চ তাপমাত্রার নতুন রেকর্ড গড়ে ওঠে।

এ ব্যাপারে অস্ট্রেলিয়ান জলবায়ু বিজ্ঞানীরা অবশ্য ভিন্নমত মত প্রকাশ করেছেন। তারা বলছেন, পূর্বাভাস সবসময় যেভাবে বলা হয়, সেভাবে করে বাস্তবে পরিণতি লাভ করে না। তারা বলছেন, চলতি বছরের শেষ নাগাদ সুপার এল নিনো সংঘটিত হওয়ার সুযোগ মাত্র ৫০ শতাংশ। বড় ধরনের এবং শক্তিশালী এল নিনো প্রতি ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে সংঘটিত হয়। গত ২০১৫-১৬ সালে একবার এল নিনো সংঘটিত হয়েছিল এবং চলতি ২০২৩ সালের মধ্যে আরেকটি এল নিনো সংগঠন হওয়ার সময় হয়নি।

যেসব ব্যবস্থা ধ্বংস করতে চায় রাশিয়া

ঢাকা ডেস্ক, ২২ এপ্রিল : ইউরোপের যোগাযোগব্যবস্থা ধ্বংসের পাঁয়তারা করছে রাশিয়া। উত্তর সাগরের তলদেশ দিয়ে যাওয়া যোগাযোগ ক্যাবল নষ্ট করতে মাছ ধরার ট্রলার ও গবেষণা জাহাজের ছদ্মবেশে গুপ্তচর জাহাজ মোতায়েন করেছে রাশিয়া।

বৃহস্পতিবার এমনটাই অভিযোগ করেছে ইউরোপের দেশগুলো। বিবিসি, ইন্ডিপেনডেন্টসহ একাধিক ইউরোপীয় সংবাদমাধ্যম এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

ইউক্রেনে 'বিশেষ সামরিক অভিযান' শুরুর পর থেকেই ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্কে ফাটল ধরে রাশিয়ার। তার ধারাবাহিকতায় ইউরোপের অধিকাংশ দেশই রাশিয়ার বিরুদ্ধে নানাবিধ নিষেধাজ্ঞা, অবরোধ আরোপ করেছে। তার দেশগুলো মস্কোর বিরুদ্ধে ইউরোপের যোগাযোগব্যবস্থা ধ্বংসের গুরুতর অভিযোগ এনেছে।

ইউরোপভিত্তিক বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, উত্তর সাগরে ইউরোপের দেশগুলোর যোগাযোগব্যবস্থা ধ্বংসের পাঁয়তারা করছে রাশিয়া। সাগরের তলদেশ দিয়ে যাওয়া যোগাযোগব্যবস্থার ক্যাবল ধ্বংস করতে মস্কো নাশকতার পরিকল্পনা করছে। এসব ক্যাবল নষ্ট করতে রাশিয়া গোয়েন্দা জাহাজ বহর মোতায়েন করেছে বলেও দাবি করেছে সংবাদমাধ্যমগুলো।

সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে বলা হয়, রুশ গুপ্তচর জাহাজের বহরটি মাছ ধরার ট্রলার, এবং গবেষণা জাহাজের ছদ্মবেশে উত্তর সাগরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এসব জাহাজ পানির নিচে নজরদারি সরঞ্জাম বহন করে সম্ভাব্য নাশকতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সব স্থানের ম্যাপ তৈরি করছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, রাশিয়ার জাহাজগুলো এ পরিকল্পনা অংশ হিসেবে যুক্তরাজ্যের জলসীমার আশেপাশে চলাফেরা করছে এবং এ ব্যাপারে ব্রিটিশ কর্মকর্তারা অবগত রয়েছেন।

ডেনমার্কের গোয়েন্দা কর্মকর্তার বরাত দিয়ে দেশটির একটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে পরিপূর্ণ সংঘর্ষ বেধে যাওয়ার আশঙ্কায় এ নাশকতার পরিকল্পনা প্রস্তুত রাখছে মস্কো।

নরওয়ের গোয়েন্দা প্রধানের বরাত দিয়ে দেশটির সম্প্রচারমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, নাশকতার জন্য মূল এলাকাগুলোর ম্যাপ তৈরির কাজটি রাশিয়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সরাসরি মস্কোর নিয়ন্ত্রণেই এ কাজ পরিচালিত হচ্ছে।

তবে পশ্চিমা গণমাধ্যমে প্রকাশিত এসব প্রতিবেদনের বিষয়ে এখনও মুখ খোলেনি রাশিয়া।

দিনে ৫বার লাউডস্পিকারেই

(প্রথম পাতার পর)

মাত্র রমজান মাসের জন্যই এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক শহরেই লাউডস্পিকারের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। খুব ভোরে বা রাতে লাউডস্পিকারের ব্যবহার করা যায় না। নিয়ম অনুযায়ী, সকাল ৭টার আগে এবং রাত ১০টার পরে ব্যবহার করা যাবে না লাউডস্পিকার। এ নিয়মের কারণে দিনের প্রথম আজান লাউডস্পিকারে বাজাতে পারে না মসজিদগুলো। এবার থেকে বদলাতে চলেছে সেই নিয়ম, এমনটাই জানিয়েছে মিনেপোলিস প্রশাসন।

নগর প্রশাসনের একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, 'ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় রাখা মিনেপোলিসের অন্যতম প্রধান আদর্শ।'

তিন বছর আগে থেকেই নতুন নির্দেশ দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল মিনেপোলিস প্রশাসন। পরীক্ষামূলকভাবে একটি মসজিদে দিনে পাঁচবার লাউডস্পিকার বাজানো শুরু হয়। সাধারণ মানুষের সুবিধা-অসুবিধা খতিয়ে দেখতেই ওই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। তবে এতে আপত্তি করেননি অমুসলিমরা। বরং তারা বলছে, আজানের ধ্বনি শুনতে আপত্তি নেই। সূত্র: সংবাদ প্রতিদিন

স্কুল বাসের চাপায় জুয়েল রানার মৃত্যু

(প্রথম পাতার পর)

বিভাগেই জুয়েল শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করে বলে পুলিশ বিভাগের তদন্ত কর্মকর্তারা উল্লেখ করেন। তদন্ত কর্মকর্তারা আশপাশের সিসিটিভি পরীক্ষার পর জুয়েলের ঘনিষ্ঠজনদের জানিয়েছেন যে, বাসটি গ্রীণ লাইট অতিক্রম করছিল। অপরদিকে জুয়েল রেড লাইটে ছিলেন। পুলিশের মতে মৃত্যুর জন্যে জুয়েলই দায়ী। তবে জুয়েলের ঘনিষ্ঠজনেরা তা মানতে রাজি নন। তারা আইনী লড়াই চালাবেন।

অপরদিকে, অকুস্থলেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ৫৪ বছর বয়েসী ঘাতক বাস ড্রাইভার। পরবর্তীতে তাকে পরীক্ষা করা হয়, তিনি নেশাগ্রস্ত ছিলেন কিনা। পরীক্ষার রিপোর্ট তাৎক্ষণিকভাবে জানায়নি পুলিশ।

মুন্সিগঞ্জ জেলা সদরের বাংলা বাজার এলাকার জজ মিয়ার সন্তান জুয়েলের এক শিশু পুত্র ও কন্যা, স্ত্রী এবং মা-বাবা-ভাই-বোন রয়েছেন দেশে। ৭ মাস আগে দালালকে ১৫ লাখ টাকা দিয়ে ট্যুরিস্ট ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন ৪৩ বছর বয়সী জুয়েল রানা।

মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি শাহাদৎ হোসেন শুক্রবার সন্ধ্যায় জানান, ঘাতক বাস এবং তার ড্রাইভারের বিরুদ্ধে মামলার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এছাড়া ময়নাতদন্তের পর জুয়েলের লাশ পাওয়া গেলেই বাংলাদেশে তার স্বজনের কাছে পাঠানো হবে। এজন্য চলছে প্রস্তুতি।

এ ব্যাপারে এটর্নি মঈন চৌধুরী জানান, জুয়েল রানার মৃত্যুর তদন্ত সাপেক্ষে আমরা যথাযথ পদক্ষেপ নেবো। ক্ষতিপূরণ আদায়ের চেষ্টাও করা হবে।

জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে আসার আগে জুয়েল ঢাকার গুলিস্তান এলাকার একটি মোবাইল মেরামত-দোকানে মেকানিক্স ছিলেন। নিউইয়র্কে একটি স্টোরের কাজের পাশাপাশি ডেলিভারিম্যানেরও কাজ নিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, গত ৭ বছরে নিউইয়র্ক সিটিতে কমপক্ষে ৮জন বাংলাদেশী ডেলিভারিম্যানের প্রাণ গেছে গাড়ির ধাক্কায় কিংবা দুর্বৃত্তের হাতে।

এদিকে বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী রোববার এই প্রতিনিধিকে জানান, জুয়েল রানার মরদেহ মর্গে রয়েছে। সোমবার (২৪ এপ্রিল) বিকেলে তার মরদেহ হস্তান্তর হবে বলে আশা করছি। পরবর্তীতে তার নামাজে জানাজা শেষে মঙ্গলবার রাতের কোন ফ্লাইটে তার মরদেহ বাংলাদেশে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর সমিতি ইউএস'র সভাপতি মির্জা মনিরুজ্জামান শামীম ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান মিন্টু জানান, আমরা জুয়েল রানার সর্বশেষ খোঁজ খবর রাখছি। তার মরদেহ দেশে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। এজন্য অর্থ সংগ্রহও চলছে।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের এই ইন্টারসেকশনটি ২০১৪ সাল থেকেই মরণফাঁদ হিসেবে চিহ্নিত। সিটির সড়ক দুর্ঘটনা নিবন্ধনকারী সংস্থা ক্র্যাশমেপার সূত্রে প্রকাশ বিগত তিন বছরে এখানে ১০৩টি গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটেছে। এতে ১০ জন সাইকেল-চালকসহ আহত হয়েছেন ৪৭ জন। এরমধ্যে পথচারী ছিলেন ৪ জন। ওই দুর্ঘটনার সময় গাড়ির প্যাসেঞ্জার আহত হয়েছেন ৩৩ জন।

আজানের ধ্বনিতে মুগ্ধ ফিলিপিনো টিকটকারের

(প্রথম পাতার পর)

আরব আমিরাতের দুবাইয়ে বসবাসকারী এই সেলিব্রিটি আগের নাম বদলে এখন নিজের নাম দিয়েছেন জায়নাব। খবর খালিজ টাইমস ও ডেইলি জংগ।

প্রসিদ্ধ এ টিকটকারের ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম নানা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেসবে বলা হয়েছে, রমজানের প্রথম সপ্তাহে দুবাইয়ের সাতওয়া ইসলামিক ইনফরমেশন সেন্টারে জায়নাব আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামে প্রবেশ করেন।

সূত্র জানায়, আট বছর আগে ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলার এই নাগরিক দুবাইয়ে পাড়ি জমান এবং সেখানের মসজিদগুলোতে পাঁচ ওয়াক্ত আজান তাকে ইসলামের প্রতি প্রভাবিত করে তোলে।

নিজের ইসলাম গ্রহণের অনুভূতি জানিয়ে নওমুসলিমা জায়নাব বলেন, 'আসলে আমি যখনই আজান শুনি, তখনই আমার ভিন্নরকমের প্রশান্তি অনুভূত হয়। সত্যি হলো- আমার আজানের কিছু শব্দও মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। এর মাধ্যমেই আমার মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে জানাশোনার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।'

তিনি আরো বলেন, আমার এই সিদ্ধান্তে পরিবারও খুশি। আর ইসলাম গ্রহণে আমাকে কেউ বাধ্য করেনি। আমি স্বেচ্ছায় ইসলামে প্রবেশ করেছি।

খালিজ টাইমস জানায়, বর্তমানে জায়নাব সাতওয়া ইসলামিক ইনফরমেশন সেন্টারের অনলাইন ক্লাসে অংশ নিয়ে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করছেন। একই সাথে মুখস্থ করছেন কুরআনে কারিমের বেশকিছু সূরা। তার আশা- এক মাসের মধ্যেই এই কোর্স সম্পন্ন করতে পারবেন।

ফিয়োনা জেমসের টিকটক অ্যাকাউন্টে প্রায় ০.৮ মিলিয়ন ফলোয়ার রয়েছে। তার ইসলাম গ্রহণে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানি টিকটকার সালমান। সালমান ফিয়োনাকে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবেন বলে জানিয়েছেন। সালমানের টিকটক ফলোয়ার ২০ লাখ।

ভারত সফরে যাচ্ছেন

(প্রথম পাতার পর)

'জি২০ লিডার্স সামিট'-এর আসরে হাজির থাকতে ভারত আসছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন।

সংবাদমাধ্যমটি বলছে, ভারতের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শনিবার এমনটাই জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ডোনাল্ড লু। ঝানু এই আমেরিকান কর্মকর্তার মতে, ভারত-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নয়া যুগের সূচনা করতে চলেছে ২০২৩ সাল। তারই প্রথম প্রকাশ ঘটতে পারে সেপ্টেম্বরে জি২০ লিডার্স সামিটে। সেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি একই মঞ্চে উপস্থিত থাকতে চলেছেন বাইডেন।

এ বিষয়ে ডোনাল্ড লু আরও বলেন, আমি জানি, আমাদের প্রেসিডেন্ট সেপ্টেম্বরে ভারত সফরে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। জি২০ লিডার্স সামিটে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে এটাই তার প্রথম ভারত সফর হতে চলেছে।

আগামী দিনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে যা হতে যাচ্ছে, সেটা ভেবে আমরা এখনই রোমাঞ্চ অনুভব করছি বলেও মন্তব্য করেন কূটনীতিক ডোনাল্ড লু।

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

VIVID MORTGAGES® INC.

Crystal Clear Loans®

আপনার স্বপ্নের বাড়ি



ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি **NMLS# 244341**

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

VIVIDMORTGAGES

YOUR DREAM HOUSE



No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment
as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35 Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserved

আরেকটি ধোঁকাবাজির সংসদ নির্বাচন

আবুল কালাম মানিক

বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের স্বীকৃতি কোনোভাবেই নির্বাচন কমিশনের দাবির ওপর নির্ভর করে না। এটি মূলত নির্ভর করে নির্বাচন পর্যবেক্ষক, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ ও বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর স্বীকৃতির ওপর। বাস্তবতার নিরিখে অনেক সময় সমসুযোগের ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। তবে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের অভিন্ন দাবি সত্ত্বেও ২০১৪ ও ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেশে-বিদেশে স্বীকৃতি কিংবা বৈধতা কোনোটিই পায়নি। এটি নিঃসন্দেহে বলা যায়, রাজনৈতিক সমঝোতা ছাড়া আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনও একই পরিণতি লাভ করবে। শেষ পর্যন্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার হাবিবুল আওয়াল এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলেই আমরা বিশ্বাস করতে চাই। তবে আশার কথা, তিনি নির্বাচনকেন্দ্রিক বিবাদ ও বিতর্ককে রাজনৈতিক সঙ্কট হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'নির্বাচনে যদি বড় দলগুলো একবারেই অংশগ্রহণ করল না, নির্বাচনের লিগ্যালিটি নিয়ে কোনো সঙ্কট হবে না। কিন্তু লেজিটিমেসি শূন্যের কোটায় চলে যেতে পারে।' তিনি রাজনৈতিক দলগুলোকে আহ্বান জানিয়েছেন তারা যেন সংলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক সঙ্কট সমাধান করে ভোটের পরিবেশ তৈরি করে দেয়। তার এই আবেদনই প্রমাণ করে রাজনৈতিক সমঝোতা ছাড়া সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও বৈধ নির্বাচন অনুষ্ঠান কমিশনের সাধ্যের অতীত।

তবে নির্মম বাস্তবতা এই যে, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন অতীতের সব একতরফা, বিতর্কিত ও জালিয়াতির নির্বাচনের নির্লজ্জ সাফাই গেয়েছে। আউয়াল কমিশন তার ব্যতিক্রম কিছু একটা জাতিকে উপহার দেবে এমনটি কল্পনা করা নিতান্তই কষ্টকর। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার প্রতিবেদনে বাংলাদেশে ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা আবারো প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, যে নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনা ও তার আওয়ামী লীগ উর্পযুপরি তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসীন হয়েছে তা মোটেও অবাধ ও সুষ্ঠু ছিল না। দিবা-নিশির কলঙ্কিত নির্বাচন প্রসঙ্গটি এমন সময়ে আবারো সামনে এলো যখন আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র জনমনে ক্রমেই সন্দেহ, সংশয় ও আতঙ্ক দানা বাঁধছে। আসন্ন সংসদ নির্বাচন প্রশ্নে সরকারি দলের শীর্ষ নেতাদের আস্ফালন ও হুমকির বিপরীতে আন্দোলনরত প্রধান বিরোধী দল বিএনপিও কঠোর অবস্থান ঘোষণা করেছে। বিএনপি এমনকি নির্বাচন কমিশনের সাথে আলোচনার প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে। এতে সংলাপ-সমঝোতার মাধ্যমে অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষীণ আশাও ক্রমেই তিরোহিত হয়ে যাচ্ছে।

এটি স্বতঃসিদ্ধ যে, নির্বাচন সংক্রান্ত বর্তমান···বিরোধ···পরিপূর্ণ···রাজনৈতিক সঙ্কট। পারস্পরিক আস্থা, সংলাপ ও সমঝোতাই তার একমাত্র সমাধান। চতুরতা, একগুয়েমি কিংবা বল প্রয়োগে এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই। সংবিধান ও আইনের দোহাই দিয়ে জালিয়াতির নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেষ্টা সঙ্কট আরো ঘনীভূত করবে। অতীতে এমনিতর পরিস্থিতিতে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের হঠকারিতায় জানমালের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। দেশের মানুষ আজো তার রেশ টানছে। চলমান ঘটনাপ্রবাহে প্রতীয়মান হচ্ছে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নির্মম এই বাস্তবতায় মোটেও বিশ্বাসী নয়। বাস্তবতা কিছুটা উপলব্ধি করলেও নির্বাচন কমিশন এতে বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন নয়। জনগণের ভোটাধিকার হরণের পাশাপাশি গণতন্ত্রের পতন ও স্বৈরতন্ত্রের উত্থানে সরকার ও নির্বাচন কমিশন মোটেও বিচলিত নয়। তারা উভয়েই সংবিধান ও আইন-কানুনের দোহাই দিয়ে দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আওয়ামী লীগ নির্বাচন কমিশনের কাঁধে বন্দুক রেখে জালিয়াতির নির্বাচনের মাধ্যমে টানা চতুর্থবার ক্ষমতা কুক্ষিগত করার মহা-পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। সরকারের এই অশুভ পরিকল্পনায় সায় দিতে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করছে আউয়াল কমিশন। অতীতের ব্যর্থ ও গণধিকৃত কমিশনগুলোর পদাঙ্কই অনুসরণ করছে তারা। রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য সরকারের ওপর কাক্সিক্ষত চাপ প্রয়োগে কমিশনারদের অনীহা আরেকটি অশুভ নির্বাচনেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

নির্বাচন কমিশনের অব্যাহত ব্যর্থতায় বাংলাদেশের নির্বাচনে সরকারি দলের নিরন্তর বিজয় এবং বিরোধী দলের স্থায়ী পরাজয় একটি রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারই সুবাদে জাতীয় সংসদ থেকে দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপির নির্বাসন ত্বরান্বিত হয়েছে বেশ আগে। এখন নতুন করে শুরু হয়েছে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁবেদার বিরোধী দলীয় প্রার্থী সংগ্রহের কাজ।

চলমান গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ওপর পূর্বনির্ধারিত ফলাফলের একটি সংসদ নির্বাচন করার আয়োজন সম্পন্ন করা হচ্ছে। এই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন সরকারের পুনঃবিজয় অবধারিত। বাংলাদেশের ইতিহাসে নির্দলীয়-নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া কোনো কমিশনই গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু প্রধান নির্বাচন কমিশনার হাবিবুল আউয়াল ও তার সহযোগীরা এই ঐতিহাসিক বাস্তবতা পাশ কাটিয়ে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নীতি-নৈতিকতা ও বিবেক বিসর্জন দিয়ে তারা সরকারকে বিপজ্জনক পথে হাঁটতে কার্যকর সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন।

নিকট অতীতে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দু'টি একতরফা ও বিতর্কিত জাতীয় নির্বাচনের কলঙ্ক কমিশনাদের বিবেকে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করেনি। তাদের ভাবভঙ্গি, কথাবার্তা ও সার্বিক কর্মকাণ্ড স্পষ্ট আভাস দিচ্ছে, তারা দেশবাসীকে আওয়ামী লীগের ভাষায় একটি 'নিউ মডেল' জাতীয় নির্বাচন উপহার দিতে উদগ্রীব। আউয়াল কমিশনের প্রযোজনায় সম্পতি ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের উপনির্বাচনে কাক্সিক্ষত মডেলটির একটি মহড়াও হয়ে গেছে। এতে প্রধান বিরোধী দল বিএনপিকে উপহাসের নিমিত্তে বিতর্কিত এক স্বতন্ত্র প্রার্থীকে মাঠে হাজির করা হয়। সব যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে হাওয়া করে দেয়া হয়। নামমাত্র ভোটারের অংশগ্রহণে এবং সরকারি দল আওয়ামী লীগের সমর্থনে ওই স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিজয় নিশ্চিত করা হয়। অনেকে ব্যঙ্গ করে নির্বাচনটিকে 'ছাত্তার মডেল' হিসেবে অবহিত করেছে। কিন্তু আউয়াল কমিশন চোখ বন্ধ করে নির্বাচনের নামে এই প্রহসন মেনে নিয়েছে।

আরেকটি কলঙ্কিত ও অশুভ জাতীয় নির্বাচন পরিহারের একমাত্র উপায় হলো বৃহত্তর রাজনৈতিক সমঝোতা। আসন্ন নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য এই সমঝোতার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু বিবদমান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতার উদ্যোগ নিতে কমিশনের অনীহা প্রমাণ করে, তারা জনগণের অধিকার সুরক্ষায় বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নিতে রাজি নন। কমিশন সরকারের প্রত্যাশা পূরণে অধিক যত্নশীল। পূর্ববর্তী কমিশনগুলোর মতো তারাও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতে সাংবিধানিক অঙ্গীকার রক্ষায় চরমভাবে উদাসীন। তাদের আচরণে সরকারি দলের নীতিনির্ধারকরা শতভাগ আশ্বস্ত যে, আগামীতে একটি নিউ মডেল নির্বাচন উপহার দিতে আউয়াল কমিশনের তেমন বেগ পেতে হবে না। অতি সম্প্রতি সরকারপন্থীরা দেশের সবরোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে কাক্সিক্ষত নিউ মডেলটির একটি প্রায়োগিক প্রদর্শনী মঞ্চস্থ করেছে। পুলিশ বেষ্টনীর এক তরফা নির্বাচনে তুমুল প্রতিবাদ, হাঙ্গামা ও ধস্তাধস্তির মধ্য দিয়ে সবকটি পদ সরকারপন্থী আওয়ামী লীগ প্যানেল দখল করে নিয়েছে। দেশের জ্যেষ্ঠ আইনজীবীরা এটিকে নজির-বিহীন লজ্জা হিসেবে আখ্যায়িত করলেও নতুন এই মডেলটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

এই নির্বাচনে পুলিশের একপেশে (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)



রাসূলুল্লাহ সা. মক্কা শরীফ হতে হিজরত করে যখন মদিনা শরীফ পৌঁছলেন তখন মদিনাবাসী নওরোজ' ও 'মেহেরজান' নামে দু'টি আনন্দ দিবস উদযাপন করতো। ওই দিবসে তারা শুধু খেলাধুলা, আমোদ-ফুর্তি করতো। হযরত আনাস রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুললাহ সা. জিজ্ঞেস করলেন এ দু'দিনের কী তাৎপর্য আছে? মদিনাবাসীগণ উত্তর দিলেন : আমরা জাহেলী যুগে এ দু'দিনে খেলাধুলা করতাম। তখন তিনি বললেন : 'আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ দু দিনের পরিবর্তে তোমাদের এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দু'টো দিন দিয়েছেন। তা হল ঈদুল আদ্বহা ও ঈদুল ফিতর।' [সুনান আবু দাউদ : ১১৩৪]।

ঈদ মোবারক

একমাস সিয়াম সাধনার পর অনাবিল আনন্দ নিয়ে ঈদুল ফিতর আমাদের মাঝে উপস্থিত। পবিত্র ঈদ ত্যাগ, ভাতৃত্ব ও সহনশীলতার এক অনুপম পুরস্কার। ঈদ আমাদের মাঝে শান্তি ও সৌহার্দ্রের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। ঈদুল ফিতরে গোটা মুসলিম উম্মাহ্ তথা বিশ্ববাসীর জন্য শুভেচ্ছা জানাই।



বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ
প্রেসিডেন্ট এণ্ড সিইও
বাংলা সিডিপ্যাপ এণ্ড অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্
ভয়া বাংলাদেশ ইনক্
আবু জাফর মাহমুদ ফাউন্ডেশন
netlake111@gmail.com +1 646 769 0966

BANGLA CDPAP SERVICES
www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com

বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ইনক্
অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্

ALEGRA® HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
www.alegracare.com
888-212-3237
info@alegracare.com

সাহিত্য সাময়িকী

বসন্ত বাতাসে কবিতার রেণুরা

(অগ্রজ কবি ইকবাল হাসান স্মরণ)

ফারুক ফয়সল

বসন্তের বাতাসে কবিতার রেণুরা উড়ে বেড়ায়
বসন্ত বাতাসে প্রেম-কথারা ঘুরে ঘুরে আসে যায়
কবিতার মাস এপ্রিলে কবি ও কবিতা জেগে ওঠে
শব্দমালা শরীরে নানা রঙ মেখে বাসন্তী গীত গায়

এভাবেই-
ফুলে ফুলে মধুর সঞ্চয়ে
প্রজাপতির পাখায় পাখায়
মৌমাছিদের গুঞ্জরণে
পরাগায়ন সম্পন্ন হয় ।

ফলবতী বৃক্ষের শাখা নুয়ে যায় ফলভারে
বৈশাখী হাওয়া গ্রীষ্মকে আবাহন করে
জানালা গলিয়ে দৃষ্টি ছড়ালেই থান্ডার বে'র নীলাকাশ ।
তোমার অক্ষিযুগলকে বেঁধে রাখে ঘোর লাগা সবুজ,
যেন সূর্য বুকে নিয়ে বাংলাদেশ শুয়ে আছে তোমার চোখে!
তবু তুমি ধানসিঁড়ি নদীতীরের ভেজা হাওয়ায় ভেসে ভেসে
প্রিয়জনদের উদ্গত অশ্রুর ভেতরে, চেরি ফুল বিলিয়ে গেলে রিচমন্ড হিলে!

আমি জানি, নায়াগ্রা আমাদের অন্তর্গত বেদনাকে রাখবে লুকিয়ে!
তোমাকে মনে করে দীর্ঘশ্বাস ঝরাবে কবিতাপ্রেমী তরুণ-তরুণী ।
ঢাকা, কলকাতা, নিউইয়র্ক ও টরেন্টোর বাঙালী পাড়া কবিতায় সরব হলে,
লেক অন্টারিওর জলের প্রবাহ ঠিক পৌঁছে দেবে তোমার কবিতা আমার কানে ।

তুমি অ্যালোভেরা গোত্রের

মাহফুজুর রহমান সৌরভ

কয়েক ফোঁটা খামখেয়ালি জল
ত্রিভুজাকার সুরঙ্গপথে রণনৈপুণ্য
শিকড় বন্ধনায় আড়ে- বহরে বেড়ে ওঠে
স্বভাবে তুমি অ্যালোভেরা গোত্রের;
যেমন ভগবান বিষ্ণুর নাভির ভেতর থেকে
পদ্মের জন্ম আর ব্রহ্মা এর কেন্দ্রে বসে থাকেন
ঠিক তেমনি খামখেয়ালি জল
সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে
বৃন্দাবনে দেবী বিরিন্দাই তুলসী পাতা
ঠিক তেমনি তুমি খামখেয়ালি জল পেয়ে
জলগ্রাহী বিশ্বব্রহ্মান্ড হয়ে উঠো ।

সোনালি ডানা মুক্ত করেছি

আবু আফজাল সালেহ

একটি স্বপ্ন আসে
গান বের করে
দক্ষিণে সূর্য, উত্তরে বায়ু
পাহাড়ি ফুলগুলি টিলা হতে সমুদ্রের দিকে
ছুটে যায় ।

পায়ের নিচে স্বপ্ন, আরাম
বাতাসের মতো দৌড়াতে দৌড়াতে পৌঁছায়
টিলা পেরিয়ে সমুদ্রের নিচে
যেখানে প্রেম আমার
স্বপ্নের বাড়িতে এসেছে ।

সোনালি ডানা মুক্ত করেছি
তবুও গান আর সুরে বাঁধতে চাইনি ।

একটি নববর্ষের কবিতা

দিলীপ কির্ত্তুনিয়া

পুরাতন জীর্ণ হয়ে গেলেও
সব কিছু ফেলে দেয়ার বাসনা
আমাদের নেই ।
আমরা কখনোই ফেলে দিতে পারি না
হাসি মুখ । প্রিয় উপহার ।
বুক ভরে দেয়া ভালোবাসা ।
হৃদয়বৃত্তি কখনো পুরনো হয় না ।
ভুলে গেলে অনেক কিছু ফেলে দেয়া হয় ।
মনে যেটা শূন্যতা আনে
সেই পরিত্যক্ত বলে স্বীকৃত ।
শক্ত লেখা পুরনো হয় না ।
রক্ত লেখাও হয় না ।
বুকটা এমন এক পাথর
সে কাকে পুরনো করবে
কাকে নতুন রাখবে
সেই শুধু জানে ।

নিজের থেকে পুরনো হতে চেয়েছিলে
ঘৃণায় আমাকে ফেলে গিয়ে
আমার কাছে তুমি
পুরনো হওনি আজও ।

তুমি উত্তীর্ণ সুখে উৎসারিত হও

বদরুজ্জামান জামান

সংযমী হও, মুক্তধ্যানী চোখে দেখো পৃথিবী
যেখানে পৃথিবীর সব লেনদেন নির্মোহ
নিমিষেই স্বর্গধ্যানী হয় একেবারে একান্তে ।

রিপুর তাড়নায় যখন বোধাগ্নিতে জ্বলো
ক্ষমাব্রতি হও তুমি পাপভস্ম
স্বর্গে স্রষ্টার সান্নিধ্যে তোমার বাস ।

আমি গ্রন্থিত কিছু শ্লোক দেখাতে পারি
যেখানে তোমার স্বর্গের কথা বর্ণিত আছে,
তোমার স্বর্গ তোমার সংযম আহার, পানাহার
আর যৌনাচার মুক্ত যাপিত দিবসসমূহে পাপভস্ম তুমি ।

আনন্দ তোমার, তুমি উত্তীর্ণ সুখে উৎসারিত হও ।
তুমি অনাগত দিনের জন্য প্রশিক্ষিত
আজ শুধু তোমার সুখ-খুশি-আনন্দ ।

সময়ের চিত্রপটে

এবি ছিদ্দিক

প্রতিদিনই দুঃখ রান্না করে সখিনা
আর রাত হলেই খয়রাতি সুখের উল্লাস দেখে
শীৎকারের নিঃশ্বাসে জীবনের যোগফল উড়ে যায়
তখন ভাঁজ করা ঘর থরথর কেঁপে উঠে

সময়ের চিত্রপটে দেখে নেয় অনাগত ভবিষ্যৎ
বাসযোগ্য পৃথিবীতে মানুষের পায়চারি
দু'চোখের অশ্রুতে খুঁজে রঙিন সকাল
শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে খুঁজে আগামীর সুখ

খেলে কেউ কানামাছি

রুহুল কাদের

পিছল পদ্মপাতায় পড়া
একফোঁটা শীতের শিশির নাকি!
রোদ দেখলে উধাও; শুকিয়ে যায়
বসন্ত চেয়েছি । কাউকে চেনার কতটুকু বাকি
তখন নিদারুণ দিনে অন্য আবহাওয়ায়
কেউ কেউ চকচকে
কাগজের ফুল;
আমি শ্রাবণের জন্য অপেক্ষায় আছি
তুমুল বৃষ্টি হলে খেলে কিনা কানামাছি;
কতটুকু জলের স্বগোত্রীয় কেউ কেউ
মরা কাগজ নাকি
নিছক মনের ভুল

পালাবদল

হাবিব ফয়েজি

ক্রমশ বদলে যাচ্ছে পৃথিবী
বদলে যাচ্ছে সব
আর বদলে যাচ্ছি আমিও...!

একসময় লজ্জা পেতাম, এখন পাই না
কেননা যেদিকেই তাকাই, দেখি-
নির্লজ্জদের অবাধ বিচরণ...!

আমাকে যে নামে ডেকেছো তুমি

মিসির হাছনাইন

অনেকগুলো নাম আমার
কত নামেই ত মানুষকে ডাকা যায়
তুমি যে নামে ডেকেছো, সেই নাম সূর্যেরও
আবার, আমার প্রিয় রাজহাঁস পাখি
চোখের উপর তাঁর কোন নাম ছিল না ।
এই সাঁকোটা সুপারি গাছের.... পরশুদিন,
খালের মধ্যে কতগুলো মাছ আটকে গেছে
মাছ শিকারী শিকার হলো, হঠাৎ করে
তোমার কথা ভাবতেই যুদ্ধ বাঁধে পৃথিবীতে
যুদ্ধের সৈনিক যুদ্ধবিদ্যায় লাফিয়ে পড়া নাৎসি
তাই বলে কি মনে রাখোনি...???
ময়দানে যে তলোয়ার মাটির নিচের শেকড়
কত গভীরে ভেঙে যাওয়া বুকের হাড়
কতগুলো নাম আটানব্বই, নিরানব্বই...
সব নামেই তোমাকে ডাকা যায়,,
শুধু, আমাকে যে নামে ডেকেছো তুমি
সেই নামে কি অন্য কাউকে ডাকা যায়?
পাখির কণ্ঠ চুরি করে,
কত নামেই ত মানুষকে ডাকা যায়...!

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549



এবার নওয়াজের হাত ধরে সিনেদুনিয়ায় আলিয়া!

ঢাকা ডেস্ক, ২২ এপ্রিল : বলিউড অভিনেতা নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি ও তার স্ত্রী আলিয়া সিদ্দিকির দাম্পত্যকলহ শুরু হয় গত বছরের শেষ দিক থেকে।তখন থেকেই জনসমক্ষে এসেছে এই গৃ হবিবাদ।

একাধিক বার আদালতে চক্কর কেটেও এখনও মীমাংসা হয়নি নওয়াজ ও আলিয়ার গার্হস্থ্য সমস্যার। তাদের দাম্পত্যকলহের শিকার হয়েছে দুই সন্তান শোরা সিদ্দিকি ও ইয়ানি সিদ্দিকি।

দুবাইয়ে লেখাপড়া করত তারা। মা-বাবার সাংসারিক ঝামেলার জেরে প্রায় বন্ধ হতে বসেছিল তাদের লেখা-পড়া। অবশেষে চলতি মাসের প্রথম দিকে আদালতের নির্দেশে লেখাপড়া শেষ করার জন্য দুবাইয়ে তাদের ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

নওয়াজ ও আলিয়ার দুই সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে বড় সিদ্ধান্ত নেয় বম্বে হাইকোর্ট। তবে, আদালতে এখনও ঝুলে অভিনেতা ও তার স্ত্রীর বিব-াহবিচ্ছেদের মামলা।

তার মধ্যেই এবার বিনোদন জগতে পা রাখতে চলেছেন আলিয়া সিদ্দিকি। এপ্রিলেই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেতে চলেছে তার প্রযোজিত প্রথম ছবি 'হোলি কাও'।

আপাতত নিজের প্রযোজিত প্রথম ছবির প্রচারে ব্যস্ত আলিয়া সিদ্দিকি। ছবির বিষয়ে বলতে গিয়ে আলিয়া বলেন, '২০১৯ সালে আমরা এই ছবিটার শুটিং করেছিলাম। তার পর করোনা মহামারির কারণে ছবি মুক্তি পিছিয়ে যায়।'

নিজের প্রযোজিত প্রথম ছবির গল্প কী? উত্তরে আলিয়া বলেন, 'এক ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ ও তার হারিয়ে যাওয়া পোষ্য গরু খোঁজার গল্পে বাঁধা ছবির চিত্রনাট্য। এই পুরো যাত্রাটাকেই আলাদা ভাবে দেখানো হয়েছে 'হোলি কাও' ছবিতে।'

আলিয়ার প্রযোজিত প্রথম ছবিতে অভিনয় করেছেন সঞ্জয় মিশ্র, তিগমাংশু ধুলিয়া, নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি ও সাদিয়া সিদ্দিকি। আলিয়া নিজেও একটি ছোট চরিত্রে অভিনয় করেছেন ছবিতে।

গত বছর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল এই ছবি। এবার ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাচ্ছে 'হোলি কাও'। ছবি প্রযোজনা দিয়ে হাতেখড়ি সিনেদুনিয়ায়।

তিনি জানান, প্রযোজক হিসাবে তিনি ভাল গল্প বলতে চান দর্শককে। তবে ভাল গল্পই তো সব নয়, তা ভাগ করে নেওয়ার মঞ্চও ভীষণ দরকারি। এই প্রসঙ্গে আলিয়া বলেন, আমরা যারা ছোটখাটো ছবি নির্মাতা, তাদের জন্য ওটিটি প্ল্যাটফর্ম একটা বড় ভরসার জায়গা। আমাদের একটা ছবির পিছনে ঢালার মতো আর্থিক সামর্থ্য নেই। অর্থের অভাবে ভাল ছবি মুক্তি পাওয়ার পরেও প্রেক্ষাগৃহে তেমন একটা ভাল সাড়া পায় না। সেক্ষেত্রে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম একটা বড় সুযোগ করে দিয়েছে।

নওয়াজের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের মামলার এখনও মীমাংসা না হলেও আদালতের নির্দেশে নিজেদের মধ্যে মিটমাট করে নিতে আগ্রহী আলিয়া সিদ্দিকি। সব বিতর্ক পিছনে ফেলে রেখে এ বার ভবিষ্যতের দিকে মন দিতে চান তিনি। আগামী দিনে প্রযোজনার পাশাপাশি ছবি পরিচালনার কাজও করতে চান আলিয়া।

শেহনাজ বললেন 'আমি এত অশিক্ষিত নই'



ঢাকা ডেস্ক, ২১ এপ্রিল : রিয়েলিটি শোয়ের মাধ্যমে ধীরে ধীরে নিজেকে তুলে ধরেছেন শেহনাজ গিল। কাজ করেছেন একাধিক মিউজিক ভিডিওতে। সঞ্চালনা করছেন নিজের শো।

আজ মুক্তি পাচ্ছে সালমান খানের 'কিসি কা ভাই কিসি কি জান' ছবি। এই ছবির মধ্য দি য়ে বলিউডে অভিষেক হচ্ছে টেলিতারকার। তবে এই পর্যায়ে আসতে তাকে অনেক সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে তার প্রতিভা, যোগ্যতা নিয়েও। নিজের কাজের মাধ্যমেই সব প্রশ্নের জবাব দেবেন তিনি।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শেহনাজ বলেন, ইংরেজি কিছুটা হ লে ও বুঝতে পারি আমি, এতটাও অশিক্ষিত নই।

ভারতে ভুয়া খবর, অমিতাভের নাতনির মামলা



ঢাকা ডেস্ক, ২১ এপ্রিল : ভুয়া খবর প্রকাশের কারণে একটি ইউটিউব চ্যানেলের বিরুদ্ধে ভারতের হাইকোর্টে মামলা করেছেন বলিউড সুপারস্টার অমিতাভ বচ্চনের নাতনি আরাধ্য বচ্চন।

১১ বছর বয়সী আরাধ্য বচ্চনের শারীরিক অবস্থা নিয়ে একটি ইউটিউব চ্যানেলে ক্রমাগত ভুয়া খবর প্রকাশ করা হচ্ছিল। বিষয়টি নজরে আসতেই দিল্লি হাইকোর্টে বৃহস্পতিবার মামলা করেন অমিতাভের নাতনি।

মামলার পিটিশনে উল্লেখ করা হয়েছে, ইউটিউবে আরাধ্যর নামে আপলোড করা সকল ভিডিও মুছে দিতে হবে। যদিও বচ্চন পরিবারের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে এখনও মুখ খোলেননি কেউই।

গত বছর এক সাক্ষাৎকারে অভিষেক জানিয়েছিলেন, যখন বাড়ি থেকে বের হই তখন আপনারা আরাধ্যার ছবি, ভিডিও তুলবেন। এভাবেই ওর ছবি-ভিডিও ভাইরলা হচ্ছে। এটা নিয়ে কথা বলার আর কোনও প্রয়োজন পড়ে না।

অভিষেক বচ্চান আরও বলেন, আরাধ্যা দুজন অভিনেতা এবং দুজন তারকার নাতনি। ওর মা ওকে প্রতিনিয়ত শেখায় যে, সাধারণ মানুষ ওকে দেখতেই চাইবে, এর জন্য যথাসম্ভব বিনীত থাকা উচিত। কোনওরকম অতিরিক্ত সুবিধে না নিয়ে এটাকে প্রশংসার চোখে দেখা উচিত। এবং যদি কোনওদিন আরাধ্যাও অভিনয়ের পেশায় আসে, তাহলে ওকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। মেয়ে যখন ছোট ছিল, তখন আমার মেয়ে ঐশ্বর্য রাই আমার সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলেছে।

চুপি চুপি আংটিবদল পরিণীতির



ঢাকা ডেস্ক, ২২ এপ্রিল : বলিউডে ফের বিয়ের সানাইয়ের সুর। অনেক জল্পনা-কল্পনার পর বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন বলিউড অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া। অক্টোবর -নভেম্বরে আম আদমি পার্টির নেতা রাঘব চড্ডার সঙ্গে চারহাত এক হতে চলেছে তার।

দুই তারকার প্রেমের চর্চা চলছে কয়েক মাস ধরেই। তখন থেকেই কানাঘুষো, খুব শীঘ্রই গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছেন দুই তারকা। কয়েক মাস আগে পরিণীতির হাতের আংগুলে আংটি দেখা গেছে।

মুম্বাইয়ের একটি হোটেলে সাংবাদিকের ক্যামেরায় ধরা পড়েন রাঘব ও পরিণীতি। সেই থেকে শুরু দুইজনের প্রেমের জল্পনা। তারপর থেকে একাধিকবার এক ফ্রেমে ধরা দিয়েছেন তারা।

কখনও পরিণীতিকে দিল্লি বিমানবন্দর থেকে নিতে এসেছেন আম আদমি নেতা। কখনও আবার একই বিমানে রাজধানী থেকে একসঙ্গে মুম্বাইয়ে ফিরেছেন তারা।

সূত্রের খবর, চলতি মাসেই দুই পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে ব্যক্তিগত পরিসরে বাগদান সেরে ফেলেছেন রাঘব ও পরিণীতি।

রাঘব চড্ডার পড়াশোনা ইংল্যান্ডের লন্ডন স্কুলে অর্থনীতিতে। পরিণীতিও ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার বিজনেস স্কুলের ছাত্রী। বিদেশের মাটিতেই বন্ধুত্বের সূত্রপাত রাঘব ও পরিণীতির। দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব থেকেই প্রেমের সূত্রপাত।

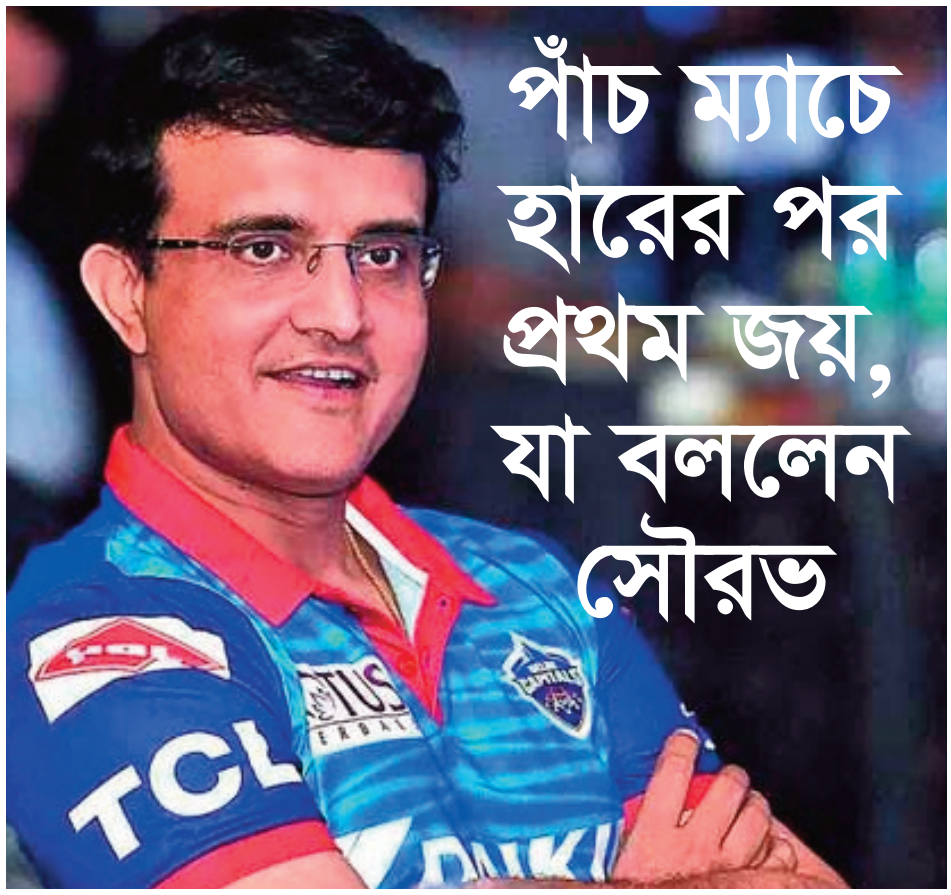
ভাইজানকে 'ভাই' ডেকে বিপাকে পূজা

ঢাকা ডেস্ক, ২১ এপ্রিল : আজ মুক্তি পাচ্ছে সালমান খানের 'কিসি কা ভাই কিসি কি জান' ছবিটি। এই ছবিতে সালমান খানের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন পূজা হেগড়ে। তাদের দুইজনের বয়সের মধ্যে ফারাক ২১ বছর।যে কারণে হাঁটুর বয়সী অভিনেত্রীর সঙ্গে সালমান জুটির রসায়ন অনেকের পছন্দ নয়। অনেকে তাদের রসায়নকে 'কাকা-ভাইঝি' বলছেন।

'বজরঙ্গি ভাইজান' ছবি মুক্তির পর থেকেই বলিউডে ভাইজান হিসেবে বেশ পরিচিত সালমান খান। যে কারণে সালমানকে ভাইজান বলেই সম্মোধন করেন পূজা। আর তাতেই লাল চক্ষু দেখান বলিউড সুপারস্টার। পূজার মুখে ভাইজান শুনে বিরক্তির সঙ্গে সালমান খান বলেন, ভাইজান হিসেবে তাকে যেন আর না ডাকা হয়। প্রয়োজনে নাম ধরে ডাকতে বলেন সালমান। কিন্তু বয়সে বেশ বড় হওয়ায় সালমান খানকে নাম ধরে ডাকতে পারছিলেন না পূজা। তাই, নিজের মত করেই পূজা ডাকেন এসকে।

উল্লেখ্য, কিছুদিন ধরেই গুঞ্জন চলছে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছেন সালমান-পূজা। যদিও এই খবর ভুয়া বলছেন অভিনেত্রী।

তিনি জানিয়েছেন, আমি এসব শুনেতে পছন্দ করি না। আমি সিঙ্গেল আছি, সিঙ্গেল থাকতেই পছন্দ করি। এই মুহূর্তে আমার সব মনযোগ নিজের কেরিয়ারের দিকে। এসব নিয়ে কথা বলার সময় আমার নেই।



পাঁচ ম্যাচে হারের পর প্রথম জয়, যা বললেন সৌরভ

ঢাকা ডেস্ক, ২১ এপ্রিল : চলতি আইপিএলে নিজেদের প্রথম পাঁচ ম্যাচে টানা হেরে প্লেঅফের আগেই বিদায়ের শঙ্কায় দিল্লি ক্যাপিটালস। বৃহস্পতিবার নিজেদের ষষ্ঠ ম্যাচে লিটন দাসদের কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে প্রথম জয় পায় মোস্তাফিজুর রহমানদের দিল্লি।

দলের প্রথম জয়ের পর দিল্লির টিম ডিরেক্টর সৌরভ গাঙ্গুলী বলেন, জিততে পেরে খুশি। আমি ডাগআউটে বসে ভাবছিলাম যে, এটা আমার ২৫ বছর আগে প্রথম টেস্টে রান পাওয়ার মতো আনন্দের । আমরা আজ ভাগ্যবান ছিলাম।

সৌরভ বোলারদের পারফরম্যান্সে খুশি হলেও, হতাশা প্রকাশ করেছেন ব্যাটসম্যানদের নিয়ে। মাত্র ১২৮ রান তাড়া করতে নেমে দিল্লি হারায় ৬ উইকেট।

তাই সৌরভ বলেছেন, এই মৌসুমে এর আগেও আমরা ভালো বোলিং করেছি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ব্যাটিংয়ে। আমাদের নিজেদের ভুলত্রুটিগুলো খুঁজতে হবে, দেখতে হবে কীভাবে আমরা আরও ভালো করতে পারি। স্পিনাররা ভালো বোলিং করেছে। আমি জানি আমরা ভালো খেলিনি এবং আরও ভালো ব্যাট করার পথ খুঁজতে হবে। আমাদের ছেলেদের কঠোর পরিশ্রম করে নিজেদের ফর্ম ফিরে পেতে হবে। দলের গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ারদের ফর্মে ফেরা জরুরি।

তিনি আরও বলেন, শুক্রবার আমাদের একদিনের ছুটি আছে এবং তারপর হায়দরাবাদে চলে যাব। আশা করি সেখানে ভালো ব্যাটিং উইকেট পাব, সাধারণত যেটা হয়ে থাকে।

সহজ ক্যাচ মিস করে হাসির খোরাক কোহলি

ঢাকা ডেস্ক, ২২ এপ্রিল : সহজ ক্যাচ মিস করে হাসির খোরাক হলেন বিরাট কোহলি। অবশ্য ক্যাচ মিস করায় কোহলির তেমন কোনো দোষ নেই। এক পরিবর্ত ফিল্ডার ক্যাচ নিতে যাওয়ায় কোহলি কিছুটা সংশয়ে পড়ে গিয়েছিলেন।

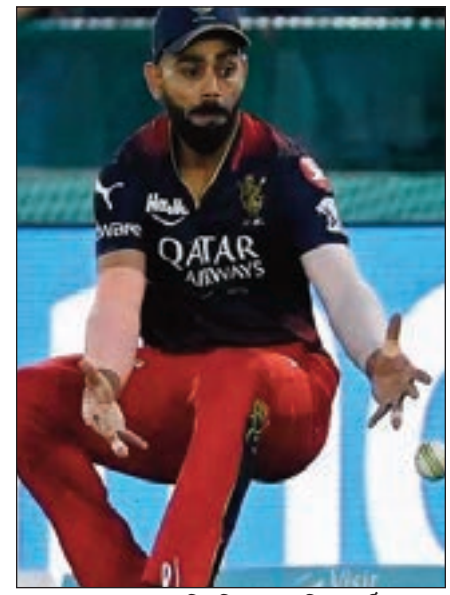
বৃহস্পতিবার মোহালিতে পাঞ্জাব কিংসের মুখোমুখি হয় বিরাট কোহলিদের রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। এদিন কোহলি ও অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসির ঝড়ো ব্যাটিংয়ে চার উইকেট হারিয়ে ১৭৪ রান করে বেঙ্গালুরু।

দলের হয়ে ৫৬ বলে ৫টি চার ও সমান ছক্কার সাহায্যে ৮৪ রান করেন ডু প্লেসি। ৪৭ বলে ৫টি চার ও এক ছক্কার সাহায্যে ৫৯ রান করেন সাবেক অধিনায়ক বিরাট কোহলি।

টার্গেট তাড়ায় মোহাম্মদ সিরাজের গতির মুখে পড়ে ১৮.২ ওভারে ১৫০ রানেই অলআউট হয় পাঞ্জাব কিংস।

পাঞ্জাবের ইনিংসে ১৭তম ওভারের শেষ বলে জিতেশ শর্মা বাউন্ডারি হাঁকাতে চেষ্টা করেন, বলটি হাওয়ায় ভেসে লং-অনে দাঁড়িয়ে থাকা কোহলির কাছে যায়। কোহলি বুঝতে পারেননি যে, সুয়শ প্রভুদেশাই ডিপ মিডউইকেট থেকে দৌড়াচ্ছেন। পরে বুঝে তিনি তার হাত দিয়ে ইশারা করেন, ক্যাচটি তার নিয়ন্ত্রণে আছে।

কোহলির ইঙ্গিত বুঝতে না পেরে সুয়াশও ক্যাচ ধরতে



চলে আসেন। কোহলি নিজের পজিশন ঠিক করে নিয়ে ক্যাচটা ধরতে চেষ্টা করেন। কিন্তু নিজের ভারসাম্য ধরে রাখতে পারেননি। যে কারণে ক্যাচটি মাটিতে পড়ে যায়। একেবারে লোফা ক্যাচ মিস করে হাসির খোরাক হন বিরাট।

অভিষেকে লিটনের সংগ্রহ ৪ রান, হারল কেকেআর



ঢাকা ডেস্ক, ২১ এপ্রিল : আইপিএলের ১৬তম আসরের ২৮তম ম্যাচে অভিষেক হয় বাংলাদেশ দলের তারকা ওপেনার লিটন কুমার দাসের। তার অভিষেক ম্যাচে হেরে যায় কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর) ।

বৃহস্পতিবার দিল্লির অরুন জেটলি স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে দিল্লির বিপক্ষে ২০ ওভারে ১২৭ রানেই অলআউট হয় কেকেআর।

অভিষেকে চার মেরে শুরু করা লিটন আউট হন ৪ বলে ৪ রানে। কেকেআরের হয়ে সর্বোচ্চ ৪৩ রান করেন ওপেনার জেসন রয়। ৩৮ রান করেন আন্দ্রে রাসেল।

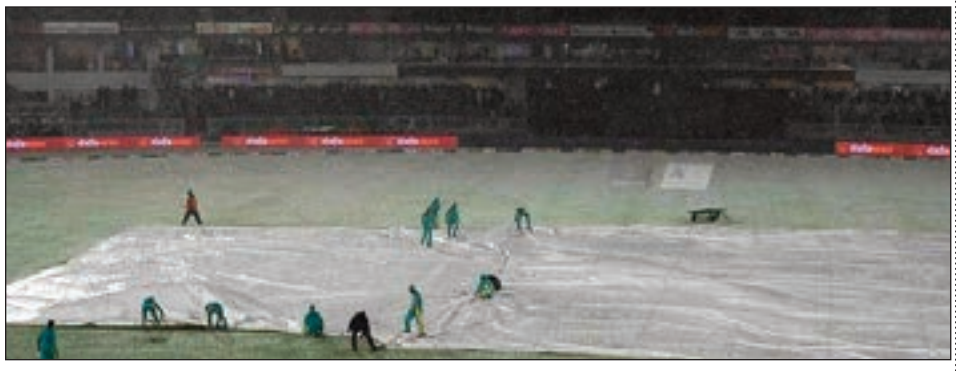
টার্গেট তাড়ায় ৪ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটের জয় পায় মোস্তাফিজুর রহমানদের দিল্লি ক্যাপিটালস। এদিন মোস্তাফিজ একাদশে সুযোগ পাননি। তাকে ছাড়া আইপিএলের চলতি আসরে নিজেদের ষষ্ঠ ম্যাচে প্রথম জয়ের দেখা পায় দিল্লি। দলের জয়ে সর্বোচ্চ ৫৭ রান করেন অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নার।

প্রসঙ্গত, গত ৯ এপ্রিল বিকালের ম্যাচে গুজরাট টাইটান্সের মুখোমুখি হয় কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর)। সেদিন সন্ধ্যার পর ভারতে গিয়ে পৌঁছান লিটন দাস।

লিটন কলকাতায় পৌঁছার পর গত ১৪ এপ্রিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মুখোমুখি হয় কেকেআর। বাংলাদেশের আইপিএল ভক্তরা ধারণা করেছিলেন হায়দরাবাদের বিপক্ষে খেলবেন লিটন। কিন্তু সেই ম্যাচে তাকে মাঠে নামায়নি কেকেআর।

গত ১৬ এপ্রিল আইপিএরে ১৬তম আসরে নিজেদের পঞ্চম ম্যাচ খেলে কেকেআর। সেদিন মুম্বাইয়ের বিপক্ষে কেকেআর মাঠের লড়াইয়ে নামার আগেও বাংলাদেশের আইপিএল ভক্তরা আশায় ছিলেন লিটন থাকবেন কেকেআরের একাদশে। কিন্তু দল ঘোষণার পর জানা যায় লিটন নেই।

অবশেষে কেকেআরের ষষ্ঠ ম্যাচে সুযোগ পেলেন লিটন কুমার দাস।



বৃষ্টিতে ভেসে গেল পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ

ঢাকা ডেস্ক, ২১ এপ্রিল : বৃষ্টিতে ভেসে গেল পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার চতুর্থ টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি। বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে চ্যাড বাওয়েস ও মার্ক চাপম্যানের ঝড়ো ব্যাটিংয়ে ১৮.৫ ওভারে ৫ উইকেটে ১৬৪ রান সংগ্রহ করে নিউজিল্যান্ড।

এরপর শুরু হয় প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি। বৃষ্টির কারণে খেলা আর মাঠে গড়ায়নি। যে কারণে ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়।

৩৮ বলে ৭ চার ও এক ছক্কায় ৫৪ রান করেন ওপেনার বাওয়েস। এটা তার ক্যারিয়ারের প্রথম ফিফটি। চাপম্যান ৪২ বলে ১০টি চার আর একটি ছক্কায় ৭১ রান করে অপরাজিত থাকেন।

পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে আছে পাকিস্তান। আগামী সোমবার একই মাঠে হবে শেষ ম্যাচটি।





কাশ্মিরে গ্রেনেড হামলা পাঁচ জওয়ান নিহত

ঢাকা ডেস্ক, ২১ এপ্রিল : ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু ও কাশ্মীরে বৃহস্পতিবার পুঞ্চ জেলার রাজৌরি সেক্টরে নিরাপত্তাবাহিনীর ট্রাকে গুলি এবং গ্রেনেড হামলায় দেশটির সেনাবাহিনীর ৫ জওয়ান নিহত হয়েছেন ।

প্রাথমিক ভাবে ধারনা করা হচ্ছে, পাকিস্তানের জঙ্গিগোষ্ঠী জইশ-ই মোহাম্মদ এই হামলায় জড়িত । ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এনআইএ-কে ।

আগামী ২২-২৪ মে শ্রীনগরে জি-২০ সম্মেলন হওয়ার কথা । ওই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আগে জঙ্গিরা পরিকল্পিত ভাবে জম্মু ও কাশ্মীরে অশান্তি বাধাতে চাইছে বলে মনে করছে ভারত ।

ভারতীয় সেনা বাহিনীর উত্তরাঞ্চলীয় কমান্ডের তরফে শুক্রবার এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, রাজৌরি সেক্টরের ভিম্বারে বৃহস্পতিবার বিকালে ওই ঘটনার সময় প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল । ফলে, দৃশ্যসীমা কমে যায় । সেই সুযোগে জঙ্গিরা সেনাবাহিনীর গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি এবং গ্রেনেড ছোড়ে ।

হামলার পরেই এলাকা ঘিরে শুরু হয় জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান । গুরুতর আহত এক জওয়ানকে পাঠানো হয় হাসপাতালে । তিনি এখনও চিকিৎসাধীন ।

তবে প্রথমে বিষয়টিকে 'জঙ্গি হামলা' বলে চিহ্নিত করেনি সেনাবাহিনী ।উত্তরাঞ্চলীয় কমান্ডের তরফে জানানো হয়, নিহত জওয়ানরা হলেন- হাবিলদার মনদীপ সিংহ, ল্যান্সনায়েক দেবাশিস বসওয়াল, ল্যান্সনায়েক কুলবন্ত সিংহ, সিপাহি হরকিসান সিংহ এবং সিপাহি সেবক সিংহ । প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ নিহত জওয়ানদের পরিবারকে শোকবার্তা পাঠিয়েছেন ।

আদালত চত্বরে আইনজীবীর পোশাক পরে গুলি

ঢাকা ডেস্ক, ২১ এপ্রিল : ভারতের রাজধানী দিল্লির সাকেত আদালত চত্বরে এক নারীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে ।

গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ।পুলিশ জানায়, শুক্রবার সকালে আদালতে ঢুকে এক ব্যক্তি গুলি চালান । হামলাকারীর পরনে ছিল আইনজীবীর পোশাক ।খবর এডিটিভির ।

দিল্লির আদালতে গুলি চালানোর ঘটনা নতুন নয় । গত বছর সেপ্টেম্বর মাসেও এমন ঘটনা ঘটেছিল । সে সময় গুলিতে তিনজনের মৃত্যু হয় । আহত হন বেশ কয়েকজন । দিল্লির কুখ্যাত সন্ত্রাসী জিতেন্দ্র গোগীর মৃত্যু হয় ওই হামলায় ।

গত বছরও উত্তর দিল্লির রোহিণীতে আইনজীবীদের পোশাক পরে আদালতকক্ষে প্রবেশ করেছিল সন্ত্রাসীরা ।

গোগীর উপর হামলার ঘটনায় 'টিল্লু' দলের সন্ত্রাসীরা জড়িত বলে সন্দেহ ছিল পুলিশের । সন্ত্রাসীদের ওপর পাল্টা গুলি চালিয়েছে পুলিশও । সেই গুলিতে ২ সন্ত্রাসীর মৃত্যু হয় ।



TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.



বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
MLS
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

আরেকটি ধোঁকাবাজির সংসদ নির্বাচন

(২৩ পাতার পর)

ও মারমুখি ভূমিকা আউয়াল কমিশনকে সরকারের মিশন নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা জোগাবে। অনুগত কমিশনের সুবাদে আওয়ামী লীগ অতীতে প্রতিটি নির্বাচনকে মডেলে উন্নীত করে নিজস্ব বিজয় ছিনিয়ে নিয়েছে এবং বিরোধী দলকে কার্যত নির্মূল করে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে ১৯৭৩, ২০১৪ ও ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলটির সাফল্য নজিরবিহীন। ওই মডেল নির্বাচনগুলোতে বিনাভোটে ফলাফল নির্ধারিত হওয়ায় দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সংসদের স্পিকার ও বিরোধীদলীয় নেতাকে ভোট দিতে হয়নি। ব্যালট গ্রহণ ছাড়াই সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ভোটের আগের রাতে ব্যালটবাক্স ভরাট করা হয়। এটি নিশ্চিত বলা যায়, শুধু সংবিধান ও আইনের দোহাই দিয়ে আউয়াল কমিশন যদি একতরফা নির্বাচনের পথে পা বাড়ায় তাহলে আসন্ন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে আরো অনেক কলঙ্কজনক উপাদান যুক্ত হবে।

সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে দেশবাসীর প্রতি নৈতিক ও সাংবিধানিক দায় শোধ করতে হলে কমিশনকে অবশ্যই নিকট অতীতের ব্যর্থতাগুলোর পুনরাবৃত্তি রোধ করতে কঠোর হতে হবে। একতরফা নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারি চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। সংসদ নির্বাচনে ইতোমধ্যে সংঘটিত কলঙ্কজনক ঘটনাগুলোর নির্মোহ পর্যালোচনা করতে হবে। তাদের মোটেও ভুলে গেলে চলবে না যে, শেখ হাসিনা সরকারের অধীন ৫ জানুয়ারি ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি ছিল একটি জঘন্য উদাহরণ। ভারতীয় পত্রিকা দ্য হিন্দু এটিকে বলেছিল 'পোকায় খাওয়া নির্বাচন' আর দ্য স্টেটসম্যান বলেছিল 'একদলীয় ধোঁকাবাজির নির্বাচন'। তা ছাড়া বিখ্যাত ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান ২০১৮ সালের নির্বাচনী পর্যালোচনায় বলেছিল, 'শেখ হাসিনা কলঙ্কিত বিজয়ের পথে হাঁটছেন'। ওই কলঙ্কিত নির্বাচনে ভোটের আগের রাতেই ব্যালটবাক্সে ব্যালটপেপার পূর্ণ করা, ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা প্রদান, জাল ভোট প্রদান, বিধি লঙ্ঘন করে ভোটকেন্দ্রে লম্বা সময়ের বিরতি পালন ও বিরোধী দলের পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্রে প্রবেশে বাধাসহ শতাধিক কেন্দ্রে শতভাগ ভোট গ্রহণ এবং প্রায় অর্ধশতাধিক কেন্দ্রে বিরোধী দলের প্রার্থীর শূন্য ভোট রেকর্ড করা হয়েছিল। আউয়াল কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্বশীলরা নির্বাচনের নামে এই অনাচারকে কিভাবে মূল্যায়ন করবে।

এটি বলার অপেক্ষা রাখে না, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী আচরণ সম্পর্কে গাফেল থাকলে আউয়াল কমিশন দেশের মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র সুবিচার করতে পারবে না। বিগত ব্যর্থ রাকিব ও হুদা কমিশনই তার জ্বলন্ত উদাহরণ। বর্তমান কমিশনকে এটি ভুলে গেলে চলবে না, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের আশ্বাস পেয়েই বিএনপিসহ বিরোধী দলগুলো ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ একাদশ সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু সেই শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি ভঙ্গ করা হয়েছিল। ওই নির্বাচনে উচ্চ মাত্রার সহিংসতা এবং বিরোধী দলের প্রার্থী ও সমর্থকদের ওপর সরকারি দল ও পুলিশের অব্যাহত হামলা দেশের মানুষসহ সারা বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছিল। প্রধান নির্বাচন কমিশনার নূরুল হুদা অনেকটা বাধ্য হয়েই নির্বাচনী প্রচারণাকালে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের ওপর হামলা এবং বিভিন্ন জেলায় প্রাণহানিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। পরিস্থিতির ভয়াবহতা আঁচ করে ২৭ ডিসেম্বর মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল মিলার স্বল্পসময়ের নোটিশে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নূরুল হুদার সাথে সাক্ষাৎ করে তার দেশের উদ্বেগের কথা জানিয়েছিলেন।

অতীতে পুলিশের ছত্রছায়ায় সরকারদলীয় নির্বাচনী সন্ত্রাস ও অনিয়মের ঘটনাগুলোকে কার্যকরভাবে মোকাবেলায় করণীয় নির্ধারণ, উপায়-উপকরণ সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয় না করে বিএনপিসহ ক্ষতিগ্রস্ত ও বিক্ষুব্ধ বিরোধী দলগুলোকে আসন্ন দ্বাদশ নিউ মডেল নির্বাচনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো একটি প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই না। আওয়ামী লীগ সরকারের অধীন অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব হলে আগের রাকিব ও হুদা কমিশন সেই সুযোগ মোটেও হাতছাড়া করত না। মাঠপর্যায়ের নির্মম বাস্তবতা অস্বীকার করে আউয়াল কমিশনের কেউ কেউ বলছেন, সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে না পারলে তারা পদত্যাগ করবেন। একতরফা, বিতর্কিত ও জালিয়াতির নির্বাচনে ক্ষুব্ধ হয়ে পদত্যাগের বিষয়টি বেশ কয়েকবার উচ্চারণ করেছিলেন সাবেক স্পষ্টভাষী নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদারও। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ব্যর্থ নির্বাচনের মাধ্যমে আরেকটি বিতর্কিত সংসদ ও অবৈধ সরকার প্রতিষ্ঠার পর আউয়াল কমিশনের কমিশনাররা পদত্যাগ করবেন এটি পাগলেও বিশ্বাস করে না। দেশের সমূহ ক্ষতি হয়ে যাওয়ার পর এ ধরনের পদত্যাগে দেশের কিই-বা কল্যাণ হবে? অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, ২০১৪-২০১৮ সালের পোকায় খাওয়া ও কলঙ্কিত নির্বাচনের পথ ধরে দেশে স্বৈরতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমর্যাদা দারুণভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। ইতিহাসে প্রমাণ রয়েছে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া কোনো কমিশনই জাতিকে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে পারেনি। এমনি বাস্তবতায় আউয়াল কমিশন ক্ষমতাসীন সরকারের অনুকূলে একটি ধোঁকাবাজির নির্বাচন অনুষ্ঠান ছাড়া ভিন্ন কিছু করবেন বা করার ইচ্ছা পোষণ করে, এমনটি বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।
ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, ব্যর্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।
Authorized e-file PROVIDER
Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund
প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন
দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।
অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ঃ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা
"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

SHEIKH SALIM
Attorney at Law
Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice
এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
• কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা • ভুল চিকিৎসা • ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
• স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা • মটর গাড়ি দুর্ঘটনা • অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
• লেড বিষ সম্পর্কীয় • কাজের সময় দুর্ঘটনা • মিসিনারি ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
• বার্থ রিলেটেড ইনজুরি • পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া • যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস
এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি
Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Wasi Choudhury & Associates LLC
SERVICES
আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?
• Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
• Tax Preparation:
Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
• Accounting:
Payroll, Sales Tax, etc.
• Business Licenses
• ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।
ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন
Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Member : naea
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ/নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR



বাংলাদেশের স্বাধীনতা লক্ষ প্রাণের দান

মহান স্বাধীনতার এই মাসে

সকল বীর শহীদদের প্রতি

আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সংস্কৃতির কথকতা

॥ ড. এ কে এম আজহারুল ইসলাম ॥

সংস্কার শব্দ থেকে সংস্কৃতি শব্দের উৎপত্তি। সংস্কারপ্রাপ্ত মার্জিত মানসিকতাই সংস্কৃতি। মানুষ একমাত্র প্রাণী যার সংস্কৃতি আছে। অন্য কোনো প্রাণীর সংস্কৃতি নেই, আছে কেবল সহজাত প্রবৃত্তি- যা চলে জন্মগতভাবে, বংশপরম্পরায়। সংস্কৃতি হলো মানুষের জীবনাচার। বিশ্বাসের প্রকাশ তার দৈনন্দিন যাবতীয় কর্মপ্রণালীর মধ্যে ঘটে। এই প্রকাশভঙ্গি হচ্ছে তার সংস্কৃতির বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। নিছক বিনোদনমূলক কর্মকান্ড সংস্কৃতি নয়। এটি একটি অংশ মাত্র।

অন্য কথায় 'মানুষের বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও জ্ঞানের একটি সমন্বিত কাঠামোকে সংস্কৃতি বলে। ভাষা, সাহিত্য, ধারণা, ধর্ম ও বিশ্বাস, রীতিনীতি, সামাজিক মূল্যবোধ ও নিয়মকানুন, উৎসব, শিল্পকর্ম এবং দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার হয় এমন জিনিসপত্র বা হাতিয়ার ইত্যাদি সব কিছু নিয়ে সংস্কৃতি। এমনকি সমাজের সাথে সম্পৃক্ত মানুষের শিক্ষা, সামর্থ্য যে সব মানুষ আয়ত্ত করে কিংবা চর্চা করে সেই সবই সংস্কৃতি। সর্বোপরি সংস্কৃতি হচ্ছে মনুষ্যত্বের নির্যাস।' (এ কে আজাদ)

ধর্ম হলো সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় উপাদান। ইসলামের তাওহিদবাদী সংস্কৃতির একটি নিজস্ব বিশ্বাস ও চেতনা আছে। ইসলামের চেতনা, আদর্শ, শিক্ষা ও জীবন উপলব্ধি থেকে ইসলামী সংস্কৃতির উৎপত্তি এবং বিকাশ।

সব মানুষই খাবার খায়। কিন্তু একজন মুসলমানের সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত থাকে, খাবার শুরুতে ও শেষে আল্লাহর নাম নেয়া ও প্রশংসা করা, পরিমিত আহার গ্রহণের নির্দেশনা, পাক ও হালাল হওয়া, ডান হাতে ও বসে খাদ্য গ্রহণ করার বিশেষ দিকনির্দেশনা। এমনিভাবে, জন্ম-মৃত্যু, চাকরি-ব্যবসায়-পেশা, জীবিকা গ্রহণ এবং দৈনন্দিন কর্মকান্ডের ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সব পর্যায়ে এই দিকনির্দেশনার আওতাধীন থাকার সুযোগ আছে। সম্পদের ব্যবহার, বণ্টন, বিয়ে ও সন্তান জন্মদান থেকে রাস্তায় চলা এবং এমনকি থুথু ফেলা, দাঁত খিলাল ও মিসওয়াক করার সাধারণ বিষয়ও বাদ যায়নি।

লেখক আখতার ফারুক বলেন, ভাত খাওয়া সংস্কৃতি নয়, রুটি খাওয়াও সংস্কৃতি নয়। সংস্কৃতি হলো ভাত বা রুটি খাওয়ার পদ্ধতি বা রীতি-নীতি। এক দল বিরাট কাঁসার থালায় ও কলাপাতায় এক সাথে ভাত ও নানান তরকারি সাজিয়ে নিয়ে খেতে থাকে। আরেক দল সব আলাদা আলাদা পাত্রে রেখে প্লেটে করে শ্রেণীমতে এক এক করে খায়। এক দল কচ্ছপ খায়, আরেক দল তা ঘৃণা করে। তেমনি এক দল গরু খায়, আরেক দল তা ঘৃণা করে। এক দলের ঘরে আর এক দল খেতে আসে না। এমনকি, এক দল হেঁসেলে ঢুকলে আরেক দল হাঁড়ি-পাতিল ফেলে দেয়। খায় তো ভাত সবাই। এ ব্যবধান কেন?

'কাপড় পরার মধ্যেও কোনো সংস্কৃতি নেই- কাপড় পরার ধরন-ধারণে সংস্কৃতি।' এক দল লোক ধুতি পরে মালকোঁচা না দিলে ভদ্র হয় না। আরেক দলের কাছা দিলে নামাজই হয় না। এক দল গামছা পরেও পূজা দেয়, আরেক দলের হাঁটুর নিচে কাপড় না হলে ইবাদতই হয় না। তেমনি নৌকায় চড়া কোনো সংস্কৃতি নয়। সংস্কৃতি হচ্ছে নৌকায় চড়া ও চলার পদ্ধতি। এক দল বিসমিল্লাহ বলে নৌকায় পা রাখে। আরেক দল দুর্গা দুর্গা বলে পা রাখে। এক দল বলো রে মোমিন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে নৌকা ছাড়ে। আরেক দল হরি বোল হরি বলে নৌকা ছাড়ে। তেমনি বর্ষার বর্ষণে মনে যে ভাব উদয় হয় তার নাম সংস্কৃতি নয়। সে ভাবটিকে কে কোন ভাবে প্রকাশ করে সেটি সংস্কৃতি। কেউ সে ভাব নিয়ে মেঘদূতের কাহিনী লিখে, কেউ লিখে মেঘস্রষ্টার গুণগান। বৃষ্টি নামলে কেউ বলে খোদার রহমত নামছে, কেউ বলে আকাশ অঝোরে কাঁদছে। তেমনি অনাবৃষ্টি হলে এক দল আল্লাহ মেঘ দে, বৃষ্টি দে, পানি দে বলে; আবার অন্যদল বলে ভগবান মুখ তুলে চাও। এক দলে ইস্তিসকা নামাজ পড়ে; আবার এক দল কুলা ঝাড়ে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে এক দল প্রকৃতির বন্দনা করে কবিতা লিখে, আর এক দল লিখে প্রকৃতির স্রষ্টাকে বন্দনা করে। তেমনি চাষ করা বা পশুপালা সংস্কৃতি নয়। সংস্কৃতি হলো চাষ ও পশুপালনের উদ্দেশ্য। (আখতার ফারুক-১৯৭৬)

সংস্কৃতিকে বিপন্ন করে তোলার জন্য বাংলাদেশে চলছে নানা ষড়যন্ত্র। নাস্তিক্যবাদ, পুঁজিবাদ ও বিকৃত ধর্মীয় ও কুসংস্কারবাদী মতবাদ এর ওপর আঘাত হেনে চলেছে নানাভাবে। আমাদের দেশের একদল বুদ্ধিজীবীর কাছে ধর্ম হলো কেবল মানুষের অজ্ঞতা আর কুসংস্কারের ফল। ধর্মের এরকম সঙ্গীন ব্যাখ্যা করাটা আর যাই হোক, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক নয়।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন : সংস্কৃতির নানা মাধ্যমে চলছে ঈমান ও মূল্যবোধের ওপর আঘাত। অনেক সময় রেডিও-টিভি, মঞ্চ-থিয়েটার, সিনেমা, ভিডিও, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন প্রভৃতি গণমাধ্যমে চিরায়ত মূল্যবোধ ধ্বংসের প্রয়াস চলছে নিরন্তর। অবৈধ প্রেমের স্বীকৃতি আদায়, প্রেমকে মহান কাজ বলে প্রতিষ্ঠিত করা, সমাজের মুরব্বি-প্রবীণ ব্যক্তি এবং আলেম-ইমাম ও দাঁড়ি-টুপিধারী যুবককে নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। তাদের সমাজের সব অপকর্মের হোতা বলে চিহ্নিত করে ঘৃণা সৃষ্টি করা হচ্ছে। পর্নোগ্রাফি প্রকাশ্য রূপ লাভ করেছে। ইসলামের পর্দা নামক নারীর রক্ষাকবচকে ভেঙে দিয়ে তথাকথিত বন্ধন মুক্তি প্রয়াস চলছে। গানের আসরেও চলছে প্রদর্শনীর কসরৎ। গান আর কানে শ্রবণযন্ত্র বিনোদন চায় না- দৃষ্টিশক্তিকেও দখল করে নিতে চাচ্ছে। গানের ভাষা যদি আবেদন সৃষ্টি করতে না পারে তাতে কি, নারীর প্রেম নিবেদন ও দেহ প্রদর্শনী দিয়ে তা পুষিয়ে দেয়া হচ্ছে।

'সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কাজে ব্যবহৃত মিডিয়ার সবক'টি ফ্রন্ট অরক্ষিত।' এই ফ্রন্টগুলো হচ্ছে- ১. টেলিভিশন; ২. আকাশ সংস্কৃতি (অডিও ভিউজ্যুয়াল, ডিশ অ্যান্টেনা, স্যাটেলাইট, ইন্টারনেট); ৩. চলচ্চিত্র; ৪. নাটক; ৫. বিজ্ঞাপন শিল্প' ৬. সঙ্গীত, আর্ট স্কুল; ৭. ফ্যাশন শো; ৮. মেলা; ৯. জাদুঘর; ১০. পেইন্টিং; ১১. সাহিত্য; ১২. সেমিনার; ১৩. এনজিও; ১৪. স্মরণোৎসব; ১৫. রাজনৈতিক দর্শন এবং ১৬. সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ও সাময়িকীপত্র। এই বহুমুখী ফ্রন্টগুলো থেকে আগ্রাসনের নিত্যনতুন কৌশল ব্যবহার করা হচ্ছে।

সংস্কৃতি জাতির আত্মাস্বরূপ। বলা হয়, কোনো জাতিকে ধ্বংস করতে হলে আগে তার সংস্কৃতি বিনাশ করো। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ভেতর দিয়ে একটি দেশ ও জনগণের নিজস্ব ইতিহাস, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের ধরন পাল্টে দিয়ে তার আত্মপরিচয়কে অস্পষ্ট করে দেয়া সম্ভব। তাতে দেশ বা জনগণের স্থির বিশ্বাস ও মূল্যবোধে চিড় ধরে এবং তারা এক দীর্ঘ হীনম্মন্যতার জালে জড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত একটি হীনম্মন্য জাতির নিয়তি হয় পরাধীনতা।

মঙ্গল শোভাযাত্রা : বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ঘটছে নানাভাবে। পয়লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ বরণের নামে বিভিন্ন জীবজন্তুর মূর্তি নিয়ে মঙ্গল শোভা যাত্রা, মুখে উল্কি আঁকা এবং নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণের মাধ্যমে অনৈসলামিকতা ও বিজাতীয় সংস্কৃতি প্রসার লাভ করছে। একই সাথে পয়লা বৈশাখে দেশের সব সরকারি স্কুল কলেজে মঙ্গল শোভাযাত্রার মতো ঈমানবিধ্বংসী আগ্রাসী সংস্কৃতির আয়োজনকে শিক্ষা অধিদফতর বাধ্যতামূলক করেছে। ঈমান-আকিদাভিত্তিক অরাজনৈতিক সংগঠন হেফাজতে ইসলামের মহাসচিব এ ব্যাপারে আপত্তি করে বিবৃতি দিয়েছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা করে বলেন, মুসলিম ছাত্রদের ঈমানবিরোধী রীতি পালনে রাষ্ট্র কখনোই বাধ্য করতে পারে না। এটি নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় সংবিধানের মৌলিক নীতিমালার ঘোরতর বিরোধী। আমরা দেশীয় রীতি ও সংস্কৃতির বিরোধী নই। তবে (এটি) সংস্কৃতির লেবেল সেঁটে দিয়ে মুসলমানদের ঈমান হরণ করার আয়োজন। বর্ষবরণের নামে মূলত মুসলমানদের ঈমান-আকিদাবিরোধী ভিনদেশী আগ্রাসী মনুবাদ সংস্কৃতির প্রসার ঘটানোর চেষ্টা চলছে। নতুন বছরের প্রথম দিন বাঘ-ভাল্লুক, সাপ, বিচ্ছু, কুমির, পেঁচা, ময়ূর ও বিভিন্ন দেব-দেবির বড় বড় মূর্তি, ছবি নিয়ে ও মুখোশ পরে মঙ্গল শোভাযাত্রার নামে যে র‍্যালি বের করা হয়, এখানে কার কাছে নতুন বছরের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করা হচ্ছে? ইসলামের বিশ্বাস মতে কোনো জীবজন্তু, বন্যপ্রাণী ও দেব-দেবির মূর্তির কাছে কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করলে ঈমান থাকবে না।

মুসলমানদের বিশ্বাস মতে ভালো-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গল সব কিছু আল্লাহর হুকুমে সংঘটিত হয়ে থাকে। মুসলমানকে কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করতে হবে একমাত্র আল্লাহর কাছে। সুতরাং মুসলমানদের জন্য তথাকথিত মঙ্গল শোভাযাত্রার সংস্কৃতি চর্চা অবশ্য পরিত্যাজ্য। ২০১৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পয়লা বৈশাখের নববর্ষ বরণ অনুষ্ঠানে নারী সমাজের ওপর সংঘবদ্ধ যৌন-নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এর আগেও বহুবার বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে নারী নির্যাতন ও নারীদের সম্ভ্রমহানীর মতো ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে। ঈমান-আকিদার প্রশ্ন ছাড়াও এসব অনুষ্ঠানে নারীদের মর্যাদা ও নিরাপত্তাগত নানা ক্ষতিকর আশঙ্কা রয়েছে। কারণ, মানুষের চেহারা ও বেশ দেখে বোঝার উপায় নেই যে, কার ভেতরে কোন চিন্তা কাজ করছে।

এ ছাড়া পশ্চিমা ইয়াংকি সংস্কৃতিও বাংলাদেশে আঘাত হেনেছে। মিডিয়া ও পশ্চিমা ধাঁচের মানুষজনের কল্যাণে এ সংস্কৃতি আমাদের সমাজে এখন ঢুকে পড়ছে বন্যার পানির মতো। কারণ নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে অহংবোধ হারিয়ে গেলে পরগাছা সংস্কৃতি স্বাভাবিকভাবে মনোজগত গ্রাস করে ফেলে। বাংলাদেশের সমাজে এতকাল লিভ টুগেদার, লাভ চাইল্ড, থার্টিফার্স্ট নাইট, ভ্যালেন্টাইনস ডে প্রভৃতি শব্দ অজানা ছিল। এগুলো বাংলাদেশ সমাজে নিছক সাম্প্রতিক সংযোজন এবং আস্তে আস্তে তার একটি সামাজিক ভিত্তি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে।

'সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এক ধরনের যুদ্ধ। এ আগ্রাসন আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ধর্মবিশ্বাস নষ্ট করে দিতে চাইছে। অপসংস্কৃতির তুফান এখন আমাদের রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে রীতিমত সাধারণ মানুষকেও সম্মোহিত করে ফেলেছে। আমাদের বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিবিদরা এ আগ্রাসনের গতি-প্রকৃতি অনুধাবন বা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ বলে মনে হচ্ছে।' (সহায়তাকারী লেখকদের প্রতি কৃতজ্ঞতাসহ)

লেখক: প্রফেসর ইমেরিটাস ও সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, আইআইইউসি

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কাটকিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনহেড সুপ ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
স্যাম্পার স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

আগুন নিয়ে খেলা বিপজ্জনক

॥ মুজতাহিদ ফারুকী ॥

সম্প্রতি টক অব দ্য টাউন বা টক অব দ্য কান্ট্রি অগ্নি দুর্ঘটনা। খোদ রাজধানীতে একের পর এক বড় বড় অগ্নিকান্ড ঘটছে। এর পাশাপাশি যোগ হয়েছে নতুন ফেনোমেনা। সব অগ্নিকান্ডের পেছনে সরকার নাশকতার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গত ১৭ এপ্রিল বলেছেন, সাম্প্রতিক অগ্নিকান্ডের ঘটনা নাশকতা কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এর আগে ১৫ এপ্রিল স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন ঘনঘন আগুনের ঘটনার পেছনে কোনো ষড়যন্ত্র বা নাশকতার যোগসূত্র আছে কি না তা খতিয়ে দেখতে হবে।

যেকোনো দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা রাষ্ট্রের বা সরকারের স্বাভাবিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সে জন্যই কোনো ঘটনা ঘটলে ঘটনার গুরুত্ব বুঝে এক বা একাধিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না, প্রতিটি তদন্তের ক্ষেত্রেই একটি স্বাভাবিক প্রত্যাশা বা পূর্বশর্ত থাকে। সেটি হলো, তদন্ত নিরপেক্ষ হবে এবং কেবল যথাযথ কারণ বা ঘটনার পেছনের সত্য উদঘাটনই হবে তদন্তের একমাত্র লক্ষ। ঘটনা বা দুর্ঘটনার কারণ উদঘাটন করে তার ভিত্তিতে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেয়ার অভিপ্রায় নিহিত থাকে তদন্তের পেছনে। সুতরাং সরকারের 'খতিয়ে দেখার নির্দেশ' সম্পর্কে কারো কিছু বলার থাকতে পারে না। আমাদেরও নেই। তবে সে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যদি ভিন্ন কোনো আলামত বা মতলবের আভাস দেখা যায় তাহলে অবশ্যই দুকথা বলার থাকে।

প্রধানমন্ত্রী শুধু তদন্তের নির্দেশই দেননি। অগ্নিকান্ডের সঙ্গে 'বিএনপি-জামায়াতের অগ্নি-সন্ত্রাসের বিষয়টি' জড়িত কিনা তা-ও তদন্ত করে দেখতে বলেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা (বিএনপি-জামায়াত) অগ্নিকান্ডের মতো ঘটনা ঘটিয়ে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে। এই নির্দেশনা একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। গত ১৫ বছরের বাংলাদেশের ঘটনাবলি যারা ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেন তাদের জন্য এ নির্দেশের মরতবা বোঝা দুরূহ নয়। নিজেদের প্রতিটি ব্যর্থতা ঢাকার জন্য এক বা একাধিক বলীর পাঠার কাঁধে দায় চাপানোর যে সংস্কৃতি চলমান রয়েছে তা এখন ১০ বছরের শিশুরও অজানা নয়।

এ দেশে নির্বাহী দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী থেকে শুরু করে জনপ্রশাসনের প্রতিটি দায়িত্বশীল ব্যক্তি যখন একটি বিশেষ জায়গা থেকে আসা নির্দেশের অপেক্ষা করতে বাধ্য হন তখন আর স্বউদ্যোগে কোনো কাজ করার গরজ তার মধ্যে থাকে না। কাজ করতে গিয়ে ভুলত্রুটি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ভুলের কারণে যদি নাশকতার দায়ে পড়তে কিংবা কোনো বিশেষ দলের সাথে জড়িয়ে কাঠগড়ায় তোলার শঙ্কা থাকে অথবা ক্ষমতাসীন দলের বা অঙ্গ সংগঠনের এমপি, নেতা-কর্মীদের রোষের শিকার হয়ে লাঞ্ছনার মুখে পড়ার ভয় থাকে তাহলে কে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে যাবে? দেশে এখন সেই পরিস্থিতিই বিরাজ করছে। আগুনের ঘটনা তদন্তের নির্দেশে প্রধানমন্ত্রী যে সুনির্দিষ্ট পক্ষের দিকে আঙুল তুলেছেন তাতে তদন্তের ফলাফল কী দাঁড়াতে পারে তার যথেষ্ট ইঙ্গিত রয়ে গেছে আকলমন্দ লোকের জন্য।

তবুও কয়েকটি বিষয় এমনভাবে সামনে এসেছে যেগুলো এড়িয়ে বিশেষ পক্ষের ওপর দায় চাপানো কঠিন হবে। বঙ্গবাজারের ব্যবসায়ীরা অনুমান করেন, ৪ এপ্রিল তাদের মার্কেটে অগ্নিকান্ডের পেছনে সিটি করপোরেশনের ইন্ধন থাকতে পারে। মার্কেট নিয়ে সিটি করপোরেশনের পরিকল্পনা এবং মার্কেট কমিটির সাথে মামলার বাস্তবতা এড়ানোর উপায় নেই। ব্যবসায়ী নেতাদের স্বার্থের দ্বন্দ্বের বিষয়গুলোও এতটাই স্পষ্ট যে, সেগুলোও আমলে না নিয়ে উপায় নেই।

নিউ সুপার মার্কেটের ব্যবসায়ীরা বলেছেন, ভোর সাড়ে ৫টার সময় সিটি করপোরেশনের পোশাক পরা কয়েকজন লোক মার্কেটের সামনের ফুটওভার ব্রিজ ভেঙে দেয়ার কাজ করছিল। তারা লোহা কেটে সিঁড়িগুলো ভেঙে দিয়েছিল। এ সময় শর্ট সার্কিট হয়ে সেখানে আগুন লেগে যায়। তখন আগুন নেভানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তারা পালিয়ে যায়। ভোর ৫টায় সিটি করপোরেশনের লোকেরা কাজ শুরু করে এমন দায়িত্ববান তাদের কখনই দেখা যায়নি। যদি বিশেষ উদ্দেশ্য বা স্বার্থের বিষয় না থেকে থাকে। আর প্রতিটি ঘটনাতেই সিটি করপোরেশনের সংশ্লিষ্টতা কেন উঠে আসছে সেটিও খতিয়ে দেখা দরকার। এই মার্কেটটি ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয় ২০১৬ সালে। ২০১৮ সালে সিটি করপোরেশন এটির দোকানের লাইসেন্স নবায়ন ও ভাড়া তোলা বন্দ করে। পরে কার নির্দেশে, কেন এটিকে ঝুঁকিপূর্ণ মার্কেটের তালিকা থেকে কেন বাদ দেয়া হলো তা নিয়েও দেখা দিয়েছে রহস্য। এই মার্কেটে অগ্নিকান্ডের ঘটনা সম্পর্কে বিএনপি নেতার অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুরো বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা আরো জরুরি হয়ে উঠেছে।

কিছু ঘটলেই উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর সরকারি দলের অভ্যাসের বিষয়টি তুলে ধরে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল বলেছেন, এসব অগ্নিকান্ডের ঘটনার পেছনে আওয়ামী লীগ ও বর্তমান সরকারের হাত আছে। তিনি বলেন, মানুষের দাবি উঠেছে সারের দাম কমাও, চালের দাম কমাতে হবে, বাঁচতে দিতে হবে, সুষ্ঠু নির্বাচন করতে দিতে হবে, ভোটের অধিকার দিতে হবে। এসব দাবি পাশ কাটানোর জন্য, মানুষের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে নেয়ার জন্য আপনারাই আগুন লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন।

অভিযোগ গুরুতর। মির্জা ফখরুল মাঠের বক্তৃতায় যা মুখে আসে তাই বলা রাজনীতিক নন। লোকেরা তাকে ভদ্র, সৎ ও সজ্জন বলে জানে। আর এ কারণেই তার বক্তব্য জনমনে আবেদন সৃষ্টি করে। এর মধ্যে সত্যের আভাস থাকতে পারে বলে মানুষ ধরে নেয়। সুতরাং তার অভিযোগ আমলে নিতে হবে।

উপর্যুপরি অগ্নিকান্ডের ঘটনাগুলোকে এভাবেই একটি অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতার দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা আসলে কী?

চলতি গ্রীষ্মের একটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে। আছে ভিন্ন মাত্রা। এ মৌসুমে দেশের তাপমাত্রা প্রায় ৬০ বছরের রেকর্ড ভেঙেছে। মৃদু ও মাঝারি তাপপ্রবাহের পর্যায় ছেড়ে তীব্র তাপপ্রবাহ শুরু হয়েছে। পাবনার ঈশ্বরদীতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উঠেছে ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। অন্য সব বছরের মতো এটি কেবল সাত আট দিনের জন্য নয় বরং গত দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলছে। বাতাসের আর্দ্রতা স্বাভাবিকের চেয়ে কম। জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। আগুনঝরা রোদের তেজে ঘরবাড়ি দালান কোঠা সব কিছুই শুকনো বারুদের মতো বিস্ফোরক হয়ে থাকছে সারা দিন এবং রাতেরও অনেকটা জুড়ে।

এর মধ্যে ঢাকার মার্কেটগুলো রয়েছে অগ্নি দুর্ঘটনার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায়। নগরীর বেশির ভাগ মার্কেটই নানা দিক থেকে ঝুঁকিপূর্ণ। অগ্নি-দুর্ঘটনার ঝুঁকিতে আছে ৫৮টি। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নিয়েছে এমনটা কমই দেখা গেছে। প্রতি বছরই গ্রীষ্মকালে দেশে অসংখ্য অগ্নিকাণ্ড ঘটে। সামান্য হিসাব দিলে বিষয়টির ব্যাপকতা স্পষ্ট হবে।

২০০৯ সালে সারা দেশে অগ্নিকান্ড ঘটে ১২ হাজার ১৮২টি। মারা যান ১১৮ জন। ২০১৮ সালে অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটে ১৯ হাজার ৬৪২টি। এতে প্রাণহানি হয় ১৩০ জনের।

২০২২ সালে সারা দেশে ঘটেছে ২৪ হাজার ১০২টি অগ্নিকান্ড। এসব ঘটনায় ৩৪২ কোটি টাকার বেশি সম্পদ পুড়েছে। এর আগের বছর (২০২১) ঘটে ২১ হাজার ৬০১টি অগ্নিকান্ড। আর ২০২০ সালে সারা দেশে ২১ হাজার ৭৩টি আগুনের ঘটনা ঘটে। সব তথ্যই ফায়ার সার্ভিস তথা দমকল বাহিনীর। তবে বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত। এসব ঘটনার কোনোটিতে নাশকতা বা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য কখনো খুঁজে পাওয়া গেছে এমন জানা যায় না। শুধু তাই নয়, গার্মেন্ট বা অন্য কারখানায় অথবা রাসায়নিকের ডিপোতে যেসব বড় বড় অগ্নিকান্ডে অনেক মানুষের মৃত্যু হয়েছে সেগুলোরও সুষ্ঠু তদন্ত বা যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এমন রেকর্ড প্রায় নেই বললেই চলে। কাউকে শাস্তি দেয়া বা আইনের আওতায় আনার ঘটনাও বিরল।

আমাদের দমকল বাহিনীর শক্তি সামর্থ্য ও সরঞ্জামের অবস্থা কী? যেকোনো বড় অগ্নিকান্ড ঘটলেই সেটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পানির গাড়ির স্বল্পতা, উদ্ধার সরঞ্জামের অভাব এগুলো প্রতিবারই দেখা যায়। তেলের, গ্যাসের বা রাসায়নিকের আগুন নেভানোর উপকরণ নেই। ভবন কেটে আটকে পড়া মানুষ উদ্ধারের মতো কাটার মেশিন নেই। অথচ সরকার হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে সম্প্রতি দেশের প্রতি জেলায় এবং কোনো কোনো থানায় অচল সুইমিং পুল বানিয়ে রেখেছে। পুলগুলো ব্যবহার উপযোগী হলেও না হয় বলা যেত, ঠিক আছে ছেলে-মেয়েরা সাঁতার শিখছে। কিন্তু তা হয়নি। শতকরা পাঁচটি পুলও সচল নয়। এই অচল পুল বানাতে সরকারের টাকার অভাব হয়নি। কিন্তু মানুষের জীবন রক্ষার প্রয়োজনে টাকার সংস্থান হয় না।

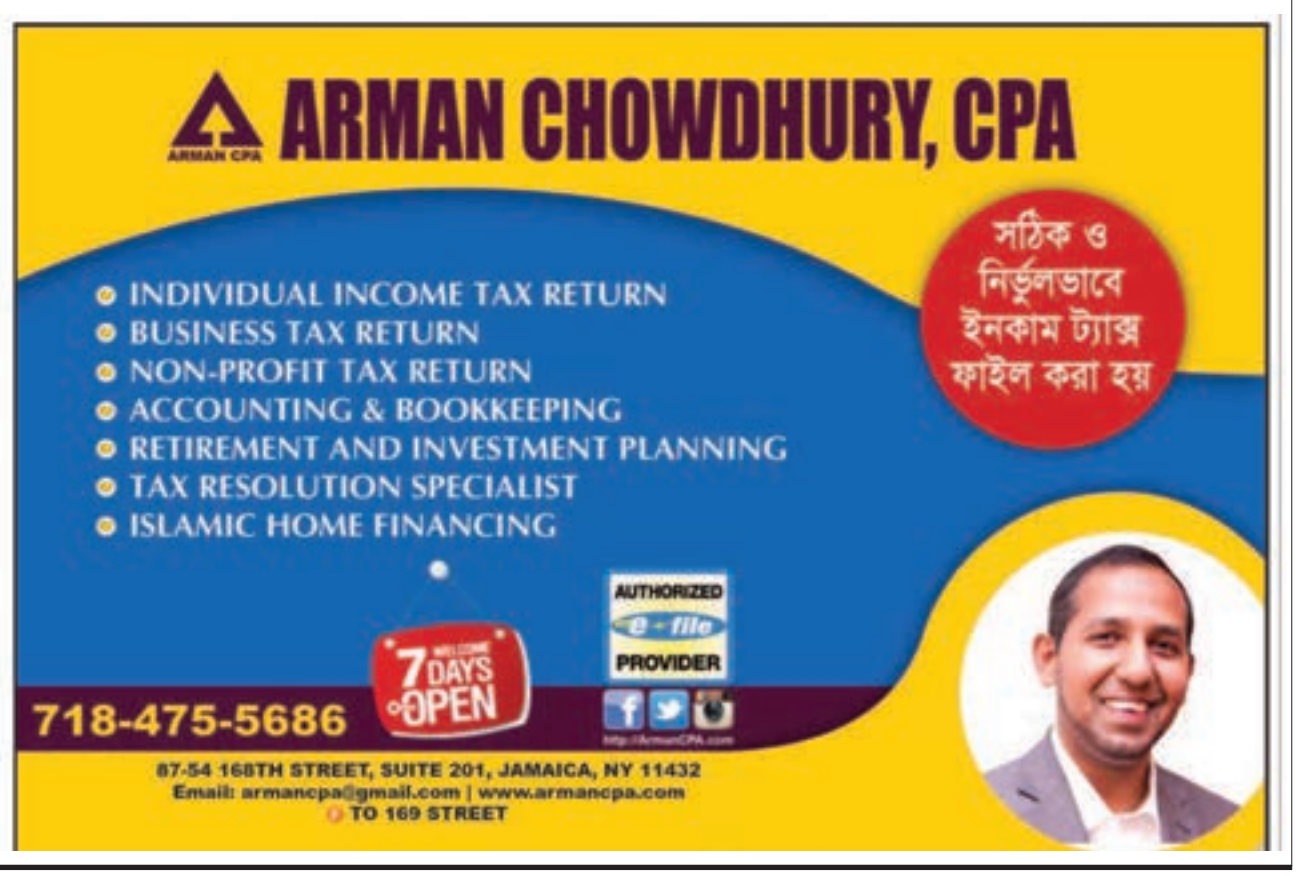
মাত্র ক'বছর আগে ডয়েচে ভেলে রেডিওর এক রিপোর্টে বাংলাদেশে অগ্নিদুর্ঘটনা মোকাবেলায় সরকারের বাজেট কী নিদারুণভাবে অপ্রতুল তার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছিল। তাতে বলা হয়, দেশের মোট প্রায় সাড়ে ১৬ কোটি মানুষকে দুর্যোগ, দুর্ঘটনা থেকে নিরাপদ রাখতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদফতরের জন্য যে বাজেট ছিল তাতে মাথাপিছু বরাদ্দ পড়ে বছরে ৩০ টাকা। হ্যাঁ, ঠিকই পড়ছেন। আপনার আমার নিরাপত্তায় সরকার সারা বছরে ব্যয় করেন মাত্র ৩০ টাকা। অবিশ্বাস্য হলেও এটিই সত্য (এই মুহূর্তে বরাদ্দের পরিমাণ কয়েক টাকা বেড়ে থাকতে পারে। সর্বশেষ হিসাব পাওয়া যায়নি।) উন্নত দেশগুলোতে এই বরাদ্দ মাথাপিছু বছরে মোটামুটি ১৫ হাজার টাকা থেকে সাড়ে ছয় হাজার টাকার মতো। অগ্নিনিরাপত্তায় জাপানে মাথাপিছু ব্যয় ১৩৪ ডলার, ফ্রান্সে ১০৪ ডলার, জার্মানিতে ১০৭, সুইডেন ১০২, সুইজারল্যান্ড ৯৭ এবং যুক্তরাজ্যে ৫৮ ডলার। সেখানে বাংলাদেশ ব্যয় করছে মাত্র ৩৬ সেন্ট, বছরে।

আমাদের ফায়ার সার্ভিসের লোকবল যে অপ্রতুল সে প্রসঙ্গ না হয় না-ই তুলি। দমকল বাহিনীর সদস্যরা সব সীমাবদ্ধতার পরও যে জীবন বাজি রেখে দুর্যোগে উদ্ধার তৎপরতায় ঝাঁপিয়ে পড়েন, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ছাড়াই বিপন্ন মানুষকে বাঁচাতে আগুনের বিরুদ্ধে জান লড়িয়ে দেন সেটিই বরং বিস্ময়কর। তাদের বাহবা দিই।

আগুন নিয়ে রাজনীতি অনেক হয়েছে। আর না হোক সেটাই কাম্য। কারণ আগুন নিয়ে খেলা সব সময়ই বিপজ্জনক। আর এই বারুদতপ্ত সময়ে সেটি ভয়ঙ্করতম হতে পারে। উত্তাপ তো শুধু আবহাওয়া বা প্রকৃতিতে নয়, রাজনীতিতেও সমভাবে ছড়িয়ে আছে। রাজপথে চলন্ত বাসে আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে মারার ইতিহাস কলঙ্কের। কিন্তু অমীমাংসিত কি? সত্যটা সবারই জানা। আর এটাও সত্য যে, গুম খুন, গুপ্ত হত্যার দেশে সব সময় সব সত্য প্রকাশ পাবে না, উন্মোচিত থাকবে না। তবে সময় অজঙ্গম নয়। সে নিজের গতিতেই এগিয়ে যায়। পাল্টে যায়। সন্দেহ নেই, এখানেও পাল্টাবে। আজ অথবা কাল।

প্রধানমন্ত্রী শুধু তদন্তের নির্দেশই দেননি। অগ্নিকান্ডের সঙ্গে 'বিএনপি-জামায়াতের অগ্নি-সন্ত্রাসের বিষয়টি' জড়িত কিনা তা-ও তদন্ত করে দেখতে বলেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা (বিএনপি-জামায়াত) অগ্নিকান্ডের মতো ঘটনা ঘটিয়ে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে। এই নির্দেশনা একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। গত ১৫ বছরের বাংলাদেশের ঘটনাবলি যারা ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেন তাদের জন্য এ নির্দেশের মরতবা বোঝা দুরূহ নয়। নিজেদের প্রতিটি ব্যর্থতা ঢাকার জন্য এক বা একাধিক বলীর পাঠার কাঁধে দায় চাপানোর যে সংস্কৃতি চলমান রয়েছে তা এখন ১০ বছরের শিশুরও অজানা নয়।







জ্যামাইকার কাওরান বাজারে ডাকাতি

(শেষের পাতার পর)

রাতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এতে ৩০ হাজার ডলারের মতো লুট হয়েছে বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় ব্যবসায়ী মহলে আতঙ্ক বিরাজ করছে। খবর ইউএনএ'র।

জ্যাইকার ১৪৮-১৯ হিলসাইড এভিনিউ ঠিকানায় প্রতিষ্ঠিত কাওরান বাজার সুপার মার্কেটের অন্যতম স্বত্তাধিকারী ইলিয়াস খান জানান, দূর্বৃত্তরা মার্কেটটির পিছন দিক থেকে কৌশলে তালা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে ক্যাশ রেজিষ্টার আর সেফবক্স ভেঙ্গে ২৫/৩০ হাজার ডলার লুট করে নিয়ে যায়। তিনি জানান, ঈদের দিন শুক্রবার রাত ১১টার দিকে স্টোরটি বন্ধ করা হয় এবং শনিবারসকাল ৯টার দিকে স্টোর খোলার পর লুটের ঘটনা দেখা যায়। শুক্রবার মধ্য রাত থেকে শনিবার ভোর সময়ের মধ্যে লুটের ঘটনা ঘটে। এব্যাপারে পুলিশ রিপোর্ট করা হয়েছে এবং পুলিশ স্টোরটি পরিদর্শন করেছে।

চোখ লাল হলে করণীয়

(শেষের পাতার পর)

অবহেলা করা যাবে না। চোখ লাল হওয়ার অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে কিছু কারণ চোখের জন্য ভয়াবহ ক্ষতিকর।

গরমের মৌসুমে টনসিলের ব্যথায় করণীয়গরমের মৌসুমে টনসিলের ব্যথায় করণীয়

চোখ লাল হওয়ার কিছু কারণ

হাঁপানির সমস্যায় যারা ভোগেন তাদের হাঁপানি বাড়লে চোখ লাল হয়

ধুলাবালিতে যাদের অ্যালার্জি তারা অতিরিক্ত ধুলোবালির মধ্যে চলাচল করলে প্রদাহজনিত কারণেও চোখ লাল হয়।

চোখের ওপর চাপ বাড়া বা গুকোমার কারণে চোখ লাল হয়

চোখে কোনো আঘাত পেলে লাল হতে পারে

কন্টাক্ট লেন্স যারা ব্যবহার করেন তাদের কন্টাক্ট লেন্স মেয়াদোত্তীর্ণ হলে চোখ লাল হবে এবং কন্টাক্ট লেন্সের কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকেও এমন হতে পারে।

চোখের মেকআপে নিম্নমানের প্রসাধনী ব্যবহারের ফলে চোখ লাল হয়ে যায়। এমনকি না জেনে বুঝে আইড্রপ ব্যবহারেও এমন হতে পারে।

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের অ্যালার্জিজনিত সমস্যা থেকেও চোখ লাল হতে পারে।

সঠিক পাওয়ারের চশমা ব্যবহার না করলে কিশোর-কিশোরীদের চোখ লাল হয়।

একটানা স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকলে এমন হয়।

গরমে ঘামের দুর্গন্ধ এড়াতে খাদ্যাভ্যাস বদলান গরমে ঘামের দুর্গন্ধ এড়াতে খাদ্যাভ্যাস বদলান

এক্ষেত্রে করণীয় যা

প্রথমেই কোনো আইড্রপ ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। চিকিৎসকের কাছে আগে যেতে হবে।

অস্বস্তি হলে সরাসরি চোখে পানির ঝাপটা দেন অনেকে। এমনটা করবেন না। যদি বেশি অস্বস্তি হয় তাহলে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে রুমাল ভিজিয়ে চোখের ওপর পট্টি দিয়ে রাখুন।

একটানা কম্পিউটার বা মোবাইল স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকবেন না। ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলার অভ্যাস গড়ে তুলুন যেন অবচেতনেও আপনার চোখের পাতা পড়ে।

যেসব খাবারে অ্যালার্জি হয় সেসব খাবার এড়িয়ে চলুন।

এ ধরনের সমস্যায় অ্যান্টি-অ্যালার্জিক বা লুব্রিকেটেড আইড্রপ নেওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। তবে ক্রনিক অ্যালার্জি আছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে এসব ড্রপ দেওয়া হয় না।

চোখ মূলত কোন রোগের কারণে হচ্ছে তা নির্দিষ্ট করে জানতে পরীক্ষা করতে হবে।

চোখের ক্ষেত্রে অবহেলা একেবারেই করা চলবে না।

বাংলা পত্রিকা
পড়ুন, লিখুন এবং
বিজ্ঞাপন দিন
718-482-9923


Sarwor Khan
LIC. Real Estate Saleperson
Cell: 347-665-7580
EXIT REALTY PRIME
This is the best time to Buy or Sell your home
বাড়ী কিনার এখনই উপযুক্ত সময়
সুলভে বাড়ী কিনতে
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
• Residential
• Commercial
• Co-op Condo
• HUD
• Pre-Forclosure
• Rental & Short Sale
• রেসিডেনসিয়াল
• কমার্শিয়াল
• কো-অপ কনডো
• HUD-বাড়ি
• প্রি-ফরক্লোজার
• ভাড়া ও শর্ট সেল

189-10 Hillside Ave, Jamaica NY 11423
Tel: 718-262-0205 Cell: 347-665-7580
Email: sarworexitrealty@gmail.com, Web:Exitprimeny.com

GLOBAL MULTI SERVICES, INC

তারেক হাসান খান, সিইও
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
• INCOME TAX
• IMMIGRATION
• ACCOUNTING
• TAX AUDIT
• BUSINESS SETUP
• TRAVELS
IRS e-file
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
tax time!
tax refund
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864, Email: globalmsinc@yahoo.com











নিউইয়র্ক ঈদগাহ ঈদ জামাত

ঈদুল ফেতরের ৫টি জামাতই বরাবরের মত অনুষ্ঠিত হয় নিউইয়র্কের মিনি বাংলাদেশ জ্যাকসনহাইটসের ডাইভার্সিটি পাজায়। সকাল ৭ঃ০০ টার প্রথম জামাত থেকে নিয়ে ১১ঃ০০ টার শেষ জামাতটিতে মুসলির সংখ্যা ছিল সন্তোষজনক। নতুন প্রজন্মকে মুসলিম সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংগ ঈদগাহে তে এসে নামাজ পড়ার বিশেষত্ব ও গুরুত্ব বুঝাতেই কুয়ান্টিটি নয় বরং কুয়ালিটি সম্মত ঈদের নামাজ নতুন প্রজন্মকে উপহার দিতে তারা এখানে আসেন আনন্দ ও প্রফুল চিত্তে। ঈদের নামাজের বিশেষ সুন্নাহ মোতাবেক পাজার একদিকে তারা আগমন করে নামাজ শেষে প্রস্থান করেন অন্য দিকে। নারী-পুরুষ-আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সহ ডাইভার্স কম্যিউনিটির সর্বস্থরের মুসলমানদের এখানে উপস্থিত হতে দেখা যায়। ঈদ শেষে কোলাকুলি ও শুভেচ্ছার আদান প্রদান প্রতক্ষে মনে হচ্ছিল যেন, এ ঈদের নামাজ যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসে নয়, বরং বাংলাদেশের কোনো ঈদগাহতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পাজার চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে কম্যিউনিটির অমুসলিম প্রতিবেশীরাও এসে মুসলমানদের ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। নিউইয়র্ক ঈদগাহর ঈদের নামাজের প্রংশসায় তারা পণ্চমুখ হোন এজন্য যে, এখানে যাতায়াতকারীদের পুরো রাস্তা বন্ধ করা হয়নি, যেভাবে আশেপাশের অন্যান্যরা নামাজ জামাতের আয়োজন দিয়ে রাস্তা ঘাট বন্ধ করে অমুসলিম প্রতিবেশীর গাড়ী পার্কিং ও যাতায়াতে অসুবিধার সৃষ্টি করেছেন। উলেখ্য, ঐ একই কথা চিন্তা করেই ২০১১ সনে নিউইয়র্ক ঈদগাহ মুসলিম শান্তির ধর্ম ইসলামের মহা সংস্কৃতির ঈদ আনন্দ উদযাপনের সত্যি।



ফিনল্যান্ডে আবার এলো খুশির ঈদ

জামান সরকার মনির, হেলসিংকি থেকেঃ ঈদ মানেই আনন্দ আর ফুর্তি। শুধু আনন্দ নয় মহাউৎসবও। এক মাস রোজা রাখার পর ফিনল্যান্ড জুড়ে মুসলমানরা ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য আর উৎসাহের মধ্য দিয়ে উদ্ যাপন করছেন ঈদুল ফিতর।

ইসলামি রীতি অনুযায়ী রাজধানী হেলসিংকিতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঈদের প্রধান দুটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম জামাতটি হয় সকাল ৯টায় ভানতার কনতুলায়। এতে ইমামতি করেন বশির আহমেদ।

সকাল ৯ টায় অপর জামাতটি অনুষ্ঠিত হেলসিংকির কালিওতে। এতে ইমামতি করেন হেলসিংকির দারুল আমান মসজিদের খতিব আবদুল কুদ্দুস খান।

ঈদের জামাত শেষে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া মোনাজাত করা হয়। হেলসিংকির সর্বস্তরের প্রবাসী বাংলাদেশিরা জামাত দুটিতে অংশ নেন।

ঈদ জামাতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লিমন চৌধূরী, মোঃ কামরুল আলম কমল, নাজমুল হুদা, নাসির খান, মাহবুবুল আলম, জহির শিকদার, জামান সরকার, মবিন মোহাম্মদ, মাইনুল ইসলাম, আলাউদ্দিন মোহাম্মদ, আতাউর রহমান খান, আবদুল হাই আল হাদী, জিতু, নাজমুল হাসান লিটন, আবুল কালাম আজাদ শহিদুল, লাবীব, তাসিন, ফাহমিদ উস সালেহীন, সামিউর রাশেদীন ফাহাদ, রিহাব, মাহিন চৌধূরী, সালেহ আহমেদ, বাদল হোসেন মাসুদ,পারভেজ আহমেদ ইসলাম, বেলাল হোসেন, আলটন মঈন, ফাতা মিয়া, বেলাল আহমেদ, আবদুল আলী, জাহিদ হাসান রকি,নুর



আনিস, রুহেল ছোট, হাসান, রফিকুল ইসলাম রানা, মহিবুল ইসলাম,আবু দারা বাবু, আকরাম, সাইফুল আলম, ইমাম হোসেন, সোয়েব আহমেদ, লাবলু আহমেদ, কামরান আহমেদ, শেরওয়ান আহমেদ, এরশাদুর রহমান, রাইয়ান আহমেদ, রুমেল আহমেদ, গোফরান আহমেদ, সমাসরুর রহমান রাব্বি, উজ্জল, মাসুম, সোহাগ, জুবায়ের, রবিউল, এমরান, তপন, রুবেল, আসলাম, রিপন, রায়হান, শরিফুল, নুরুল আলম, এমদাদ হোসেন, শিপু, রুবেল, কুদ্দুস, মাহিব, রায়ান,আরিয়ান, জাইয়ান, রাফান, কলি, মনি, সান্তা, লিজা প্রমুখ

বরাবরের মতো এবারও বাঙালিদের ঈদ উৎসবে ছিল বিভিন্ন ধরনের দেশি-বিদেশি খাবার। একে অপরের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাওয়া। মাতৃভূমি বাংলাদেশে টেলিফোন করে পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনময় ও খোঁজ-খবর নেওয়া ইত্যাদি। ঈদের এই আনন্দে একে অপরের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাওয়ার রেওয়াজ একাধারে তিন চার দিন চলতে থাকে।

মোটকথা মাতৃভূমির মায়া আর দেশে ফেলে আসা স্বজনদের জন্য ভালোবাসা বুকে চেপে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের প্রবাসীরা সবাই পরস্পর ভাগাভাগি করছেন আনন্দ। সুযোগ মতো ফোন, ফেসবুক, ওয়াটাস আপ, ভাইবার, ম্যাসেঞ্জারে যোগাযোগ হচ্ছে নিজ নিজ দেশে। অনেকেই অশ্রুসজল হয়ে পড়ছেন শয্যাশায়ী মা-বাবার জন্য, কেউ সন্তানের কচি মুখ মনে করে চোখ মুছছেন। তবে সবকিছু ছাপিয়ে সবাই হাসিমুখেই উদযাপন করছেন ঈদকে।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
Authorized e-file Provider
কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

সাবেক সাহিত্য সম্পাদক মান্নানের ছেলের ইন্তেকাল

(শেষের পাতার পর)

সোসাইটি'র সাবেক সাহিত্য সম্পাদক আব্দুল মান্নানের একমাত্র ছেলে মুশফিকুর তানভীর মান্নানের ইন্তেকাল করেছেন। শনিবার (২২ এপ্রিল) নিউইয়র্কের বাফালো সিটির একটি হসপিটালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন)।

শোক প্রকাশ: এদিকে সোসাইটির সাবেক সাহিত্য সম্পাদক আব্দুল মান্নানের ছেলের আকস্মিক মৃত্যুতে সোসাইটির কার্যকরী পরিষদ ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা গভীর শোক এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

এক শোকবার্তায় সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুর রর মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রুহুল আমিন সিদ্দিকী, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল উদ্দিন জনি, মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং সকল প্রবাসীদের কাছে দোq া চান যাতে মরহুম তানভীর মান্নানকে আল্লাহ জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম দান করেন। এদিকে মরহুমের জানাজার নামাজ আজ সোমবার (২৪ এপ্রিল) বাদ যোহর বাফালোর জাকারিয়া মসজিদের অনুষ্ঠিত হবে জানা গেছে। মরহুমের পরিবারের পক্ষ থেকে সকলকে জানাজা নামাজে উপস্থিতি ও দোয়া কামনা করা হয়েছে।

'রমজানেরই রোজার শেষে' গানের ৯২ বছর উদযাপন

(শেষের পাতার পর)

গানের ৯২ বছর উপলক্ষে 'ঈদ মিলন মেলা উদযাপিত হয়েছে। নজরুল প্রমীলা স্মৃতি পরিষদের উদ্যেগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে কবির মাজারে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে সম্মিলিতভাবে এ গানটি পরিবেশন করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। গীতিকার কবি এম আর মনজুর সভাপতিত্বে ও নজরুল প্রমীলা স্মৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ডা. এম এ মুক্তাদিরের সঞ্চালনায় এতে অতিথি ছিলেন নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবির চেয়ারম্যান মোমিন মেহেদী, সংগঠক লুৎফুল আহসান বাবু, মসলেহ উদ্দীন খান মজলিস, মিয়াজান কবির, সেভ দ্য রোড-এর মহাসচিব শান্তা ফারজানা ও এ্যাডভোকেট কে এম আশরাফ।

কবিতা ও কথায় অংশ নেন কবি ও আবৃত্তিশিল্পী সালমা জাহান গোধুলি, মতিয়ারা চৌধুরী মিনু, শেফালী দৌউসি, মাহমুদ খান বিজু, ছায়মা খাতুন রিভা, রিয়াদ মাহমুদ খান, জুলফিকার স্বপন, সাব্বির হোসেন সৌরভ প্রমুখ। এসময় অতিথিবৃন্দ বলেন, এই দিনটিকে জাতীয়ভাবে পালনে সরকারের সংশ্লিষ্টদের দায়িত্বে অবহেলা আমাদেরকে বিস্মিত করেছে। আমরা চাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও নজরুল প্রমীলা স্মৃতি পরিষদের যৌথ উদ্যোগে এই বিশেষ দিনটি পালনের পাশাপাশি জাতীয়ভাবে জাতীয় কবির স্বীকৃতি ও গানটিকে জাতীয়করণ করা হোক। এরপর জাতীয় কবির মাজার জিয়ারত ও দোয়া করা হয়।

বাংলা পত্রিকা
পড়ুন, লিখুন এবং
বিজ্ঞাপন দিন
718-482-9923



ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে
বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয়
সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com





নাসাউ বাংলাদেশী কমিউনিটি উদ্যোগে ২০২৩ ইফতার ও দোয়া মাহফিল

নিউইয়র্কঃ ক্যাপ্টেইন মোদাচ্ছের মিয়ার পরিচালনায় উক্ত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে পরিচিত পর্বে সৌজন্য বক্তব্য রাখেন উক্ত সংগঠনের পরিচালনা কমিটির অন্যতম সদস্য ও উদ্যোক্তা মোদাচ্ছের মিয়া, আইটি ইঞ্জিনিয়ার মোঃ শামিমুর রহমান, মুসফিকুর চৌধুরী Owner Of Chilly Chicken Restaurant, মোঃ সোহেল খান বাপ্পি,পুলিশ অফিসার মোঃ আলী, NYPD Surgant Tarek Chowdhury এর সুস্বাদু খাবার পরিবেশনে মুগ্ধ বাংলাদেশী নাসাউ কমিউনিটির পক্ষে থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন সামাজিক নির্দেশনা মূলক ও কল্যাণ মুলক আলোচনা করা হয় যেমন

সবার বিপদে পাশে দাঁড়ানো।

বাংগালী সম্প্রদয়ের এ্যামেরিকান রাষ্টীয় অধিকার আদায়ে সম্মিলিত ভাবে কাজ করা।

সাংস্কৃতিক ও বিনোদন মূলক ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

আগামী দিন গুলি সুন্দর সফল করতে সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দীপ্ত প্রত্যয়ে কাজ করার অঙ্গীকার বদ্ধ!

সৌহাদ্য ও সম্প্রীতির বন্ধনে আমরা অপ্রতিরোধ্য অভিযাত্রী!

ব্রুকলীনে ঈদের নামাজ পড়ালেন বিশ্বজয়ী

(শেষের পাতার পর

)বাইতুল জান্নাহ জামে মসজিদ অ্যান্ড মুসলিম কমিউনিটি সেন্টারের ব্যবস্থাপনায় শুক্রবার ঈদুল ফিতরের এই জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৫ মার্চ বিশ্বজয়ী হাফেজ নাজমুস সাকিব বেশ কয়েকটি কোরআনিক প্রোগ্রামে অংশ নিতে এবং পবিত্র মাহে রমজানে তারাবির নামাজে ইমামতি করতে যুক্তরাষ্ট্র আগমন করেন। সেদিন জেএফকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তিনি পৌঁছালে প্রবাসী মুসলমানরা তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

বিশ্বজয়ী হাফেজ নাজমুস সাকিব যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় দেড় মাস অবস্থান করবেন। এ সময় ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করাসহ পবিত্র রমজানে তারাবির ইমামতিও করেছেন। এর আগে যুক্তরাজ্যে দুই বছর তারাবির নামাজ পড়িয়েছেন হাফেজ নাজমুস সাকিব। আগামী সপ্তাহে তার দেশে ফেরার কথা রয়েছে।

ফ্রান্সে অন্যরকম ঈদ

(শেষের পাতার পর)

কারকাসন। শহর ছোট হ লেও এর ঐ তিহা সিক গুরুত্ব অ নেক। মেয়ের সা থে ঈদ কর তে এখা নে এ সে ছি দিনদুই আ গে। আজ ঈ দের নামাজ পড় া হ লো স্থানীয় এক মস জি দে। বিশাল মস জি দের পু রোটা কানায় কানায় পূর্ণ। এই শহ রে ব হিরাগত দের পঁচানব্বই শতাংশই আল জে রিয়ান ম রোক্কান চেচ নিয়ান রাশান। কিছু আ ছে সুদান সোমা লিয়া বা অপরাপর আ ফ্রিকান দে শের। ভারত পা কিস্তানী বা বাংলা দেশী হা তে গোনা ক য়েকজন। মস জি দে মুসুল্লীও সবাই ওইসব দে শের। এ দের নামাজ পড়ার রী তিটাও আমা দের থে কে ভিন্নতর। ঈ দের নামাজ মায়া সিত্তাতে তাক বিরা তে ব লে জা নি, ইমাম সা হেব সম্ভবত: চৌদ্দ থে কে ষোলবার তক বির দি লেন। নামা জের আ গে কোন বয়ান ভাষন নাই, সবাই মি লে হামদ আর তক বির দি লো। নামাজ শে ষে খুৎবাও আমা দের থে কে ভিন্ন। কোন তরীকার মুসলিম এরা বুঝ তে পারলাম না। তারপরও ভাল লাগ লো একটা ভিন্ন প রি বে শে নামাজ প ড়ে।

'মেসি-রোনালদোর যুগ শেষ, এখন

(শেষের পাতার পর)

মেসি আর ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। দু'জনের ক্যারিয়ারই এখন শেষের পথে। তাই এখন ফুটবলবিশ্বের নতুন শাসক হিসেবে আর্লিং হলান্ডকে দেখছেন সাবেক ইংলিশ ফরোয়ার্ড ওয়েইন রুনি। ২২ বছর বয়সী হলান্ড গত গ্রীষ্মে ৫ কোটি ১০ লাখ পাউন্ডে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড থেকে যোগ দেন সিটিতে। ক্লাবের হয়ে এ পর্যন্ত ৪২ ম্যাচ খেলে ৪৮ গোল করেছেন।

'দ্য টাইমস' এ এক কলামে হলান্ডের প্রশংসা করে ওয়েইন রুনি লিখেছেন, 'এ মুহূর্তে সে বিশ্বের সেরা ফুটবলার। লিওনেল মেসি সর্বকালের সেরা, কিন্তু এ মুহূর্তে কেউই হলান্ডের চেয়ে ভালো খেলছে না- সে যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাতে আমি বিস্মিত। যে পরিমাণ গোল সে করছে, যে পারফরম্যান্স সে মেলে ধরছে এবং যে মানসিকতা দেখাচ্ছে, তাতে সে বিশ্বসেরা। আপনারা যদি দেখতে চান ব্যালন ডি'অর কে জিতবে, তাহলে হলান্ডকেই দেখবেন। এই মৌসুমে যে পারফরম্যান্স সে করছে, সে কারণেই।'

তিনি আরও লিখেছেন, '২৬৪ ম্যাচে ২২৪ গোলের পরিসংখ্যানই একজন খেলোয়াড়ের ধরন বোঝায়, যার মান পড়ে যায়নি। আমরা মেসি ও রোনালদোর যুগ দেখেছি। এখন তার (হলান্ড) সময়, হলান্ড ও কিলিয়ান এমবাপের যুগ। যখন তাদের মতো মেধা চারপাশে থাকে, তখন তাদের খেলা আপনাকে উপভোগ করতে হবে-এমনকি হলান্ডের গায়ে সিটির জার্সি থাকার পরও। যদিও আমি একটা বিষয়ে ভুল ছিলাম; আমি বলেছিলাম, প্রিমিয়ার লিগে প্রতি ম্যাচে একটি করে গোল করার সামর্থ্য আছে হলান্ডের এবং প্রকৃতপক্ষে ২৮ ম্যাচে সে ৩২ গোল করে ফেলেছে!'

মা-বাবার সঙ্গে গ্রামে ঈদ করলেন সাকিব

(শেষের পাতার পর)

ও টেস্ট দলের অধিনায়ক তারকা ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান। তিনি শনিবার (২২ এপ্রিল) সকালে মায়ের হাতের রান্না করা পায়েস খেয়ে বাবার সঙ্গে ঈদগাহে যান নামাজ আদায় করতে।

জানা যায়, দীর্ঘদিন পর এবার মাগুরায় ঈদ করলেন তারকা ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান। তিনি এবার আইসিসির মাস সেরা ক্রিকেটারও নির্বাচিত হয়েছেন। সবশেষ ২০১৭ সালে নিজ শহরে ঈদ করেছিলেন সাকিব। নানা কারণে আই-পিএলে না যাওয়ায় ও ছুটি থাকার কারণে এবার মা-বাবার সঙ্গে ঈদ করছেন সাকিব আল হাসান। ঈদ শনিবার হলেও তিনি গত বৃহস্পতিবার বিকেলে তিনি মাগুরায় আসেন।

বাড়ীতে থাকার সময় তিনি আত্মীয়-স্বজন ও এলাকার বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান এবং কুশল বিনিময় করেন। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে ঈদ শেষে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে স্ত্রী-সন্তানের কাছে যাবেন বলে ।

মাগুরায় শনিবার নোমানী ময়দানে সকাল ৯টায় ঈদুল ফিতরের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। জামাত পরিচালনা করেন মাগুরা কেন্দ্রীয় মসজিদের হাফেজ মাওলানা মুফতি হাবিবুর রহমান। ঈদের নামাজ শেষে দেশের শান্তি কামনায় মোনাজাত করা হয়।

নামাজে অংশ নেন বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবু নাসের বেগ, পৌর মেয়র খুরশিদ হাদয়ারসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ নামাজ আদায় করেন। এ সময় সাকিবের সঙ্গে তাঁর বাবা মাশরুর রেজা কুটিল ও ফুফাতো ভাই রাব্বি আমিন নামাজ আদায় করেন।

নামাজ শেষে সাকিব জেলা প্রশাসকসহ উপস্থিত মুসল্লিদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। পরে তিনি দেশবাসীকে ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা জানান।

তবে সাকিব আল হাসানের উপস্থিতির কারণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সাকিব আল হাসান দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

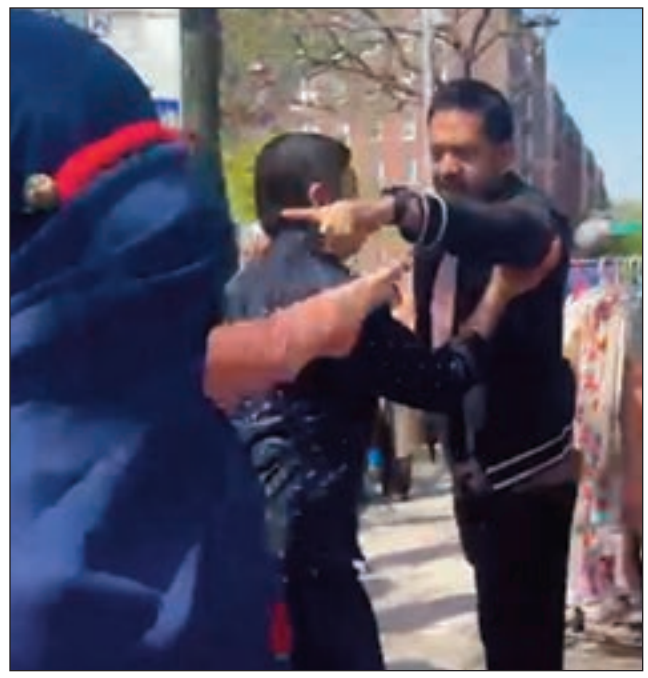
Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222





ফুটপাতের দখল নিয়ে জ্যাকসন

(শেষের পাতার পর)

বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন ওই যুবক। কিছু সময় ঝগড়া করার এক পর্যায়ে ওই যুবক রোকসানার ওপর হামলা চালায়। এতে আহত হন রোকসানা ও তার ভাই ফারুক। রোকশানার হাত কেটে রক্তও বের হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দু'পক্ষকে নিবৃত্ত করে। এসময় হামলাকারী যুবককে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ।

উল্লেখ্য, বেশ কয়েক বছর ধরে জ্যাকসন হাইটসে ঈদের আগের রাতে মেহেদীতে হাত রাঙ্গানোসহ বিভিন্ন পণ্য বিক্রির সাময়িক ব্যবসার বেশ জমজমাট পসরা বসানো হয়। ফুটপাত ও বিভিন্ন মার্কেটের সামনে খোলা জায়গা দখল করে চাঁদরাতের এ সাময়িক ব্যবসা খুলে বসেন অনেকেই। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হন ওই এলাকার স্থায়ী ব্যবসায়ীরা। এ নিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ফুটপাতের সাময়িক দোকানীদের বাদানুবাদ লেগেই থাকে। এব্যাপারে জেবিবিএ'র দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।

যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।

যোগাযোগঃ উদ্দিন

929-519-5139

NOTICE

Ibne Studios, LLC, filed Articles of Organization with the NY Secretary of State ("NYSOS"), on 12/06/2022. Office location: Queens County. NYSOS is designated as agent of the LLC upon whom process against it may be served. NYSOS shall mail copy of process to: 187-11 Wexford Terrace, 1st Floor, Jamaica, NY. Purpose: Any lawful purpose.
Please confirm receipt of this email and if you have any questions or concerns.
Contact: Sanan Ibne. **Cell: 347-849-0006**



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

ইস্ট এলমহার্স্ট এর নর্দান ব-লেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে ৮১ স্ট্রিট এর উপরে দ্বিতীয় তলায় একটি এক বেডরুম এর বাসা ভারা দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : ৯১৭-৩০১-২০৬৩
এ-০৩/১৭/২৪

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হসপিটাল সেন্টারের পাশে রেনোভেটেড বেসমেন্ট ভাড়া হবে। একটি বেডরুম, বসার ঘর, রান্না ঘর এবং বাথরুম। সাবওয়েই টেন। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০২-৭১৪২ অথবা ৫১৬-৪৮১-৭৮৪৩
ডি-০৫/১২

বাসা ভাড়া

ওজন পার্কে ১০৪ অক্সফোর্ড এভিনিউ A ট্রেন সাবওয়ের কাছে ৩ বেডরুমের প্রাইভেট হাউস ভাড়া হবে ১ লা মার্চ থেকে। যোগাযোগ:
347-306-1695
ইমেইল :
arefa91@gmail.com

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বাসা ভাড়া

বাঙালি অধ্যুষিত পার্কচেস্টার সাবওয়ের সন্নিকটে একটি মনোরম বাসা ভাড়া হবে। তিন বেডরুম, ১ বাথরুম (১ম তলা)। ঠিকানাঃ ১৪৫৯ লোল্যান্ড এভিনিউ।
ফোনঃ ৬৪৬-৬৮৪-০৯০৯।

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ায় দুই বেডরুমের একটি বাসায় স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন মহিলার কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৯৮-৮৩৮৩
মা-১৩

রুমমেট আবশ্যক

ওজন পার্ক ১০২ স্ট্রিট ১ লা মার্চ থেকে রুম ভাড়া দেওয়া হবে অথবা পুরুষ রুমমেট আবশ্যক। এক বকের মধ্যে A ট্রেন + বাস আছে। যোগাযোগ :
347-306-1695
ইমেইল :
arefa91@gmail.com

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ায় দুই বেডরুমের একটি বাসায় স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন মহিলার কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৯৮-৮৩৮৩
মা-১৩

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ স্ট্রীট হিলসাইড এভিনিউর এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে এক ব্লক দূরত্বে ১৮০ স্ট্রীটে একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট এপ্রিল মাসের এক তারিখ থেকে শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০০৬৯
মা-০৬/২৭

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী ছয় মাসের বাচ্চা আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করা সহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়া সহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-২৯৯-৯০৩৯
ডি-০৫/১২

আবশ্যক

Law Office of Shiva Khanal, PC-এর জন্য লীগ্যাল এ্যাসিসটেন্ট/ প্যারালীগ্যাল (মিডটাউন) পদের জন্য পার্ট টাইম লোক আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীকে চৌকশ, দায়িত্ববান, পরিশ্রমী, স্বাধীনচেতা এবং বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ভালোভাবে কথা বলা ও লেখার যোগ্যতা থাকতে হবে। অভিজ্ঞ প্রার্থীর অগ্রাধিকার। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।
যোগাযোগ:
khanalaakash435@gmail.com
Contact Phone:
646-669-7202
ফে-১৩

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোটিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: মোহাম্মদ তুহিন
☎ ৭১৮-৩১০-০৪১৩

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

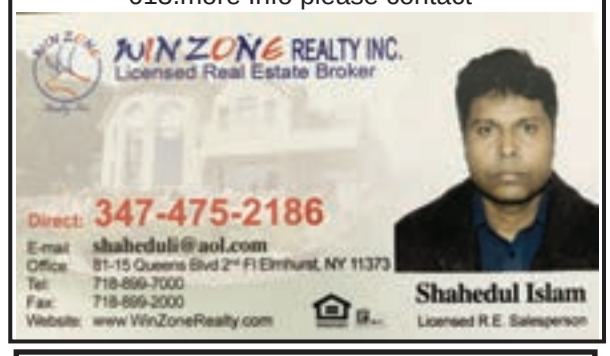
কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-
TDS INSURANCE BROKERAGE CORP.
f-06/14

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২



আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

HELP WANTED

Seeking for an Office Assistant for Real Estate Company, Queens, NY. Must be fluent in English and Expert in Computer. Contact: Mr. Kamal. Ph: 917-523-4451. e-mail: mkskarn@gmail.com
f-06/14

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

পাত্র চাই

بسم الله الرحمن الرحيم

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

অর্জিত 'তাকওয়া' বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করুন

(শেষের পাতার পর)

সারা বিশ্বের মুসলিম প্রশিক্ষণার্থীরা। এই তো সবেমাত্র শেষ হলো সেই প্রশিক্ষণ। প্রতিটি প্রশিক্ষণার্থী ভাই-বোনকে একটি মাস জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাঁটি সোনায় রূপান্তর করা হয়েছে। ক্রমাগত একটি মাস তাক্ওয়ার অনুশীলনে প্রতিটি প্রাণ এখন উজ্জিবিত। মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তথা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে পৃথিবী এখন তাকওয়ার বাস্তব প্রয়োগ ও প্রতিফলন দেখবে। রমজান এমন খাঁটি মুত্তাকি তৈয়ার করেছে যারা তাকওয়ার পথে পথ চলবে। এটিই ইসলামের প্রত্যাশা এবং রমযানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল তা-ই। বাস্তব প্রতিফলন বা তাকওয়ার পথে পথ চলতে হলে তো ভালো-মন্দের পার্থক্য জানা চাই। প্রশিক্ষণার্থী ভাই-বোনদের মনে থাকার কথা, ঐ প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে আমাদেরকে তাকওয়ার পথে সঠিকভাবে চলার জন্য একটি গাইড বুকও (synopsis) দেয়া হয়েছিল সেটির নাম হলো আল কুরআন। "রমযান তো সে মাস যাতে এ কুরআন নাযিল করা হয়েছে। আর এ কুরআন হচ্ছে মানব জাতির জন্য পথের দিশা। মানুষের জন্য (হক বাতিলের) পার্থক্যকারী।" (আল কুরআন ২:১৮৫) তাকওয়া অর্থ আল্লাহর ভয়ে ভালো-মন্দ, হক-বাতিল, সত্য-মিথ্যা মোট কথা আল্লাহর পথ ও তাগুতের পথ বাছাই করে চলা। কুরআন সেই পার্থক্যের পথ দেখাবে। সুতরাং তাকওয়ার বাস্তব প্রয়োগের জন্য আল কুরআনে প্রাত্যহিক অধ্যয়ন ও অনুশীলন চালিয়ে যেতে হবে। কুর-আন অনুযায়ী নিজের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করার উদ্যেগ গ্রহণ করতে হবে। তবে এটিই হবে তাক-ওয়ার ধারাবাহিকতা, এটিই হবে তাকওয়ার বাস্তব প্রতিফলন।

তাকওয়ার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা একজন প্রকৃত তাকওয়াদারী বা মুত্তাকীর অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য। বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন, রমযানের পর যদি তাকওয়ার ধারাবাহিকতা না থাকে, তবে বুঝতে হবে তাঁর রমযানের সারাদিনের ক্ষুধা, কিয়ামুল লাইল, রাত্রি জাগরণ, ইবাদাত কবুল হয়নি অর্থাৎ তার প্রশিক্ষণ ভেস্তে গেছে। একটি মৌলিক কথা হলো, যে কোন কাজ পূর্বের কাজের সঠিকতার উপর পরবর্তী কাজটি নির্ভর করে। আল্লাহর ইবাদাতের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। একটি ভালো কাজ কবুল হওয়ার লক্ষণ হলো, ভালো কাজের পর আরেকটি ভালো কাজ করা। একটি ভালো কাজ করার পর আবার ভালো কাজ করা মানে প্রথমটি কবুল হওয়ার আলামত। ধারাবাহিকতা বজায় রাখা আল্ল-াহর কাছে অতি প্রিয়। বুখারীর একটি হাদীস থেকে তাই জানা যায়। আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে কাজ কেউ সর্বদা (নিয়মিত) করে, সেটিই আল্লাহর নিকট প্রিয়তম।" (বুখারীঃ ৪৩, কিতাবুল ঈমান, বাব আহাব্বুদ দ্বীন, সংক্ষেপিত) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় একজন ইসলামী স্কলার বলেছেন, 'মুমিনের সমস্ত কাজই একটা নিয়ম-শৃংখলার অধীন হওয়া উচিত। আল্লাহর দ্বীনের সমস্ত কাজই বেশ সাজানো গুছানো। আল্লাহর নিজের সমস্ত কাজের মধ্যেও পরিপূর্ণ নিয়ম-শৃংখলা বিরাজমান। দ্বীনের কাজ কখনো খুব বেশী করা কখনো খুব কম করা অথবা না করা আল্ল-াহ পছন্দ করেন না। অল্প হলেও সব কাজ সাজিয়ে গুছিয়ে রুটিন অনুযায়ী সর্বদা নিয়মিতভাবে করা আল্লাহ পছন্দ করেন। এতে তিনি বরকত দেন। আর এভাবে বাস্তব জীবন সুশৃংখল ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়।' আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অবধারিত মৃত্যু আসা পর্যন্ত নিজের রবের বন্দেগী করে যেতে থাকো।" (হিজর :৯৯)

কিন্তু দু:খের বিষয় হলো, রমযান আসে, রমযান যায়, আমরা যেখানটায় ছিলাম সেখানটায় থেকে যাই। কোন পরিবর্তন বা কোন প্রতিফলন তো আমাদের চোখে পড়ে না। এর কারণ কি? এটি কি প্রশিক্ষণের ত্রুটি? না কি প্রশিক্ষণার্থীর ত্রুটি? প্রকৃত কারণ হলো, না বুঝে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা। প্রশিক্ষণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমাদের ভুল ধারণা রয়েছে। সেই বিষয়গুলো হলো, রমযান, তাকওয়া ও আল কুরআন। সেই ভুলটি হলো, রমযান থেকে আমরা কুরআন ও তাকওয়াকে আলাদা করে চিন্তা করি। যিনি অন্ধ তার কাছে টর্স লাইটের আলোর কোন মূল্য নাই এবং এ আলো তাকে পথ দেখাতে পারে না। এমনি ভাবে আমরা যারা রমযানের রোযাকে আল কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছি এবং আল কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝতে ও মানতে এবং তদনুযায়ী জীবন গঠন করতে চাই না। তাদেরকে রোযা ও আল কুরআন যৌথভাবে তাকওয়ারড়পথে পরিচালিত করতে পারছে না। আমাদের দৈনন্দিনের প্রতিটি ইবাদাত এবং আল-কুরআনের প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে ভুলে গিয়ে আমরা সস্তা সওয়াবের ডিজিট গণনায় মত্ত হয়ে আছি।

প্রথমেই বলা হয়েছিল যে, রমযান এলে আল্লাহর রহমতের বারিধারা মুষলধারে বর্ষিত হতে থাকে। কোথাও মুষলধারে বৃষ্টি হলে যেমন মাঠ-ঘাট, নদী-নালা ও খাল-বিল প্রত্যেকটির ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী পানি ধরে রাখে। যার গভীরতা যতো বেশী, তার ধারণ ক্ষমতাও ততবেশী। কিন্তু সমতল ভুমিতে পানি তেমন একটা আটকায় না। বৃষ্টি পড়ে কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে পানিশূণ্য হয়ে যায়। কারণ সেখানে পানি ধারণ করার মতো কোন গভীরতাই নেই। গভীরতা না থাকার কারণ কি? কারণ হলো এগারটি মাস গভীরতা সৃষ্টির জন্য চেষ্টা-সাধনা করা হয়নি। ফলে যতোটুকু গভীরতা ছিল তাও ভরাট হয়ে গেছে। রমযানে মানুষের যতোটুকু গভীরতা সৃষ্টি হয় তা ক্রমাগত ড্রেজিং তথা তাকওয়ার পথে না চলার কারণে পরবর্তি রমযানে সেখানে তাকওয়া নামক আল্লাহর রহমত আটকায় না অর্থ্যাৎ তাকওয়া তার মধ্যে কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না। রমযানের রহমত, বরকত ও মাগফিরাত কোনটিই তার ভাগ্যে জুটে না। যদি জুটতো তাহলে পরবর্তি এগারটি মাসেও সে অবশ্য অবশ্যই আল্লাহর রহমত দ্বারা সিক্ত হতো। সবুজ সমারোহে তার প্রতিটি কার্যক্ষেত্র ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে যেতো। সমতল ভুমির ন্যায় সিয়াম শুধু ক্ষুধা এবং কিয়ামুল লাইল শুধু রাত্রি জাগরণ ছাড়া আর কোন ফায়দাই দিতে পারে নাই।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "অনেক রোযাদার এমন রয়েছে কেবল ক্ষুধা আর পিপাসা ছাড়া ভাগ্যে অন্য কিছুই জোটে না। তেমনি রাত্রিতে ইবাদাতকারী অনেক মানুষও এমন রয়েছে, যারা রাত্রি জাগরণ ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারে না।" অন্য হাদীসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন "যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ পরিত্যাগ করতে পারল না তার শুধু খানা-পিনা করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।" ড্ড

রমযানের তাকওয়ার ধারাবাহিকতা চালু রাখার জন্য যেই কাজটি করতে হবে তা হলো, নিজের ক্ষতি হয় এমন কাজ থেকে বিরত থাকা। এটাই তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়। কিন্তু মানুষের যদি এ জ্ঞানই না থাকে কিসে তার ক্ষতি কিসে তার ভালো, তবে সে কিভাবে সেই পার্থক্য নিরূপণ করবে? তাই ভালো-মন্দ যাচাই করার জন্য দরকার একটি কষ্টিপাথর। আল-কুরআনই হলো সেই কষ্টিপাথর যার মাধ্যমেই একমাত্র হক ও বাতিল, ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। সিয়াম সাধনার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাক্ওয়া গুণ সৃষ্টি করা, আল্-কুরআনের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাক্ওয়া সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে সঠিক পথের দিশা দেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আলিফ-লাম-মিম। (এই নাও) সেই কিতাব (আল-কুরআন) তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই, ইহা মুত্তাকী লোকদের পথ দেখাবে।" (আল কুরআন ২:১-২) তাহলে আমরা এভাবে বলতে পারি যে, আল কুরআনের কাজ হচ্ছে, প্রাথমিকভাবে সৈন্যবাহিনীতে লোক নিয়োগদান করে রমযানের রোযার হাতে ছেড়ে দেওয়া এবং রমজানের রোযা একটি মাস তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাঁটি সোনা তথা দক্ষ সৈনিকে রূপান্তর বা তৈরী করে আবার কুরআনের হাতে সোপর্দ করবে। এবার আল কুরআন তাকে সামনে পথ চলার কর্মসূচী বাতলে দেবে। কুরআন বলবে কোনটি আল্লাহর মর্জির পথ, আর কোনটি তাগুতের পথ। আল্লাহর মর্জির পথ হলো তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর জমিনে তাঁরই অনুশাসন মেনে চলার চেষ্টা করা। এটিই রমযান, তাক্ওয়া ও কুরআনের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

আল কুরআন হলো রমযানের মধ্যমনি। রমযান ফরয করা হয়েছে আল কুরআনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করার ট্রেনিং হিসেবে। শুধুমাত্র রমযান নয় এমনিভাবে আমরা যতোগুলো ইবাদাত পালন করে থাকি, যেমন: নামায, যাকাত ও হজ্জ প্রতিটি ইবাদাতের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো সেই একটিই, আরড় তা হলো, আল-কুরআন অনুশীলনের সংগ্রামে একজন আদর্শ সৈনিকে পরিণত করা।

রমযান, কুরআন ও তাক্ওয়া এ তিনটি পরিভাষা একই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে চক্রাকারে আমাদের মাঝে আবর্তিত হয়। আর সেই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো ইসলামী সমাজ উপযোগী সৎ নাগরিক তৈরী করা।

সুতরাং রমযান চলে গেলে এ পবিত্র মাসে আমাদের মধ্যে তাকওয়ার যে শক্তি অর্জিত হয়েছে, তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। যেই তাকওয়া আমাদেরকে আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধান এবং কুরআনের মিশনকে পুরো করার যোগ্য করে তুলতে পারে। সেজন্য কুরআনের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এ পবিত্র মাসের রোযাসহ সবকিছুই কুরআনের সাথে কেন্দ্রীভূত করে দেয়া হয়েছে। অধিকাংশ সময় আমাদেরকে কুরআনের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য তা বুঝে পড়ার চেষ্টা করতে হবে। দ্বিতীয়ত: কুরআনের প্রতি এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, কুরআনই একমাত্র পারে ব্যক্তি, সমাজ ও যুগকে পাল্টে দিয়ে একটি কল্যাণমুখী ও সোন-ালী সূর্যের সন্ধান দিতে। এছাড়া অন্য কোন মত বা পথে দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতে মুক্তির কোন সম্ভবনাই নেই। এ মহাগ্রন্থ আল কুরআন ছাড়া মানুষের মুক্তির চিন্তা করা একটি বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই নহে। বর্তমান এ বিপর্যস্ত পৃথিবীটাই এর প্রধান স্বাক্ষী। সারা পৃথিবী জুড়ে মানব রচিত বা মানুষের মস্তিষ্ক তৈরী আইন-কানুন দিয়ে শান্তি আনয়নের চেষ্টা বা সাধনা করা হচ্ছে। কিন্তু শান্তি তো দূরের কথা, বরং মানুষের জীবন দূর্বিসহ হয়ে উঠছে।

আসুন তাকওয়ার অনুশীলনের জন্য কুরআনকে নিত্যসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করি। একটি তাকওয়া সম্পন্ন জাতির উন্নয়নে আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমিনের দ্বার খুলে দেন। এটি আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "লোকালয়ের মানুষগুলো যদি ঈমান আনতো ও তাক্ওয়া বা ভয় করতো তাহলে আমি তাদের উপর আসমান জমিনের যাবতীয় বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম, কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। সুতরাং তাদের কর্মকান্ডের জন্য আমি তাদের পাকড়াও করলাম।" (সুরা আরাফ-৯৬)

নিউইয়র্কে ঈদ জামাত













বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার

সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // April 24 // 2023

ঢাকায় ভিসা দুর্নীতি মালয়েশিয়ান হাইকমিশনের ২ কর্মকর্তা রিমান্ডে

ঢাকা ডেস্ক, ২৩ এপ্রিল : বাংলাদেশি পর্যটক ও শ্রমিকদের ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে ঘুস নেওয়ার সন্দেহে তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে ঢাকায় মালয়েশিয়ান হাইকমিশনের দুই এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির কর্মকর্তাকে। দেশটির ফ্রি মালয়েশিয়া টুডেসহ বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে বলা হয়েছে, আটকদের একজন পুরুষ, অন্যজন নারী। তিন দিনের জিজ্ঞাসাদের পর বৃহস্পতিবার তাদের বাংলাদেশ ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে মালয়েশিয়ার দুর্নীতি দমন কমিশন (এমএসিসি)। তবে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে কিনা তা এখনো অনিশ্চিত। সূত্র বলছে, এমএসিসি এ দুই ব্যক্তির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সন্দেহজনক লেনদেন খুঁজে পেয়েছে। তাদের ২০টিরও বেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের পাশাপাশি ৩ দশমিক ১ মিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে এমএসিসি। এ সম্পদের মধ্যে আটটি জমি রয়েছে। এমএসিসি প্রধান কমিশনার আজম বাকি কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদে রাখা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন।













ইতিহাস গড়লো "ভালবাসার মূল্য কত?"

নিউইয়র্কঃ ঈদ উল ফিতরের চাঁদ রাতে নিউইয়র্ক ব্রুকলিনের কেনজিংটনে 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ পারফর্মিং আর্ট' এর উদ্যোগে এবং ওপ্রহেল্থ হোমকেয়ারের সহযোগিতায় এবং বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল ওম্যান শাহানা হানিফের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজন করা হয় হেনা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ শিশুদের জন্য নানান রকমের খেলাধুলা ও মজার অনুষ্ঠান। এদিন কেনজিংটনে রচিত হলো এক ঐতিহাসিক অধ্যায়। যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত বহুল আলোচিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ' ভালবাসার মূল্য কত' বড় পর্দায় প্রদর্শন করা হয় জনবহুল ব্যস্ত এলাকার সড়কের পাশে। নিউইয়র্ক সিটি গভর্নমেন্টের অনুমোতি ক্রমে মুভিটি সবার জন্য উন্মুক্ত স্থানে প্রদর্শন করা হলো। বিভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতি এবং নানা বর্ণের শতশত মানুষ জড়ো হয় মুভিটি উপভোগ করার জন্য। তাছাড়া নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশী কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী ও বিভিন্ন পেশাজীবি মানুষ সহ উপস্থিত ছিলেন বিপুল সংখ্যক দর্শক।

আয়োজকরা জানান, আমেরিকার ইতিহাসে এই প্রথম খোলা আকাশের নিচে কোনো 'বাংলা মুভি' বড় পর্দায় প্রদর্শনের সুযোগ পেলো। আমেরিকার অবৈধ ইমিগ্রান্টদের জীবনের কাহিনী নিয়ে রচিত মুভিটির পরিচালক সাইয়েদ আর ইমন জানান, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় একটি বাংলা চলচ্চিত্রের এই প্রদর্শন আমেরিকার বাংলাদেশী জনগোষ্ঠির জন্য একটা গর্বের বিষয়। মূল চরিত্রে অভিনয় শিল্পী তরিকুল ইসলাম মিঠু জানান, নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের জন্য মুভিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করেছে। আমেরিকার বাংলাদেশী কমিউনিটির উত্থানের পিছনে হাজারো ইমিগ্রান্টের ত্যাগের গল্প ভবিষ্যত প্রজন্ম শ্রদ্ধাভরে শ্রবণ করবে মুভিটি দেখে উপস্থিত দর্শক অনেকেই অশ্রু ধরে রাখতে পারেননি। তারা মুভিটির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিপার কর্ণধার এ্যানি ফেরদৌস, এটর্নি মইন চৌধুরী, এটর্নি ক্যাথি পোলিয়াস, তরুন রাজনীতিক মামনুন হক, কেনজিংটন স্টুয়ার্টের স্বপন, নিলুফার জাহান এবং মামুনুর রশীদ প্রমুখ।







কানাডায় ঈদুল ফিতর উদযাপিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কানাডার বিভিন্ন প্রদেশ ও শহর শুক্রবার (২১ এপ্রিল) যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়েছে। বিশেষ করে প্রবাসী বাংলাদেশী অধ্যুষিত টরন্টো ও মন্ট্রিয়েলের বিভিন্ন স্থানে প্রবাসীদের ঈদ উদযাপন ছিলো চোখে পড়ার মতো।

মন্ট্রিয়ল অঞ্চলের অধিবাসী মাঈনুর সরকার জানান, মন্ট্রিয়লে একাধিক ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে ইসলামিক সেন্টার অফ কুইব্যাকে সকাল সাড়ে ৬টা থেকে সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত পাঁচটি বৃহৎ ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। শীতের শেষে চমৎকার রৌদ্রোজ্জ্বল পরিবেশে ঈদ আরও আনন্দময় হয়ে উঠে।

টরন্টোতে বাংলাপাড়া বলে খ্যাত ড্যানফোর্থের ডেন্টোনিয়া পার্কে প্রতিবারের মতো সবচেয়ে বড় ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ঈদের মাঠ থেকে ফিরে ইয়াসিন উদ্দিন আকাশ জানান, ঈদগাহে উপস্থিত হন টরন্টোর পদত্যাগকারী মেয়র জন টরি, এমপি ন্যাথানিয়েল এরিস্কিন-স্মিথ, এমপিপি ডলি বেগমসহ স্কাথানীয় সিটি জ্যানেট ডেভিস। তারা মুসল্লিদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

এছাড়াও স্থানীয় মসজিদগুলোতেও ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে পুরুষদের পাশাপাশি নারী-রাও অংশ নেন।

এদিকে বৃহস্পতিবার (২০ এপ্রিল) রাতে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো, টরন্টোর স্কারবোরো সাউথ ওয়েস্টের এমপি ও ফেডারেল মন্ত্রী বিল ব্লেয়ার পৃথক পৃথকভাবে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

অপরদিকে চাঁদ রাতের টরন্টোস্থ ড্যানফোর্থের বাঙালী পাড়ায় উৎসবে মুখরিত হয়ে ছিল।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MBA
CPA



ব্রুকলীনে ঈদের নামাজ পড়ালেন বিশ্বজয়ী হাফেজ নাজমুস সাকিব

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কের ব্রুকলীনে বাংলাদেশী হাফেজ নাজমুস সাকিবের ইমামতিতে পবিত্র ঈদুল ফিতরের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউতে (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

সাঈদ তারেকের কলাম

ফ্রান্সে অন্যরকম ঈদ



অন্যরকম এক ঈদের জামাতে শরীক হলাম আজ (২১ এপ্রিল)। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস থেকে অনেক দূরে ছোট্ট একটা শহর (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

ধর্মীয় ভাব-গম্ভীর পরিবেশে উত্তর আমেরিকায় পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত

জেএমসি'র জামাতে ১৫ হাজারোধিক মুসল্লী


খুতবা দিচ্ছেন ইমাম শামসে আলী

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): ধর্মীয় ভাব-গম্ভীর পরিবেশে চমৎকার আবহাওয়ায় নিউইয়র্ক সহ সমগ্র উত্তর আমেরিকায় পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়েছে। এবার উইক ডে শুক্রবার ঈদ হলেও নামাজের জন্য ধর্মপ্রাণ হাজার হাজার মুসলিম নর-নারীর ঢল নামে খোলা মাঠ আর মসজিদগুলোতে। ঈদের জামাতগুলোতে প্রবাসী বাংলাদেশী ও মুসলিম কমিউনিটি সহ দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করা হয়। অন্যান্য বছরের মতো এবারো নিউইয়র্কের সর্ববৃৎ ঈদের জামাত হয়েছে জামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি) আয়োজিত সিটির কুইন্স বরোর টমাস এডিসন স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় বলে খবর পাওয়া গেছে। এতে ১২/১৫ হাজার (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রে পরিবারের সথে নয়

মা-বাবার সঙ্গে গ্রামে ঈদ করলেন সাকিব

ঢাকা ডেস্ক: সুযোগ থাকা সত্বেও যুক্তরাষ্ট্রে না গিয়ে মাগুরায় নিজের গ্রামের বাড়ীতে বাবা-মায়ের সঙ্গে ঈদ করলেন বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

সোসাইটির সাবেক সাহিত্য সম্পাদক মান্নানের ছেলের ইন্তেকাল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

জ্যামাইকার কাওরান বাজারে ডাকাতি ৩০ হাজার ডলার লুট

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক সিটিতে বাংলাদেশী অধ্যুষিত জ্যামাইকার কাওরান বাজার সুপার মার্কেটে ঈদের দিন শুক্রবার (২১ এপ্রিল) (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

ফুটপাতের দখল নিয়ে জ্যাকসন হাইটসে মারামারি, একজন গ্রেপ্তার



বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে চাঁদরাতে মৌসুমী ব্যবসার জন্য ফুটপাতের দখল নিয়ে দু'পক্ষের মারামারিতে কয়েকজন আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার (২০ এপ্রিল) দুপুরে। জ্যাকসন হাইটসের ৩৭ এভিনিউ এর ৭৪ স্ট্রিটে দেশী ওয়ার হাউজের সামনে এক দম্পতি চাঁদরাতে সাময়িক ব্যবসার জন্য আসবাবপত্র দিয়ে দোকান সাজাতে শুরু করে। এসময় দেশী ওয়্যার হাউজের স্বত্বাধিকারী রোকসানা তাদেরকে বাধা দেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে রোকসানার সঙ্গে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)



অর্জিত 'তাকওয়া' বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করুন

জাফর আহমাদ

'তাকওয়া অর্জন' (To achieving Takwa) শিরোনামে সিয়াম নামক ক্যাম্পে এক মাসের একটি প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তি হয়েছিল (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

খেলার খবর

'মেসি-রোনালদোর যুগ শেষ, এখন সময় হলান্ডের'

স্পোর্টস ডেস্ক: গত এক যুগের বেশি সময় ধরে ফুটবল বিশ্বকে শাসন করে আসছেন লিওনেল (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

হেলথ টিপস

চোখ লাল হলে করণীয়

অনেকেই সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে লক্ষ্য করেন তাদের চোখ ভীষণ লাল। একটু পর তা আবার স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে। তবে ঘন ঘন চোখ লাল হলে এবং দীর্ঘ সময় লাল থাকলে (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

বিনোদন

'রমজানেরই রোজার শেষে' গানের ৯২ বছর উদযাপন

বিনোদন ডেস্ক: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'রমজানেরই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ' (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)


GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ডায়াগনস্টিক এর জন্য লোক আবশ্যক
ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত স্বনামধন্য স্টারলিং ডায়াগনস্টিক এর জন্য জরুরী ভিত্তিতে Nurse Practitoner, Physician Assistant, Medical Assistant এবং Mammogram Technician আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। শুধুমাত্র আগ্রহী প্রার্থীগণ যোগাযোগ করুন।
M.Ali: 267-342-1481
Email: info@starlingdiagnostics.com
starling diagnostics

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com